চিকিৎসাসার।

COMPENDIUM OF MEDICINE

IN BENGALI.

BY THE

REV. O R. BACHELER, M. D.

OF THE AMERICAN BAPTIST MISSION, NORTH ORISSA.

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE ASSOCIATION OF BAPTIST CHURCHES IN BENGAL,

BY J. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1851.

PREFATORY NOTICE.

At the meeting of the Association of Baptist Churches in the Bengal Presidency, held at Calcutta at the close of 1849, it was resolved, at the suggestion of Babu Ram Krishna Kabiráj, that a popular Manual of Medicine should be published, with a view to diminish the great amount of bodily suffering, to which the inhabitants of the interior of Bengal are at present exposed. The Rev. O. R. Bacheler, of Balasore, having previously drawn up an outline of such a manual for the benefit of a class of Oriya medical students, kindly undertook to remodel and enlarge it, with a view to its being published in Bengali. The present volume is the result.

The publication of it has laboured under great disadvantages. The author being imperfectly acquainted with Bengali, and unable, from his place of residence, to secure the assistance of a competent Pandit, the manuscript, when prepared, was found not to be in so satisfactory condition, in point of style, as could have been desired. The hope of introducing improvements, under the learned Author's direction, whilst the work was going through the press, was frustrated by his being compelled to proceed to America. And the undersigned, by whom it was edited, being unacquainted with medicine, did not feel himself at liberty to make more than a few verbal alterations. He sincerely regrets his inability to do justice to a treatise so well calculated to be useful.

A glance at the table of contents will show that the work consists of three parts, viz. 1st, an outline of anatomy and physiology; 2ndly, a compendium of medicine properly so called, including materia medica; and 3rdly, a brief sketch of surgery.

J. WENGER.

নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ। শরীরের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ। বৈদ্য বিদ্যা।

রোগের লক্ষণ।

রোগ প্রতীকারের উপায়।

চর্ম্ম রোগাদি।

রক্তের রোগ।

ফুসফুসের রোগ।

উদরের রোগ।

ইন্দ্রিয় রোগের বিবরণ।

নানাবিধ।

চক্ষুর রোগ।

শৈশবাবস্থার রোগ।

ঔষধের গুণ ও প্রস্তুত করণ বিষয়ক বিদ্যা।

পিচকারির ঔষধ।

বমি হইবার ঔষধ।

প্রস্রাবজনক ঔষধ।

পাথরি নাশক ঔষধ।

ঘাম নির্গত হওনের ঔষধ।

কফ নির্গত হইবার ঔষধ।

কৃমিনাশক ঔষধ।

ফোস্কাজনক ঔষধ।

ব্যথানাশক ঔষধ।

পোলটীস।

নানাবিধ।

বলদায়ক ঔষধ।

নেশাজনক ঔষধ।

বিষনাশক ঔষধ।

নানাবিধ।

তৃতীয় ভাগ। অস্ত্র বিদ্যা।

শরীরের বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

শরীরভাগের বিবরণ।

শরীরের ভিন্ন২ স্থানের নাম সহজরূপে জানিবার জন্যে তাহাকে তিন ভাগেতে বিভাগ করিতেছি।

প্রথম। মস্তক, যাহাতে মগজ ও ক্ষুদ্র মগজ ও মুখ ও চক্ষু ও কর্ণ এবং নাসিকা ইত্যাদি আছে।

দ্বিতীয়। বক্ষঃস্থলাদি, যাহাতে ফুসফুস ও অন্তঃকরণ ও উদর ও আমাশয় ও কলিজা ও পিলে ও কুক্কুর-জিহ্বা ও গুর্দা ও ফোকনা, এবং স্ত্রীলোকদিগের গর্ব্ভ আছে।

তৃতীয়। হস্ত পদ ইত্যাদি।

ঐ সকল ভাগের বিবরণ বিশেষ রূপে জানাইবার জন্যে নিম্নে প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি।

মস্তকের বিবরণ।

মস্তকেতে ৫৪ খানা হাড় আছে। যথা, খুলিতে ৮ অষ্টখানা, এবং মুখেতে ৪৬ ছেচল্লিশ খানা যথা,

খুলির দুই পার্শ্বেতে কাণের উপরে .. .. ২ খানা
কাণের অগ্রভাগে .. .. ২ ঐ
কপালেতে .. .. ১ ঐ
ঘাড়ের উপরি ভাগে .. .. ১ ঐ
তালুর উপরে.. .. .. ২ ঐ

এই অষ্টখানা হাড় খাবনির দ্বারা উত্তমরূপে জড়িত হইয়া অতিশয় দৃঢ় হইয়া আছে, সে হাড় চলাচল হইতে পারে না। আর মগজেতে কোন আঘাত না লাগিবার জন্যে ঐ সকল হাড় মগজের চতুর্দিগে আচ্ছাদিত হইয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

নাসিকাতে .. .. ৫ খানা
দুই চক্ষের কোণেতে .. .. ২ ঐ
দুই দিগের গালেতে .. .. ২ ঐ
উপর চুয়ালে .. .. ২ ঐ
নীচের চুয়ালে .. .. ১ ঐ
তালুকার অধোভাগে .. .. ২ ঐ

ঐ চতুর্দশ খানা হাড়ের মধ্যে কেবল নীচের চুয়াল চলাচল হইতেছে, এতদ্ভিন্ন অন্য হাড় সকল পরস্পর একত্রে সংযোগ হইয়া জড়িত হইয়া আছে। আর মস্তকের চতুর্দ্দিগ হাড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত

আছে, কেবল সুমেরু হাড়ের মধ্যদিয়া তাহার এক দ্বার আছে।

দন্ত ৩২।

বাল্যকালে কুড়িটি হয়, পরে সাত কিম্বা আট বৎসরের সময়ে ঐ দন্ত ভগ্ন হইয়া পুনরায় উঠিবার সময়ে আর অষ্টটি বৃদ্ধি হয়, এবং আঠার কিম্বা উনিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে সকল দন্তের পশ্চাৎ ভাগেতে আর চারিটি পুনরায় বৃদ্ধি হয়। এই প্রকারে কুড়িটি অবধি বত্রিশ পর্য্যন্ত ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে দুই পাটী দন্ত সম্পূর্ণ হয়। দন্ত সকল অন্য হাড়হইতে ভিন্ন হয়, আর ঐ দন্ত যত দূর পর্য্যন্ত দৃশ্য হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিগে এক প্রকার পাথুরিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা কোন বস্তু চিবাইবার সময় ঐ দন্ত আঘাত অথবা ভঙ্গহইতে রক্ষা পায়।

মগজ।

মস্তকের মধ্যে মগজ ও ক্ষুদ্র মগজ আছে, যথা, চক্ষু ও কর্ণের নিকটহইতে উপরি ভাগ পর্য্যন্ত বড় মগজ কহা যায়, আর কর্ণের পশ্চাৎহইতে ঘাড়ের গাঁইট পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মগজ কহা যায়। এবং নাসিকার

নিকটহইতে ঘাড়ের গাঁইট পর্য্যন্ত বামে ও দক্ষিণে উক্ত মগজ সমানরূপে দুই ভাগ হইয়া আছে। মগজ অতিশয় চিকন ও কোমল এবং শুক্লবর্ণ বস্তু। আর তাহার মধ্যে অতি অল্প রক্ত গমনাগমন করে।

আর মগজের মধ্যে মনের বাসস্থান আছে, মগজ-হইতে ইন্দ্রিয়তার সমূহ উৎপন্ন হইয়া সকল শরীরে প্রচলিত হয়।

মুখের বিবরণ।

মুখের মধ্যে জিহ্বা ও ক্ষুদ্র জিহ্বা ও তালুকা এবং টুঁটি আছে। এই সকলের উপরে রসোৎ-পাদক এক প্রকার চর্ম্ম আচ্ছাদিত আছে, যাহা-হইতে লাল ইত্যাদির উদ্ভব হয়। এবং ঐ চর্ম্ম থাকা প্রযুক্ত উপরি লিখিত বস্তু সকল সর্ব্বদা ভিজা থাকে। আর তাহার মধ্যে অধিক রক্ত গমনাগমন করে। এবং খাদ্য দ্রব্যাদির আস্বাদন বুঝিবার জন্যে তা-হার চতুর্দ্দিগে বহু ইন্দ্রিয়তার ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আর নাসিকারন্ধ্রের ও জিহ্বার গোঁড়ায় এই উভয় স্থানের মধ্যে একটি পরদা আছে, যাহা থাকা প্রযুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না, কারণ ঐ পরদার নীচেতে টুঁটির নিকটে একটি ক্ষুদ্র জিহ্বা আছে; আহারাদি গিলিবার

সময়ে ঐ জিহ্বা কবাটের ন্যায় নাসিকা ছিদ্রের মুখের উপরে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে।

জিহ্বা থাকা প্রযুক্ত কথাদি স্পষ্টরূপে মুখহইতে নির্গত হয়।

টুঁটির মধ্যে দুইটি নলী আছে, একটি আমাশয়ের ভিতর পর্য্যন্ত, অন্যটি ফুসফুসের ভিতর পর্য্যন্ত যায়। ফুসফুস নলীর মুখের উপরে একটি কবাট আছে, তাহা থাকা প্রযুক্ত আহারাদি ফুসফুসের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কারণ ঐ কবাট ঐ নলীর মুখের উপরে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে।

মুখের ভিতরে দুই দিগের কসেতে রসোৎপাদক দুইটি দল পরুয়া আছে, যাহাহইতে উদ্ভব হইয়া লাল ও থুথু জলের ন্যায় মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। এবং আহারাদি চিবাইবার সময়ে ঐ পরুয়াহইতে থুথু উৎপন্ন হইয়া দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া উদরের মধ্যে প্রবেশ করে। উভয় গালের মাংস-গ্রন্থিহইতে উক্ত রস উৎপন্ন হইয়া ঐ পরুয়ার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়।

নাসিকার বিবরণ।

নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে একটি পরদা আছে, যাহার দ্বারা নাসিকার বাম ও দক্ষিণ দুই ভাগ হয়, ও নাসি-কার ভিতরের চতুর্দ্দিগে রসোৎপাদক এক প্রকার

চর্ম্ম আচ্ছাদিত আছে। আর দ্রব্যাদির আঘ্রাণ লইবার জন্যে বহু ইন্দ্রিয়তার ঐ চর্ম্মেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এবং টুঁটির মধ্যে নাসিকার একটি ছিদ্র আছে, যাহার দ্বারা নিশ্বাস গমনাগমন করে।

কর্ণের বিবরণ।

কর্ণের আকৃতি যাহা বাহিরে দৃশ্য হইতেছে, সে তূরীর মুখের ন্যায় এবং তাহা বাহিরের শব্দকে আটকাইয়া কর্ণের ভিতরে প্রবেশ করায়। কর্ণের রন্ধ্র যাহা মগজ পর্য্যন্ত যায়, সে একটি চুঙ্গির ন্যায়, আন্দাজ এক বুরুল লম্বা হইবে, তাহার ভিতরের মুখ অতি চৌড়া। এবং ঐ চুঙ্গির মধ্যেতে কর্ণমল সকল জমা হয়, সে মল অতিশয় তিক্ত ও অতিশয় গরলযুক্ত বস্তু। দৈবাৎ কোন পোকা কর্ণের ঐ চুঙ্গির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত দ্রব্যকে ভক্ষণ করিলে সেই পোকা নষ্ট হয়। আর ঐ নলীর ভিতরের মুখের উপরে ঢাকা ছাউনির ন্যায় হইয়া অতিশয় পাতলা একখানি চর্ম্ম আচ্ছাদিত আছে। ঐ চর্ম্মের উপরে শ্রবণজনক বহু ইন্দ্রিয়তার বিস্তীর্ণ আছে, এই জন্যে ঐ চর্ম্মেতে শব্দ বাজিলে শ্রবণ হয়। ঐ চর্ম্মের নিকটহইতে নাসিকারন্ধ্রের মুখ পর্য্যন্ত একটি চুঙ্গি আছে যাহার দ্বারা বায়ু চলাচল হয়।

চক্ষুর বিবরণ।

চক্ষুর আকৃতি অণ্ডের ন্যায় গোলাকার। ঐ চক্ষু শিরার দ্বারা নিজ কোটরের মধ্যে টাঙ্গান আছে, আর ঐ চক্ষুকে ঘুরাইবার জন্যে ছয়টা শিরা আছে। ঊর্দ্ধে ও অধো এবং পার্শ্বে দৃষ্টি করিবার জন্যে চারিটা, এবং টেরচা দৃষ্টি করিবার জন্যে দুইটা, এই প্রকারে ছয়টা। উক্ত চারিটা শিরা চক্ষুর চতুর্দ্দিগের কিনারাহইতে কোটরের হাড়ের পৃষ্ঠদেশেতে লগ্ন হইয়া আছে, তাহাদ্বারা চক্ষু ঊর্দ্ধে ও অধো এবং পার্শ্ব প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে। ঊর্দ্ধেদৃষ্টি করিবার মানস হইলে উপরের শিরা আপন ইচ্ছায় ঊর্দ্ধপানে খেঁচিয়া লইবাতে চক্ষু উপর পানে ফিরে। এবং অধোদৃষ্টি করিবার মানস করিলে নীচের শিরা আপন ইচ্ছায় নীচে পানে খেঁচিয়া লইবাতে চক্ষু নীচু পানে ফিরে। এই প্রকারে পার্শ্ব প্রতি দৃষ্টি করিবার মানস করিলে পার্শ্বের শিরা উক্ত মতে খেঁচিয়া লইবাতে বামে ও দক্ষিণে চক্ষু ফিরে। টেরচা দৃষ্টি করিবার জন্যে আর দুইটি শিরা আছে, যাহার প্রথমটি ঐ চক্ষুর দক্ষিণ দিগের কোণের কিনারাহইতে উক্ত হাড়ের পৃষ্ঠদেশে লগ্ন হইয়া আছে, অন্যটি বাম দিগের কোণের কিনারাহইতে উক্ত হাড়ের পৃষ্ঠদেশে লগ্ন হইয়া আছে। কিন্তু কপালের মধ্যস্থান প্রতি দৃষ্টি করিবার মানস হইলে বাম দিগের কোণের

শিরা আপন ইচ্ছায় ঐ কোণ পানে খেঁচিয়া লইবাতে চক্ষু সেই দিগে ফিরে। এবং বাহুমূল প্রতি দৃষ্টি করিবার মানস করিলে দক্ষিণ দিগের কোণের শিরা আপন ইচ্ছায় খেঁচিয়া লইবাতে চক্ষু সেই দিগে ফিরে। এই প্রকারে শিরাদি খেঁচিবার দ্বারা উভয় চক্ষু চতুর্দ্দিগে ফিরিয়া ঘুরে। সম্মুখে সোজা দৃষ্টি করিবার মানস করিলে উক্ত শিরা সকলে চক্ষুকে সোজা করিয়া রাখে, এবং তাহাতে চক্ষু সোজা ও স্থির হইয়া থাকে। চক্ষুর গোলের উপরে তিন পর্দ্দা চর্ম্ম আছে। চক্ষুতে কোন আঘাত যেন না লাগে, এই জন্যে বাহিরের পর্দ্দা অতিশয় মোটা ও শক্ত। সে অতিশয় শ্বেতবর্ণ, আর চক্ষুর অগ্রভাগেতে দৃশ্য হইতেছে, তাহার মধ্যে রক্তের নাড়ী অধিক নাই, এই নিমিত্তে তাহাতে অধিক চেতন নাই। আর ঐ চর্ম্মকে স্ক্লিরটিকা (sclerotica) কহা যায়।

দ্বিতীয় পর্দ্দা। সে মখ্মলের ন্যায় অতিশয় নরম এবং লালবর্ণ, তাহাতে রক্তের নাড়ী অধিক চলাচল হইতেছে, কিন্তু চক্ষুকে ছেদন না করিলে সে চর্ম্ম দৃশ্য হয় না। ঐ চর্ম্মকে খরইড (choroid) বলা যায়।

তৃতীয় পর্দ্দা। সে একটি বড় উন্দ্রিয়তার যাহা মগজহইতে উৎপন্ন হইয়া আসিয়া চক্ষুর পৃষ্ঠদেশ দিয়া চক্ষুর গলার ফুকরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া আস্তরের ন্যায় হইয়া তাহার মধ্যে আচ্ছাদিত আছে।

সে অতিশয় কোমল ও নরম এবং তাহার বর্ণ কাঁচের ন্যায়। তাহার উপরে আলো পড়িলেই দৃশ্য হয়।

চক্ষুর অগ্রভাগেতে অর্থাৎ যে স্থান কালোবর্ণ দৃশ্য হইতেছে সেই স্থানেতে একটি ছোট কুঠরী আছে। ঐ কুঠরীর অগ্রভাগের উপরে অতিশয় পাতলা ও নির্ম্মল একখানি চর্ম্ম আচ্ছাদিত আছে, এবং তাহার পশ্চাৎ ভাগেতেও ঐ প্রকার আর একখানি চর্ম্ম আছে। ঐ উভয় চর্ম্মপর্দ্দার মধ্যেতে অর্থাৎ ঐ কুঠরীতে জল পূরিত আছে। ঐ কুঠরীর মধ্যেতে অতিশয় পাতলা ও নরম চর্ম্মের ন্যায় এক খানি পর্দ্দা টাঙ্গান আছে। বিশেষ২ মনুষ্যেতে তাহা কালো কিম্বা নীল কিম্বা ধূসরবর্ণ দৃশ্য হয়, যাহাকে উপতারা (iris) কহা যায়। ঐ পর্দ্দার মধ্য-স্থলেতে একটি ছিদ্র আছে, যাহাকে পুত্তলি (pupil) কহা যায়। ঐ ছিদ্রের দ্বারা উপতারার উভয় পার্শ্বে ঐ জল গমনাগমন করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা ভিজা রাখে। ঐ পুত্তলি সময়ানুসারে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। যথা অধিক আলো চক্ষুর উপরে পড়িলে সে ক্ষুদ্র হয়, এবং অল্প আলো পড়িলে ঐ পুত্তলি বড় হয়, তাহার কারণ অধিক আলো পড়িলে চক্ষুকে ক্লেশ দিবে, এই জন্যে পুত্তলি ক্ষুদ্র হয়; এবং অন্ধকারে অধিক আলো না পাইলেও যেন দৃষ্টি হইতে পারে, এই জন্যে বহু আলো ধারণ করিবার নিমিত্তে বড়

হয়। অন্ধকারহইতে আসিয়া অতিশীঘ্র আলো প্রতি দৃষ্টি করিলে অল্পক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু বেদনা করে, কারণ ঐ পুত্তলি শীঘ্র সঙ্কুচিত হইতে না পারাতে অধিক আলো তাহাতে প্রবেশ করে, এই হেতু বেদনা করে, কিন্তু কিঞ্চিৎ সময়ের মধ্যে ঐ পুত্তলি সঙ্কুচিত হইলে পরে বেদনা নাশ হয়। আর আলোহইতে আসিয়া অন্ধকার স্থানে উপস্থিত হইলে শীঘ্র দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণ পুত্তলি সে সময়ে অতি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে; কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ পুত্তলি অধিক আলো ধারণ করিবার জন্যে বড় হয়, তাহা হইলেই পরিষ্কার দৃষ্টি হয়। যেমত মধ্যাহ্ন সময়ে খিড়কির দ্বারা যথেষ্ট আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে অন্ধকার হওয়া প্রযুক্ত অধিক আলো দরকার হইবায় দ্বার খুলিতে হয়, সেই প্রকারে চক্ষুর পুত্তলির হ্রাস ও বৃদ্ধি জানিবা।

আর ঐ পুত্তলির পশ্চাতে ক্ষুদ্র মটরের পরিমাণে গোলাকার ও নির্ম্মল একটি বস্তু টাঙ্গান আছে, যাহাকে স্থূল মধ্যকাচ (crystalline lens) কহা যায়, তাহার দ্বারা চক্ষুর ভিতরে আলো প্রবেশ করে। যদি কোন প্রকারে উক্ত কাচ মলিন হয়, তবে চক্ষুর দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে। আর যৌবনাবস্থায় উক্ত কাচ অতিশয় গোলাকার থাকে, এই জন্যে পরিষ্কার রূপে দৃষ্টি হয়; কিন্তু বয়স অধিক হইলে

উক্ত কাচ ক্রমে২ চেপ্‌টা হয়, এই জন্যে দৃষ্টির হ্রাসতা হয়। এমন সময়ে চসমা ব্যবহার করিলে পরিষ্কার রূপে দৃষ্টি হয়। ঐ স্থূল মধ্যকাচের পশ্চাৎ ভাগে ঐ গোলার মধ্যেতে অণ্ডের সফেদার ন্যায় (vitreous humour) এক প্রকার বস্তু পূরিত হইয়াছে।

দৃষ্টির বিবরণ।

চক্ষুর দ্বারা যে কোন বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাহইতে আলোর কিরণ আসিয়া চক্ষুর পুত্তলি দিয়া স্থূলমধ্যকাচ পর্য্যন্ত সোজা রূপে প্রবিষ্ট হয়; কিন্তু ঐ কাচ গোলাকার হওয়া প্রযুক্ত তাহার মধ্যেতে যে কিরণ প্রবেশ করে তাহাকে আকর্ষণের দ্বারা কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া আনে; তাহাতে ঐ কিরণ আগার ন্যায় হইয়া রেতাইনার উপরে ঠিকরূপে পড়িতে পারে। ঐ কিরণ চক্ষুর গোলার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে পড়ে, তাহা বলি। বাহিরের বস্তুর উপরহইতে যে কিরণ আইসে তাহা ঐ গোলার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া নীচে পানে যায়, এবং নীচহইতে যে কিরণ আইসে সে উপর পানে যায়। আর রেতাইনার উপরে যে আকৃতি পড়ে তাহা উল্‌টা হইয়া পড়ে। আর চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইলে দৃষ্টির হ্রাসতা হইতে

পারে, তাহার কারণ এই যে সেই বয়স হইলে স্থূল-মধ্যকাঁচ ক্রমে চেপ্টা হইতে আরম্ভ করে; এই জন্যে দৃষ্ট দ্রব্যহইতে যে কিরণ আসিয়া চক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, উক্ত কাঁচ চেপ্টা হওয়া প্রযুক্ত ঐ কিরণ বিস্তীর্ণ হয়, এই জন্যে রেতাইনার উপরে ঠিক স্পষ্ট রূপে পড়িতে পারে না। কিন্তু মধ্যস্থলে মোটা যে চসমা তাহা সেই সময়েতে ব্যবহার করিলে তাহার দ্বারা ঐ কিরণ যেমন যৌবনকালে তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইয়া রেতাইনার উপরে পড়ে, তাহাতে পরিষ্কার রূপে দৃষ্টি হয়। কতক যুবা লোকেরা অধিক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পারে না, যেহেতুক তাহাদের স্থূল মধ্যকাচ অথবা সমুদয় চক্ষু অতিশয় গোলাকার হইবাতে দৃষ্ট দ্রব্যের কিরণ রেতাইনা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, কিন্তু মধ্যস্থলে পাতলা যে চসমা তাহা যুবা লোকেরা ব্যবহার করিলে ঐ চসমার দ্বারা দৃষ্ট দ্রব্যের কিরণ কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হইয়া উক্ত কাঁচের ভিতর দিয়া রেতাইনা পর্য্যন্ত পৌঁছে ইহাতে পরিষ্কার রূপে দূর দৃষ্টি হয়।

চক্ষুর পাতার বিবরণ।

চক্ষুর দুইটি পাতা আছে, যাহার একটি উপরে ও অন্যটি নীচে। তাহাই চক্ষুকে আঘাতহইতে

সর্ব্বদা রক্ষা করে। এবং পাতা থাকা প্রযুক্ত অধিক আলো অথবা কোন প্রকারের ক্ষুদ্র২ কীটাদি চক্ষুতে প্রবেশ করিতে পারে না। আর ঐ পাতার ভিতরেতে জলোৎপাদক একখানি চর্ম্ম আস্তরের ন্যায় হইয়া চক্ষুর গোলার উপর পর্দ্দাচর্ম্মের সহিত লাগিয়া আছে, ও সে চর্ম্ম চক্ষুর পাতার সহিত চলাচল হইতেছে, যথা ঐ পাতা তুলিবার সময় ঐ চর্ম্ম পাতার সঙ্গে উঠে, এবং পাতা ফেলাইবার সময়ে তাহা গোলার চর্ম্মের উপরেতে লগ্ন হইয়া পড়ে।

নেত্রজল উৎপন্ন করিবার জন্যে চক্ষুর গোলার উপরে ও পাতার নীচে ঐ সন্ধিস্থানেতে একটি পরুয়া আছে, ও তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র২ ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্রদিয়া ঐ পরুয়াহইতে জল নির্গত হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করে। চক্ষুর কোণহইতে নাসিকারন্ধ্রের ভিতর পর্য্যন্ত চুঙ্গীর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র আছে, উক্ত পরুয়াতে অধিক জল জমা হইলে চক্ষুর কোণের ছিদ্রের দ্বারা ঐ জল নাসিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্গত হয়। যেমত রোদন করিবার সময়ে অথবা চক্ষুতে কোন আঘাত লাগিলে অথবা কোন পোকা ইত্যাদি পড়িলে চক্ষু ও নাসিকাহইতে জল নির্গত হয়, সেই প্রকারে উক্ত জল নির্গত হয়। আর চক্ষুর উভয় পাতার কিনারাতে অতিশয় ক্ষুদ্র২ অনেক থৈলী আছে, যাহার মধ্যে এক প্রকার তৈল জমা হয়।

ও সেই তৈল তাহাহইতে নির্গত হইয়া পাতার চতু-র্দ্দিগের কিনারাতে তৈল মাখাইবার ন্যায় হইয়া বেষ্টিত হয়। তাহার ফল এই যে চক্ষুর উভয় পাতা-কে ভিন্ন রাখে, অর্থাৎ ঐ পাতাকে হঠাৎ একত্র জড়িত হইতে দেয় না। পুনঃ চক্ষুর উভয় পাতার কিনারাতে চুল আছে, তাহা থাকা প্রযুক্ত কোন পোকা ইত্যাদি হঠাৎ চক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইতি।

বক্ষঃস্থলাদির বিবরণ।

কণ্ঠাহইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থলাদির মধ্যে ৫৮ আটান্ন খানা হাড় আছে, যথা,

সুমেরুতে	২৪
পাঁজরেতে (১২ যোড়া)	২৪
বক্ষোস্থি	১
কণ্ঠাস্থি	২
স্কন্ধসম্বন্ধীয়	২
নিতম্বেতে	৩
তলপেটের দুই পার্শ্বেতে	২
	৫৮

মেরুর হাড়।

মেরুদণ্ড নামক যে হাড়ের স্তম্ভ তাহা মস্তকহইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, তাহার সকল হাড় পরস্পর একত্র জড়িত হইয়া অতিশয় দৃঢ় আছে, তথাপি অল্প চলাচল হইতেছে, যাহার দ্বারা মনুষ্য উভয় পার্শ্বে অল্প বাঁকা হইতে ও ঘুরিতে পারে। আর মেরুহাড়ের মধ্যেতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এক ফুকর আছে, মগজহইতে একটি বড় ইন্দ্রিয়তার উৎপন্ন হইয়া মেরুহাড়ের সেই ফুকরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দুই মুখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ও মেরুহাড়ের প্রত্যেক যোড়ের মুখহইতে অতিশয় সরু রজ্জুর ন্যায় বহু ইন্দ্রিয়তার উক্ত বড় ইন্দ্রিয়তারহইতে নির্গত হইয়া সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে।

পাঁজর।

পাঁজরের এক২ যোড়া হাড়ের মুখ মেরুহাড়ের প্রত্যেক গাঁইটের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে জড়িত হইয়াছে; ও পাঁজরের প্রথম ছয় যোড়া হাড়ের মুখ কোমলাস্থির দ্বারা বক্ষোস্থির সহিত জড়িত হইয়াছে; ও মধ্যের চারি যোড়া হাড়ের মুখ বক্ষোস্থির সহিত জড়িত হয় নাই, কিন্তু কোমলাস্থির দ্বারা ঐ হাড়ের মুখ আপন২ শরীরে পরস্পর লগ্ন হইয়া একটি মুখ

হইয়া বক্ষোস্থি পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাতে জড়িত হই-য়াছে। আর সকলের নীচের দুই যোড়ার মুখ আ-লগা আছে। পাঁজরের হাড়েতে কোন গাঁইট না থাকা প্রযুক্ত সে হাড় চলাচল হইতে পারে না। আর ঐ হাড় ফুসফুসের ও অন্তঃকরণের চতুর্দ্দিগে ঘেরিত হইয়া অতিশয় দৃঢ় হইয়া আছে। উক্ত বস্তু-কে আঘাতহইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার জন্যে পাঁজ-রের হাড় ঘরের ন্যায় হইয়া তাহাকে ঘেরিয়া রাখি-য়াছে। আর জীর্ণঘরের উপরে পাঁজরের যে হাড় আছে, সেই হাড়ের মুখ এক প্রকার কোমলাস্থির দ্বারা বক্ষোস্থির উপরে জড়িত হইয়াছে।

আর উদর বড় ও ছোট হইবার কারণ এই যে সময়ে আহারাদি আন্ত্রিকের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, সেই সময়ে আন্ত্রিক পূর্ণ হইবায় পাঁজরের ঐ হাড় যাহার মুখ ঐ কোমলাস্থিদ্বারা বক্ষোস্থির উপরে জড়িত হইয়াছে সে ধনুকের ন্যায় কিঞ্চিৎ বাঁকা হইয়া ঠেলিয়া উঠে, এই জন্যে আহারাদির পরে উদর উচ্চ দৃশ্য হয়, ও খাদ্য দ্রব্যাদি জীর্ণ হইলে পরেই উদর ক্ষুদ্র হয়, অর্থাৎ সমান দৃশ্য হয়।

বক্ষোস্থি।

বক্ষোস্থি কণ্ঠাহইতে আমাশয় অর্থাৎ জীর্ণ ঘরের উপর পর্য্যন্ত যায়। সে হাড় চেপ্টা, তাহার লম্বাই

আন্দাজ ১০ দশ বুরুল, ও চৌড়া আন্দাজ ১।। ডেড় বুরুল হইবে, ও তাহার অধঃস্থ ভাগহইতে ঊর্দ্ধ ভাগ কিঞ্চিৎ চৌড়া। আর পাঁজরের ছয় যোড়া হাড়ের মুখ কোমলাস্থিদ্বারা বক্ষোস্থির উভয় পার্শ্বে জড়িত হইয়া আছে, ও বক্ষোস্থির উপরের দুই দিগের কোণের সহিত দুই খানা কণ্ঠাস্থি জড়িত হইয়াছে।

বাল্যাবস্থায় বক্ষোস্থির অধো ভাগ অতিশয় নরম ও চিমড়া হয়, কারণ বালকেরা আছাড় খাইয়া পড়িলে অথবা তাহাদিগকে শক্ত করিয়া ধরিলে উক্ত হাড়েতে কোন জখম লাগিবে না ও ভগ্ন হইবে না। বয়ঃক্রম অধিক হইলে উক্ত হাড় বক্ষঃস্থলকে দৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্যে অন্য২ হাড়ের ন্যায় শক্ত হয়।

কণ্ঠাস্থি।

কণ্ঠাস্থি লম্বা আন্দাজ ৯ বুরুল হইবে, তাহার অনুপ্রস্থ গোলাকার। সে হাড় অল্প বাঁকা, তাহার এক মুখ বক্ষোস্থির কোণের সহিত, অন্য মুখ বাহুমূলের গাঁইটের সহিত, জড়িত হইয়াছে। কণ্ঠাস্থি চলাচল হইতে পারে না, তথাপি কতকগুলি শিরা ঐ অস্থির চতুর্দ্দিগে লগ্ন হইয়াছে, যাহার দ্বারা হস্ত চলাচল হইতেছে। পাঁজরের উপরে ও গলার নীচে এই উভয় হাড়ের সন্ধিস্থানে যে অস্থি দৃশ্য হইতেছে, তাহাকেই কণ্ঠাস্থি কহা যায়।

স্কন্ধাস্থি। স্কাপুলা।

বাহুমূলের পশ্চাদ্ ভাগেতে অর্থাৎ স্কন্ধের পৃষ্ঠদেশেতে স্কাপুলা (scapula) নামে একখানি হাড় আছে। সে পাতলা, তাহার অধঃস্থ মুখ চৌড়া ও ঊর্দ্ধ্ব মুখ ক্রমে২ সরু হইয়া আসিয়া বাহুমূলের গাঁইটের সহিত জড়িত হইয়াছে। ঐ হাড়ের উপরেতে কতক শিরা লগ্ন হইয়া আছে, যাহার দ্বারা হস্তকে পৃষ্ঠদেশ পানে ঘুরাণ যায়। আর উভয় হাড়ের মুখ একত্র যুক্ত হইলেই সেই স্থানে একটি অস্থির কুঠরী হয়, যাহাতে বাহুর অস্থি খেলিতেছে।

নিতম্বাস্থি।

উভয় নিতম্বের মধ্যে তিনখানি হাড় আছে (যাহাকে মূলদেশ কহা যায়)। তাহার প্রথমের হাড়খানা বড়, যাহর ঊর্দ্ধ্বমুখের উপরে মেরুদণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। সে হাড় ত্রিকোণ, তাহার ঊর্দ্ধ্বভাগ চৌড়া ও অধোভাগ ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে। সে হাড় লম্বা আন্দাজ ৮।১০ বুরুল, ও তাহার ঊর্দ্ধ্বভাগ চৌড়া আন্দাজ ৬ ছয় বুরুল হইবে। আর ঐ হাড়ের নীচেতে ক্ষুদ্র২ দুই খানা হাড় আছে, সে হাড় গুহ্যদ্বারের নিকটে মালুম হইতেছে। ঐ হাড়ের যোড়ের মুখ নরম হইয়াছে, যেহেতু বসিবার সময়ে সে হাড় বেকল বাঁকা হয়, কিন্তু ভগ্ন হয় না।

বেনামি অস্থি।

তলপেটের দুই পার্শ্বেতে লম্বা ও চৌড়া বেনামি নামক যে দুই খানা হাড় আছে, তাহার ঊর্দ্ধ মুখ কটির নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, ও অধঃস্থ মুখ গুহ্য-দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, ও ঐ উভয় হাড়ের পার্শ্বের মুখ তলপেটের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে, ও তাহার পৃষ্ঠদেশের মধ্য-স্থলে জানুহাড়ের গাঁইটের মুখ যুক্ত হইয়াছে। আর ঐ উভয় হাড় খোলের ন্যায় বাঁকা হইয়া মূলদেশ নামক হাড়ের দুই পার্শ্বের সহিত জড়িত হইয়া তল-পেটের প্রায় তিন ভাগকে ঘেরিয়া রাখে।

ফুসফুস।

ফুসফুস নামক যে বস্তু তাহা বক্ষঃস্থলের ভিতরে টাঙ্গান আছে, ও তাহাতে বক্ষঃস্থল পূর্ণ হইয়াছে। সে বস্তু অতিশয় কোমল এবং হালকা, ও তাহার মধ্যেতে ক্ষুদ্র২ অনেক ফুকর আছে, যাহাতে নিশ্বাস প্রবেশ হয়। ঐ ফুসফুস বামে ও দক্ষিণে প্রায় সমান দুই ভাগ হইয়াছে; ঐ দুই ভাগের মধ্যে বক্ষোস্থিহইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত চর্ম্মের ন্যায় এক-খানি পর্দ্দা আছে, যাহার দ্বারা ফুসফুস দুই ভাগ হইয়াছে। ঐ দুই ভাগের মধ্যে আরো কতক

ক্ষুদ্র২ ভাগ আছে, এবং ঐ ক্ষুদ্র২ ভাগ সকলেতে উক্ত অনুসারে অনেক ফুকর ও চুঙ্গীর ন্যায় অনেক নলী আছে। কিন্তু নিশ্বাস চলাচল হইবার জন্যে ফুসফুসের যে নলী টুঁটি পর্য্যন্ত পোঁছিয়াছে, সেই নলীর দ্বারা নিশ্বাস প্রথমতঃ ফুসফুসের বড় দুই ভাগের ভিতরে প্রবেশ করে। পরে ঐ ক্ষুদ্র২ ভাগ সকলের ভিতরে উক্ত নলীর দ্বারা প্রবেশ করিলেই ঐ ফুসফুস নিশ্বাসেতে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে। আর উক্ত এক এক ফুকরের মধ্যেতে অতিশয় পাতলা একটী ২ পর্দ্দা আছে, ও সেই পর্দ্দাতে ক্ষুদ্র২ অনেক রক্তের নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীতে নিশ্বাস লাগিলেই রক্তের ময়লা পরিষ্কার হয়। এবং কোন স্থানের বাতাস যদি মন্দ হয়, তবে সেই বাতাস নিশ্বাসদ্বারা ফুসফুসের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে অহিত হইয়া নানা প্রকার রোগ শরীরে জন্মে, কারণ ঐ মন্দ বাতাস ঐ নাড়ীর রক্তের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত রোগাদিকে শরীরের মধ্যে উপস্থিত করায়।

প্রশ্বাসদ্বারা শরীরহইতে যে বায়ু বাহির হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য। প্রশ্বাসদ্বারা শরীরের অপগুণ সকল বাহির হয়।

ফুসফুস অতিশয় চেতনাযুক্ত বস্তু। দৈবাৎ তাহার ভিতরে কোন দ্রব্যাদি প্রবেশ হইলেই তাহা নির্গত হওন পর্য্যন্ত অতিশয় কাসি হয়, আর সরদি হইলে

অধিক কাসি হয়, কারণ সেই সময়ে ফুসফুসেতে অনেক কফ জন্মায় ঐ কফকে নির্গত করিবার নিমিত্তে কাসি হয়, ও তাহা হইলেই ক্রমে২ ঐ বস্তু সকল নির্গত হয়।

অন্তঃকরণ।

বক্ষঃস্থলের অগ্রভাগেতে উভয় ফুসফুসের মধ্যে অন্তঃকরণ অর্থাৎ রক্ত চালাইবার কল টাঙ্গান আছে। তাহার নীচের মুখ বাম দিগে কিঞ্চিৎ বক্র হইয়াছে। অন্তঃকরণ চারি ভাগেতে বিভক্ত হইয়াছে। উপরের দুই ভাগ ছোট ও নীচের দুই ভাগ বড়। তাহার অনুপ্রস্থ গোলাকার ও দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ লম্বাকার। তাহার ঊর্দ্ধ মুখ বড় ও নীচের মুখ ক্রমে২ সরু হইয়া আগার ন্যায় হইয়া বামদিক পানে কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া আসিয়াছে। ঐ আগা ধুক্২ করিবার সময়ে পাঁজরের হাড়ের নিকটে মালুম হইতেছে। কিন্তু অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ধুক২ করিতেছে। সুস্থ মনুষ্যের অন্তঃকরণ এক মিনিটের মধ্যে প্রায় ৭০। ৮০ বার ধুক২ করে। অন্তঃকরণ মাংসময় ও ফাঁপা বস্তু, এবং শক্ত ও চিমড়া। সে যেন ফাটিতে না পারে, এই জন্যে তাহাকে দৃঢ় করিবার নিমিত্তে অনেক শিরার দ্বারা তাহার ভিতর বদ্ধ হইয়াছে। আর তাহার প্রত্যেক ভাগেতে এক২ গহ্বর আছে, যাহাতে রক্ত জমা হয়। তাহার চতু-

দ্দিক্ মাংসময় চর্ম্মের এক খানি খাপের দ্বারা ঘেরিত হইয়াছে। ঐ খাপের মধ্যে অন্তঃকরণ ঝুলিতেছে। অন্তঃকরণকে আঘাতহইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার জন্যে ঐ খাপের চর্ম্ম মোটা ও মজবুত হইয়াছে। আর সেই খাপের মধ্যেতে জলের ন্যায় এক প্রকার দ্রব্য পূর্ণ আছে, যাহা থাকা প্রযুক্ত অন্তঃকরণ খেলিবার সময় ঘর্ষণের দ্বারা ক্ষয় পাইতে পারে না।

অন্তঃকরণ গুরুতর কর্ম্মের জন্যে স্থাপিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে, যথা, অন্তঃকরণ 'শরীরের সকল রক্তকে সর্ব্বদা চালাইতেছে। রক্তের চলাচল এই প্রকারে হইতেছে, যথা, প্রথমতঃ অন্তঃকরণের বাম দিগের বড় ভাগেতে রক্ত জমা হয়। ঐ ভাগ আপন ইচ্ছায় সংকোচিত হওয়াতে সেই রক্ত প্রস্থাননাড়ীর দ্বারা সকল শরীরে ঠেলিয়া উঠে; পরে গ্রহণী নাড়ী সেই রক্তকে গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণের দক্ষিণ দিগের ছোট ভাগের মধ্যেতে প্রবেশ করায়। দক্ষিণ দিগের ঐ ভাগ আপন ইচ্ছায় সংকোচিত হওয়াতে ঐ রক্ত বাইল কবাটের দ্বারা সেই দিগের বড় ভাগের মধ্যে প্রবেশ করে, ও তাহার সংকোচদ্বারা ঐ রক্তকে ফুসফুসের ভিতরে ঠেলিয়া দেয়। ঐ রক্ত ফুসফুসের ভিতরে ছড়িয়া পড়িলে ও নিশ্বাসবায়ু তাহাতে লাগিলে রক্ত পরিষ্কার হয়। পরে সেই রক্ত একটি গ্রহণী নাড়ীর দ্বারা ঐ ফুসফুসহইতে নির্গত হইয়া

আসিয়া অন্তঃকরণের বাম দিগের ছোট ভাগের মধ্যে জমা হয়। পরে ঐ ভাগ আপন ইচ্ছায় সংকোচিত্ত হওয়াতে বাইল কবাটের দ্বারা ঐ রক্ত ঐ দিগের বড় ভাগেতে যায়, এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গে পুনঃ২ ঐ রক্ত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রস্থান নাড়ীতে যে রক্ত চলাচল হইতেছে, তাহা শরীরের হিতদায়ক, ও সেই রক্তের দ্বারা অস্থি ও মাংস ও চর্ব্বি ও চর্ম্ম ও লোম এবং নখ ইত্যাদি উদ্ভব হইতেছে, যথা, এই সকলের বৃদ্ধি হইবার জন্যে ঐ রক্তের গমন কালীন তাহারা সকলে পরস্পর আপন২ শোষক নাড়ীর দ্বারা তাহাহইতে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে বাছিয়া লয়। ঐ নাড়ীর অন্ত পর্য্যন্ত ঐ রক্ত পৌঁছিলে পরে যাহা বাকি থাকে তাহা অকার্য্য হয়, এই জন্যে গ্রহণী নাড়ী সেই বাকি রক্তকে গ্রহণ করিয়া উক্ত অনুসারে অন্তঃকরণের দক্ষিণ দিগের উভয় ভাগের দ্বারা ফুসফুসের মধ্যেতে জমা করায়। সেই স্থানেতে বায়ুদ্বারা ঐ রক্তের ময়লা পরিষ্কার হয়, ও তাহার বর্ণ বদল হয়, অর্থাৎ কালোবর্ণ ত্যাগ করিয়া সেই রক্ত লালবর্ণ হয়। পরে উক্ত অনুসারে ঐ রক্ত অন্তঃকরণের বাম ভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রস্থান নাড়ীদ্বারা পুনর্ব্বার শরীরের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। এই প্রকারে রক্ত পুনঃ২ শরীরের মধ্যে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। আর প্রস্থান নাড়ীতে যে

রক্ত চলাচল হয় তাহার বর্ণ লাল, ও গ্রহণী নাড়ীর রক্ত কালোবর্ণ।

উদরের বিবরণ।

উদরের ঊর্দ্ধ ভাগে ও বক্ষঃস্থলের (অর্থাৎ) ফুসফুসের নীচে এই উভয় স্থানের মধ্যে ডায়েফ্রেম (diaphragm) নামক একখানি চর্ম্মের পর্দ্দা আছে, যাহার দ্বারা উদরহইতে বক্ষঃস্থলকে পৃথক্ করা যায়। ঐ পর্দ্দা বক্ষোস্থির অধঃস্থ মুখহইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে, ও তাহার বাম ও দক্ষিণ কিনারা দুই দিগের পাঁজরের হাড়ের সহিত লগ্ন হইয়াছে।

আর গলার নলী মুখের নিকটহইতে ঐ পর্দ্দার মধ্য দিয়া (অর্থাৎ সেই চর্ম্মকে ফুঁড়িয়া আসিয়া) আমাশয় নামক কুঠরীর মুখেতে প্রবেশ করে, ও আহারাদি তাহাদ্বারা আসিয়া ঐ কুঠরীতে প্রবেশ করে।

কলিজা।

ডায়েফ্রেম নামক পর্দ্দার নীচে ও আমাশয় নামক কুঠরীর উপরে এই স্থানেতে মেরুহাড়ের নিকটে কলিজা টাঙ্গান আছে। তাহার অগ্রভাগ পাঁজরের অধঃস্থ হাড়ের নিকটে পৌঁছিয়াছে। সে কেবল

মাংসের ন্যায়, কিন্তু মাংসহইতে নরম, ও কালোবর্ণ। তাহা দুই ভাগ হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ ভাগ কিঞ্চিৎ বড় ও বাম ভাগ কিঞ্চিৎ ছোট। ঐ বাম ভাগ পীলের পশ্চাতে ঝুলিতেছে, আর ঐ কলিজাহইতে এক প্রকার রস উৎপন্ন হইয়া একটি নলীর দ্বারা আমাশয়ের উপরি ভাগেতে প্রবেশ করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে জীর্ণ করায়।

পিত্তকোষ।

উদরের মধ্যে চর্ম্মের একটি থৈলি আছে, যাহাকে পিত্তকোষ বলা যায়। সে থৈলি দক্ষিণ দিগের কলিজার নীচে টাঙ্গান আছে, তাহাহইতে অতিশয় তিক্ত ও গাঢ় এবং সবুজবর্ণ এক প্রকার রস উৎপন্ন হয়; যাহাকে পিত্ত কহা যায়। সেই রস একটি নলীদ্বারা ঐ আমাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আহারাদি জীর্ণ করিবার জন্যে তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

কুক্কুর জিহ্বা।

উদরের উপরি ভাগেতে ও আমাশয়ের নীচে কুক্কুরের জিহ্বার ন্যায় মাংসময় একটি বস্তু টাঙ্গান আছে, যাহাকে ইতর ভাষাতে কুক্কুরজিহ্বা কহা যায়। তাহাহইতে জলের ন্যায় এক প্রকার রস উৎ-

পন্ন হইয়া এক নলীদ্বারা পিত্তকোষ ও কলিজার নলীর মধ্যে আসিয়া ঐ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে পাতলা করিয়া ঐ নলীর দ্বারা আন্ত্রিকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহা জীর্ণ করে।

মেটিয়া।

কটীর মধ্যে মেরুহাড়ের দুই পার্শ্বে দুই খানা মেটিয়া টাঙ্গান আছে। তাহার আকৃতি রমা কলায়ের ন্যায় ও তাহা লম্বা আন্দাজ ৪ বুরুল হইবেক, তাহার অনুপ্রস্থ গোলাকার। আর দুইটি নলী উভয় মেটিয়ার মধ্যস্থলহইতে নির্গত হইয়া ফোঁকনার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ উভয় মেটিয়াহইতে মূত্রজল উৎপন্ন হইয়া ঐ নলীর দ্বারা বিন্দু২ হইয়া আসিয়া ফোঁকনার মধ্যে জমা হয়।

ফোঁকনা।

তলপেটের নীচে যে হাড় আছে তাহার পশ্চাতে চর্ম্মের একটি থৈলি টাঙ্গান আছে, তাহাকে ফোঁকনা কহা যায়। ঐ ফোঁকনা সময়ানুসারে বড় ও ছোট হয়, অর্থাৎ তাহার মধ্যে মূত্রজল জমা হইলেই সে বড় হয়, আর ঐ মূত্র নির্গত হইবা-

মাত্র তাহা ক্ষুদ্র হয়। সেই ফোঁকনাতে প্রায় অর্দ্ধ সের জল ধরিতে পারে। ঐ ফোঁকনার আকৃতি অণ্ডের ন্যায় গোলাকার, কিন্তু তাহার নীচের মুখ ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া আসিয়া প্রস্রাব নির্গত করিবার জন্যে পুরুষাঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে। আর ঐ ফোঁকনা মূত্রেতে পূর্ণ হইলে তলপেট কিঞ্চিৎ বেদনা করে, এবং প্রস্রাব করিবার মানস হয়, অর্থাৎ প্রস্রাবপীড়া হয়। তাহা হইলেই ঐ ফোঁকনা সঙ্কোচিত হওয়াতে মূত্র নির্গত হয়। এবং তাহার চর্ম্মহইতে তৈলের ন্যায় এক প্রকার রস চোয়াইয়া তাহার চতুর্দ্দিগে, এবং যে নলীর দ্বারা প্রস্রাব নির্গত হয় তাহার ভিতরে তৈল মর্দ্দনের ন্যায় হইয়া আপন ইচ্ছায় লেপিত হয়, কারণ তাহা না হইলে প্রস্রাব নির্গত হইবার সময়ে প্রস্রাবের ক্ষারময় তেজের দ্বারা ঐ নলীতে ক্ষতি জন্মিত, তাহাতে ঐ নলীর ভিতরের মাংসাদির ক্ষয় হওনের সম্ভাবনা হইত।

আমাশয়।

উদরের মধ্যে একটি থৈলি আছে যাহাকে আমাশয় কহা যায়। সেই থৈলি পেটের উপরি ভাগেতে ও বক্ষঃস্থলের নীচে টাঙ্গান আছে। ও সেই থৈলি উদরের উপরি ভাগেতে দীর্ঘাকারে আছে; ও

তাহার দুই দিগের মুখ দুই দিগের পাঁজরের নি-
কট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। তাহার অনুপ্রস্থ
গোলাকার। আর তাহার বাম দিক্ মোটা ও দক্ষিণ
দিক্ ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে। এবং তাহার দুইটি
মুখ আছে। উপরের মুখ বামদিগের পাঁজরের নীচে
আছে, যাহাতে টুটীর নলী যুক্ত হইয়াছে। অন্য
মুখ অর্থাৎ নীচের মুখ দক্ষিণ দিগের পাঁজরের নীচে
আছে, তাহার সহিত আন্ত্রিক নামক নলী যুক্ত হই-
য়াছে। তাহার মধ্যে একটি বাইল কবাট আছে,
যাহা থাকা প্রযুক্ত আন্ত্রিকের দ্রব্যাদি আমাশয়ের
মধ্যেতে আসিতে পারে না, কিন্তু আমাশয়হইতে জীর্ণ
দ্রব্যাদি আন্ত্রিকের মধ্যে যাইতে পারে, কিন্তু সে
অজীর্ণ বস্তুকে যাইতে দেয় না। এবং আমাশয়ের
শরীরহইতে ক্ষারময় এক প্রকার রস উৎপন্ন হইয়া
খাদ্যদ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে
জীর্ণ করে।

আন্ত্রিক।

উদরের মধ্যে চর্ম্মের একটি নলী আছে, যাহাকে
আন্ত্রিক কহা যায়। সেই নলী বাঁকা২ হইয়া আমা-
শয়হইতে মেটিয়া পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, ও তাহাতে
উদর পূর্ণ হইয়াছে। ও সেই নলী লম্বা আন্দাজ ২০
কুড়ি হাত হইবেক। তাহার দুই ভাগ আছে, তাহার

ঊর্দ্ধ্বভাগ সরু ও অধোভাগ মোটা। আমাশয়-হইতে প্রায় ষোল হাত পর্য্যন্ত সে সরু, আর তন্মধ্যে ভুক্ত সামগ্রী থাকে। অন্য ভাগ প্রায় চারি হাত লম্বা হইবেক, সে মোটা, আর তাহাদ্বারা মল নির্গত হয়। আর মোটা চর্ম্মের একখানি পর্দ্দা ঐ নলীর কিনারাহইতে মেরুহাড়ের সহিত সংলগ্ন হইয়া আন্ত্রিককে ধরিয়া রাখে।

ঝিল্লি।

আমাশয়ের নীচের কিনারাতে জালের ন্যায় অতিশয় পাতলা একখানি চর্ম্মবৎ বস্তু টাঙ্গান আছে, যাহাকে ঝিল্লি কহা যায়। ঐ ঝিল্লি আমাশ-য়ের নিকটহইতে নাভি অথবা নাভির নীচে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে, আর মোটা মানুষের শরীরে ঐ পর্দ্দাতে অধিক চর্ব্বি জমা হয়, ও মনুষ্যেরা উত্তম সামগ্রী খাইলে অথবা উত্তম সুখভোগে থাকিলে উক্ত পর্দ্দাতে অনেক চর্ব্বি জমা হয়, কিন্তু কোন ব্যামোহ আদি হইলে অথবা দৈব বিপাকে খাইতে না পাইলে ঐ পর্দ্দার চর্ব্বি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বল দেয়, আর ঐ পর্দ্দা আন্ত্রি-ককে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্যে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

জীর্ণ হইবার বিবরণ।

আহারাদি জীর্ণ হইবার জন্যে নানা প্রকার ক্রিয়ার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, যথা।

প্রথম। চিবানদ্বারা আহারাদি চূর্ণ হইয়া মুখের লালের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে গলার নলীর দ্বারা গিয়া আমাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়। ঐ আহারাদি আমাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই জীর্ণ হইবার জন্যে তাহার রসের সহিত মিশ্রিত হয়, অর্থাৎ সেই স্থানহইতে জীর্ণ হইবার প্রথম সূত্র আরম্ভ হয়, ও খাদ্য দ্রব্যাদির প্রকারানুসারে তাহা জীর্ণ হইবার জন্যে আমাশয়ের মধ্যে দুই ঘণ্টা অবধি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থিতি করে। আর আমাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ক্রমে যাহা জীর্ণ হয়, তাহাই তত্রস্থ কবাটের দ্বারা নির্গত হইয়া আন্ত্রিকের ভিতরে প্রবেশ করে। আর প্রথমে যাহা জীর্ণ হয়, তাহা প্রথমেই আন্ত্রিকের ভিতরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যাহা জীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাশয়ের মধ্যে ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না।

তৃতীয়। ভুক্ত দ্রব্য আন্ত্রিকের উপরি ভাগে প্রবেশ করিলেই কলিজার ও পিত্তকোষের ও পীলের এবং কুক্কুরজিহ্বার রসসমূহ একত্র মিলিত হইয়া একটি নলীর দ্বারা আসিয়া ঐ স্থানেতে প্রবেশ করিয়া ভুক্ত দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাহা পাতলা

করে এবং সম্পূর্ণৰূপে জীর্ণ করে, ও তৎকালীন সেই স্থানেতে ভুক্ত দ্রব্য দুগ্ধের সরের ন্যায় হয়।

চতুর্থ। আন্ত্রিকের ঊর্দ্ধমুখহইতে অধঃ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিগে অতি ক্ষুদ্র২ লক্ষ২ শোষক নাড়ী আছে। যে দ্রব্যহইতে যে রক্তজনক রস উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সেই রস তদ্দ্বারা আকর্ষিত হয়। ঐ শোষক নাড়ীসমূহ মেরু হাড়ের নিকটে একটি বড় নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে, যাহার দ্বারা ঐ শোষিত বস্তু গুলার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া একটি বড় গ্রহণী নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়, পরে তাহার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্তঃকরণের দক্ষিণ ভাগের ভিতরে আসিয়া তাহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ফুসফুসের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, ও সেই স্থানেতে তাহা পরিষ্কার হইয়া উত্তম রক্ত হয়। পরে অন্তঃকরণের বাম ভাগের মধ্যে প্রবেশ করে, তৎপরে সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

তৃতীয় ভাগ।

হস্তপদ ইত্যাদির বিবরণ।

দুই হস্তের বিবরণ।

হস্তেতে ৬০ ষাইট খানা হাড় আছে। যথা।

দুই বাহুতে	২	খানা
দুই হস্তের শুক নলীতে ২ খানার হিসাবে	৪	ঐ
দুই কব্জাতে ৮ খানার হিসাবে... ..	১৬	ঐ
দুই হস্তের তালুকাতে ৫ খানার হিসাবে	১০	ঐ
দুই হস্তের অঙ্গুলিতে ১৪ খানার হিসাবে	২৮	ঐ
	৬০	

বাহু।

বাহুতে কেবল একখানি হাড় আছে, তাহা স্কন্ধ-হইতে কুণুই পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে, তাহার অনুপ্রস্থ গোলাকার। আর ঐ হাড়ের ঊর্দ্ধ্ব মুখ গোল। ঐ মুখ কণ্ঠাস্থি ও স্কন্ধসম্বন্ধীয় হাড়ের সন্ধিকুঠরীর মধ্যে খেলিতেছে, ও হস্তকে চতুর্দ্দিগে খেলাইবার জন্যে ঐ মুখ গোল হইয়াছে। আর ঐ হাড়ের অধঃস্থ মুখ চৌড়া ও চেপ্টা। ঐ মুখ হস্তের শুক নলী নামক

উভয় হাড়ের মুখের সন্ধিস্থলের সহিত যুক্ত হই-য়াছে। সেই স্থানকে কুণুই কহা যায়, সেই কুণুই কবাটের কব্জার ন্যায় হইয়াছে। ঐ কুণুই এক দিগ্ ভিন্ন আর কোন দিগে ঘুরিতে পারে না, অর্থাৎ কেবল বিস্তারিত হইতে ও সঙ্কোচিত হইতে পারে এই মাত্র।

শুক নলী।

হস্তের কুণুইহইতে কব্জা পর্য্যন্ত যে হাড় আছে (যাহাকে শুক নলী কহা যায়) সে দুইখানা, তাহার একখানা বড়, অন্যখানা ছোট। ছোটখানা বৃদ্ধাঙ্গু-লির মূলহইতে কুণুইর খোলের ভিতর পর্য্যন্ত বি-স্তীর্ণ আছে। ঐ হাড়ের ঊর্দ্ধ্বমুখ গোল, ঐ মুখ আর কোন হাড়ের সহিত সংলগ্ন হয় নাই, অর্থাৎ আলগা আছে। আর বড়খানা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলহইতে কুণুইর গাঁইটের কিঞ্চিৎ উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে, কারণ হস্তকে বিস্তার করিবার সময় ঐ মুখ আটকায়, অর্থাৎ হস্তকে পশ্চাৎ দিগে ঘুরিতে দেয় না, ঐ হা-ড়ের মূল চর্ম্মের ভিতরে প্রকাশ পায়। ঐ মূলের এক পার্শ্ব এক প্রকার কোর আছে, তাহার মধ্যে বাহুহাড়ের অধঃস্থ মুখ বসিয়া আছে, ও এই তিন খানা হাড়ের মধ্যে ফুকর আছে।

মণিবন্ধ।

হস্তের কব্জার হাড় হস্তের তালুকার হাড়ের ঊর্দ্ধমুখের সহিত ও শুক নলী নামক উভয় হাড়ের উভয় অধঃস্থ মুখের সহিত সংযুক্ত আছে, অর্থাৎ তালুকার ও শুক নলীর হাড়ের মধ্যস্থলে কব্জার হাড় আছে। সেই স্থানকে মণিবন্ধ কহা যায়।

ঐ কব্জা চতুর্দ্দিগে খেলিতেছে। যথা, নীচে ও উপরে এবং বামে ও দক্ষিণে। পরন্তু নীচে ও উপর পানে অধিক খেলে, এবং পার্শ্ব দিগে অল্প খেলে। আর মণিবন্ধেতে ভিন্ন২ প্রকারের অষ্টখানা হাড় আছে, ও সে হাড় অল্প২ খেলিতেছে।

অঙ্গুলি।

অঙ্গুলির হাড় সকলেতে কোন কব্জা নাই, কিন্তু গাঁইট আছে, ও তাহাদের প্রত্যেক গাঁইটের মুখ শিরাদ্বারা যুক্ত হইয়াছে, ও কেবল শিরার দ্বারায় আটক হইয়াছে এবং খেলিতেছে। আর ঐ হাড় সকলের প্রত্যেক গাঁইটের মুখ অল্প গোলাকার, যাহার দ্বারা অঙ্গুলি কেবল এক দিগে ঘুরিতেছে, অর্থাৎ বিস্তারিত হইতে ও সঙ্কোচিত হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন আর কোন দিগে খেলিতে পারে না।

দুই পায়ের বিবরণ।

পায়েতে ৬০ ষাইট খানা হাড় আছে। যথা।

দুই জানুতে	২	খানা
হাঁটুর চাকিতে	২	ঐ
শুক নলীতে দুইখানার হিসাবে.. ..	৪	ঐ
চাটু ও অঙ্গুলি ইত্যাদিতে ২৬ হিসাবে..	৫২	ঐ
	৬০	

জানু।

জানুর মধ্যে যে হাড় আছে তাহা সকল হাড়ের অপেক্ষায় বড় এবং শক্ত। তাহার ঊর্দ্ধমুখ গোলাকার। সেই মুখ এক পার্শ্বে বাঁকা হইয়া উঠিয়া বেনামি হাড়ের পৃষ্ঠদেশের অস্থিকুঠরীর ভিতরে স্থিতি করিয়াছে, অর্থাৎ তাহার মধ্যে থাকিয়া চতুর্দ্দিগে খেলিয়া বেড়াইতেছে। ঐ মুখহইতে একটি শির বাহির হইয়া তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার জন্যে সেই কুঠরীর হাড়ের সহিত যুক্ত হইয়াছে। তৎপ্রযুক্ত ঐ কুঠরীহইতে সেই মুখ কোন মতে খসিয়া পড়ে না।

ঐ হাড়ের অধঃস্থ ভাগে যে দুইটি মুখ আছে ঐ উভয় মুখের মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ২ ফাঁক আছে। ঐ উভয় মুখের সহিত পায়ের শুকনলীতে যে দুই-

খানা হাড় আছে তাহার ঊর্দ্ধমুখ সংযুক্ত হইয়াছে। সেই স্থানকে হাঁটু কহা যায়। ঐ হাঁটুর উপরে এক-খানি আল্‌গা হাড় আছে, যাহাকে হাঁটুর চাকি কহা যায়। সেই চাকির দ্বারা ঐ গাঁইটকে অর্থাৎ সেই চারিখানা হাড়ের মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

শুক নলী।

শুক নলী হাড়ের অধঃস্থ মুখ পায়ের পাতার উপরি ভাগের হাড়ের ঊর্দ্ধমুখের সহিত যুক্ত হই-য়াছে, সে স্থানকে পায়ের গাঁইট কহা যায়। শুক নলী নামক যে দুইখানা হাড় আছে, তাহার এক-খানা বাহিরে, অন্যখানা ভিতরে আছে। বাহিরের হাড়খানা অন্য হাড়হইতে কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ঐ হাড়ের অধঃস্থ মুখ পায়ের গুল্‌ফের হাড়ের উপরে বসিয়া আছে, ও তাহাকে শক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ মুখ গোলাকার হইয়া এক পার্শ্বে বাহির হইয়াছে, ও তাহা চর্ম্মের ভিতরে দৃশ্য হইতেছে। এবং ভিতরের হাড়ের মুখও ঐ প্র-কার গোলাকার, ও তাহার ভিতরে আছে, এবং চর্ম্মের ভিতরে দৃশ্য হইতেছে। আর ঐ চারিখানা হাড়ের মুখ একত্র যুক্ত হইবাতেই সেই স্থানকে গাঁইট কহা যায়। সেই গাঁইট হস্তের কব্জার

ন্যায় চতুর্দ্দিগে খেলিতেছে। আর গুল্‌ফের দুই-খানা হাড়ের একখানার মুখ লম্বা ও চেপ্টা; তাহা গুল্‌ফের মধ্যেতে আছে। পায়ের পাতার উপরি ভাগেতে ও গুল্‌ফের দুইখানা হাড়ের সম্মুখে নানা প্রকার আর পাঁচখানা হাড় আছে। ঐ পাঁচখানা হাড়ের ঊর্দ্ধমুখ গুল্‌ফের সেই দুইখানা হাড়ের অধঃস্থ মুখের সহিত যুক্ত আছে, ও ঐ হাড় অল্প২ খেলে।

আর ঐ পাঁচখানা হাড়ের অধঃস্থ মুখ পায়ের পাতার পাঁচখানা হাড়ের ঊর্দ্ধমুখের সহিত যুক্ত আছে। আর ঐ পাতার পাঁচখানা হাড়ের অধঃস্থ মুখের সহিত অঙ্গুলির মূলহাড়ের ঊর্দ্ধমুখ সংলগ্ন আছে, কিন্তু অঙ্গুলির হাড় সকল অল্প২ খেলে।

আর হস্তাঙ্গুলির বিষয় যে প্রকার বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি, পাদাঙ্গুলিরও বিষয় সেই প্রকার জানিবা।

প্রত্যেক গাঁইটের মূলে ক্ষুদ্র২ থৈলি আছে, কারণ তাহার মধ্যে তৈল জমা হয়, সেই তৈল তাহাহই-তে নির্গত হইয়া ঐ গাঁইটের সন্ধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কোমল করে।

শিরাদির বিবরণ।

শিরের বিবরণ।

শরীরের মধ্যে চারি প্রকার শির আছে।

প্রথম শির শ্বেতবর্ণ ও কোমল এবং চর্ম্মের ন্যায় অতিশয় চিমড়া। এ শির কেবল গাঁইটের ভিতরে থাকে, এবং গাঁইটের উভয় হাড়ের মুখকে একত্র যুক্ত রাখে।

দ্বিতীয় শির শ্বেতবর্ণ ও চর্ম্মের ন্যায় অতিশয় পাতলা। ঐ শির খোলের ন্যায় হইয়া প্রত্যেক গাঁইটের চতুঃপার্শ্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ঐ খোলের মধ্যে গাঁইটকে চিক্কণ রাখিবার জন্যে তৈলের ন্যায় এক প্রকার চিক্কণ দ্রব্য আছে, তাহাতে খেলিবার সময় ঐ গাঁইট ক্ষয় পায় না।

তৃতীয় শিরসমূহ শ্বেতবর্ণ ও অতিশয় মজবুত, যাহা হস্তের ও পায়ের চর্ম্মের নীচে দৃশ্য হইতেছে। এ শির মাংসীয় শিরের মুখের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে লম্বা করে। অঙ্গুলি সকলকে চালাইবার জন্যে যে শির নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা হস্তের ও পায়ের শুকনলীর উপরে আছে। সে শির অতিশয় মোটা, এই জন্যে অঙ্গুলির উপরে প্রবেশ করিতে পারে না; তাহা হইলে অঙ্গুলি অতিশয় মোটা হইত; এই

জন্যে মাংসীয় শিরের মুখহইতে সরু রজ্জুর ন্যায় অতিশয় মজ্‌বুত শিরসমূহ উৎপন্ন হইয়া অঙ্গুলির উপরে প্রবেশ করে, ও তাহার দ্বারা অঙ্গুলির হাড়-সমূহ খেলিতেছে, এবং অঙ্গুলিসমূহ অতিশয় মজ্‌বুত ও সরু হইয়াছে।

চতুর্থ মাংসময় শির, অর্থাৎ শরীরের যত লাল মাংস আছে, সে কেবল শির। ঐ মাংসময় শিরের দ্বারা শরীরের সকল হাড় চলাচল হইতেছে। প্রত্যেক গাঁইটকে চালাইবার জন্যে প্রয়োজনানুসারে ঐ শির কতক মোটা ও কতক সরু, এবং কতক লম্বা ও কতক খাটো হইয়াছে। তাহা গোচ্ছা হইয়া বদ্ধ হইয়াছে। তাহাদিগকে পৃথক্ রাখিবার জন্যে প্রত্যেক গোচ্ছার চতুঃপার্শ্বে অতিশয় পাতলা এক খানি চর্ম্ম খাপের ন্যায় হইয়া আচ্ছাদিত হইয়াছে। আর ঐ গাঁইট যে২ দিগে খেলে, সেই২ দিগে তাহাকে খেঁচিবার জন্যে একটি২ শির আছে। ঐ শিরের দুই মুখ গাঁইটের উভয় হাড়ের সহিত যুক্ত হইয়াছে, ও যে স্থানে ঐ শিরেতে কোন আঘাত হয়, সেই স্থানের গাঁইট খেলিতে পারে না। এই শির-সমূহের মধ্যে কতক শির স্বয়ং হাড়ের উপরিভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ও কতক রজ্জুর ন্যায় সরু অন্য শিরের দ্বারা জড়িত হইয়াছে। মনুষ্যানুসারে ঐ শির সরু ও মোটা হইয়া থাকে, অর্থাৎ

মোটা মনুষ্যের শরীরে মোটা, এবং পাতলা মনু-ষ্যের শরীরে সরু হয়। আর ঐ শিরের দ্বারা শরী-রের গঠনের উত্তমাধম দৃশ্য হয়। অর্থাৎ যাহার শরীরের মধ্যে স্থানবিশেষে ঐ শির উত্তমরূপে সোজা ও ঠিক খচিত ও জড়িত হইয়াছে, তাহার শরীর সুগঠন দৃশ্য হয়, আর যাহার শরীরের মধ্যে ঐ শিরসমূহ উত্তমরূপে খচিত হয় নাই, তাহার শরীর কুগঠন দৃশ্য হয়।

শরীরের মধ্যে ৫২৭ শির আছে। যথা

জোড়া ২ হইয়া	২৫৭ জোড়া	৫১৪
একটি ২ হইয়া	..	১৩
		৫২৭

এই শিরসমূহের মধ্যে তিন প্রকার শির আছে।

প্রথম। স্ব ইচ্ছায় চলে, যথা, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এবং ফুস্‌ফুসাদির শিরসমূহ। ইহাদিগকে চালাইবার জন্যে মনুষ্যের কোন শক্তি নাই।

দ্বিতীয় শির। যাহাকে চালাইতে মনুষ্যের অধি-কার আছে, যথা, হস্তপদাদির শিরসমূহ।

তৃতীয় শির। যাহা সর্ব্বদা অচল থাকে, যথা, মস্তকাদির শিরসমূহ।

শিরসমূহের উভয় মুখের অগ্রভাগকে হাড়ের সহিত যুক্ত করিবার জন্যে শুক্লবর্ণ ও নীরস এক

প্রকার বস্তু আছে। আর প্রত্যেক শিরের চতুঃপার্শ্বে তাহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্যে অতিশয় পাতলা চর্ম্মের খাপের ন্যায় এক২ থৈলি আছে, তৎপ্রযুক্ত তাহারা পরস্পর পৃথক্ থাকে, ঐ খাপের মধ্যে সেই শির সর্ব্বদা খেলিতেছে।

ইন্দ্রিয়তারের বিবরণ।

ইন্দ্রিয়তারসমূহ জোড়া২ হইয়া মগজহইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার দ্বারা শরীরের চেতনা জন্মে। সে তার অতিশয় কোমল ও শুক্লবর্ণ এবং সূতার ন্যায়। শরীরের মাংসাদি কাটিবার সময় তাহার মধ্যস্থিত মোটা ২ তার সকল দৃশ্য হয়, কিন্তু সরু২ তার দৃশ্য হইতে পারে না। ঐ তার মেরুহাড় ও মগজহইতে ঊনচল্লিশ জোড়া উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ঊনচল্লিশ জোড়াহইতে শাখার ন্যায় হইয়া অন্য২ তার উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ঊনচল্লিশ জোড়ার মধ্যহইতে ৯ নয় জোড়া মগজহইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষু ও কর্ণ ও নাসিকা এবং জিহ্বাতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আর মগজহইতে যে তার মেরুহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহাহইতে বাকি ত্রিশ ৩০ জোড়া তার উক্ত হাড়ের প্রত্যেক গাঁইটের উভয় পার্শ্বের দ্বারা নির্গত হয়। পরে ঐ কএক জোড়াহইতে শাখার ন্যায় লক্ষ২ তার উৎপন্ন হইয়া সকল

শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ তারের ছয় প্রকার গুণ আছে, অর্থাৎ দৃষ্টি ও শ্রবণ ও আঘ্রাণ ও আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান ও গতিশক্তি।

প্রথম। দৃষ্টি করিবার জন্যে মগজের বড় দুই ভাগহইতে দুইটি মোটা তার নির্গত হইয়া আসিয়া চক্ষুর পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া রেতাইনাতে ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে আলো পড়িলেই দৃশ্য হয়।

দ্বিতীয়। মগজের উভয় ভাগহইতে দুইটি মোটা তার উৎপন্ন হইয়া আসিয়া কর্ণমূলে পৌঁছিয়াছে, পরে তাহার মুখহইতে অনেক ক্ষুদ্র২ তার উৎপন্ন হইয়া ঢাক ছাউনির ন্যায় যে পর্দ্দা কর্ণের ভিতরে আছে সেই পর্দ্দাতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এই জন্যে তাহাতে শব্দ বাজিলেই শুনিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয়। মগজের উভয় ভাগহইতে দুইটি মোটা তার উৎপন্ন হইয়া আসিয়া নাসিকার মূলে পৌঁছিয়াছে, পরে ঐ তারের মুখহইতে অনেক ক্ষুদ্র২ তার উৎপন্ন হইয়া নাসিকার ভিতরের জলোৎপাদক চর্ম্মেতে ব্যাপ্ত হইবাতে তাহার দ্বারা আঘ্রাণ লওয়া যায়।

চতুর্থ। মগজের উভয় ভাগহইতে দুইটি মোটা তার উৎপন্ন হইয়া আসিয়া জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে, পরে ঐ তারের মুখহইতে অনেক ক্ষুদ্র২ তার উৎপন্ন হইয়া মুখের মধ্যে ও জিহ্বার

চতুঃপার্শ্বে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এই জন্যে জিহ্বার দ্বারা দ্রব্যাদির আস্বাদন জানিতে পারা যায়।

পঞ্চম। মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গাঁইটের উভয় পা- র্শ্বের দ্বারা মগজহইতে ইন্দ্রিয়তার উৎপন্ন হইয়া আসিয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ও ঐ তারের দ্বারা ছুঁইতে পারা যায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

ষষ্ঠ। গমনাগমন ও অন্য২ কর্ম্মাদি করিবার জন্যে ইন্দ্রিয়তারসমূহ নিযুক্ত হইয়াছে, যথা, চক্ষুর পিঁ- চুটি ও জল ও কর্ণমল ও নাসিকার সিক্নি ও থুথু ও মূত্র এবং ঘাম ইত্যাদি উৎপন্ন ও নির্গত করিবার জন্যে শরীরের মধ্যে স্থানে২ প্রয়োজনানুসারে বিশেষ২ তার নিযুক্ত হইয়াছে। আর শরীরের শির সকলকে চালাইবার জন্যে তাহাদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়তার নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ তার ব্যতিরেকে শরীরের কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। যদি স্যাৎ কোন আঘাতের দ্বারা শরীরের কোন স্থানের তার দৈবাৎ ছিন্ন হয় কিম্বা নষ্ট হয়, তবে সেই স্থানের গমনাদি কর্ম্ম সকল রহিত হয়, অর্থাৎ অঙ্গহীন হয়। ইহার উদাহরণ পক্ষাঘাতি লোক।

রক্ত ও নাড়ীর বিবরণ।

রক্তগমনাগমনের নিমিত্তে অনেক নাড়ী আছে, তাহা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে রক্তবাহিনী নাড়ী দুই প্রকার আছে।

প্রথম প্রস্থান নাড়ী, দ্বিতীয় গ্রহণী নাড়ী। প্রস্থান নাড়ীর দ্বারা অন্তঃকরণহইতে রক্ত বাহির হইয়া আসিয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়। ঐ নাড়ী উদরাদি অঙ্গের ভিতরে মোটা হয়, কিন্তু বাহিরে স্থান বি-শেষে ভিন্ন২ হইবাতে সরু হয়। ঐ নাড়ীর চিহ্ন এই, যে শরীরের মধ্যে টিপিবার সময় ধুক২ করে, এই প্রকার যে নাড়ী সে প্রস্থান নাড়ী। যদি কোন রূপে ঐ নাড়ী ছেদন হয়, তবে তাহাহইতে অতিশয় লালবর্ণ রক্ত পিচকারির ন্যায় সজোরে বাহির হয়, কোন মতে বন্ধন করিতে বিলম্ব হইলে মনুষ্য শীঘ্র মরিতে পারে। এই প্রকার নাড়ীসমূহ অন্তঃকরণ-হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়। গ্রহণী নাড়ী শরীরের সকল রক্তকে আ-কর্ষণ করিয়া আনিয়া অন্তঃকরণেতে জমা করে। সে নাড়ী ধুক২ করে না। ঐ নাড়ী কোন প্রকারে ছিন্ন হইলে তাহাতে কালো বর্ণ রক্ত দৃশ্য হয়, ও তাহা শীঘ্র বন্ধ হয়। ঐ নাড়ীসমূহ শরীরহইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহাদের মুখ অন্তঃকরণের সহিত যুক্ত আছে।

চৰ্ম্মের বিবরণ।

মনুষ্যের শরীরে তিন পর্ত্তা চর্ম্ম আছে, প্রথম অর্থাৎ ভিতরের পর্ত্তা। সে চর্ম্ম মাংসের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে তাহাতে রক্ত ও ইন্দ্রিয়তার গমনাগমন হইতেছে। সে চর্ম্ম অতিশয় পুরু।

দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যের পর্ত্তা। সে চর্ম্ম উক্ত চর্ম্মহইতে পাতলা, তাহাতে বর্ণ ও গঠনের চিহ্ন জানিতে পারা যায়।

তৃতীয় অর্থাৎ উপরের পর্ত্তা। উপর লিখিত দুই পর্ত্তাহইতে ইহা অতিশয় পাতলা ও নির্ম্মল।

এই চর্ম্মেতে তিন প্রকার গুণ আছে।

প্রথম গুণ। শরীরের মাংসাদিকে রক্ষা করিবার জন্যে বাহ্য পদার্থের তেজ এবং পবনাদিকে মাংসাদির ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না।

দ্বিতীয় গুণ। শরীরের মাংসকে উত্তমৰূপে রাখিবার জন্যে শিশির ও হিমাদিকে মাংসের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। অতিশয় গ্রীষ্ম হইলে লোমকূপ সকল খুলিয়া যায়, এই জন্যে ঐ চর্ম্মহইতে ঘাম নির্গত হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করে, এবং শীত হইলে হিমাদি যেন শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্যে লোমকূপ সকল বুজিয়া যায়।

তৃতীয় গুণ। শরীরের ঐ চর্ম্মহইতে ঘাম নির্গত

হইলে তাহার অবগুণ সকলকে বাহির করিয়া শরীরকে পরিষ্কার করায়। যদ্যপি কোন প্রকারে ঐ চর্ম্মের লোমকূপ বুজিয়া যায়, তবে শরীরের অবগুণ বাহির হইতে পারে না, এই নিমিত্তে মনুষ্যকে পীড়িত করিয়া নানা প্রকার জ্বরাদি রোগ শরীরে উদ্ভব করে।

প্রস্রাবের বিবরণ।

প্রস্রাবের জন্মস্থান গুর্দা, সেই গুর্দার চতুষ্পার্শ্বে অনেক শোষক নাড়ী আছে, সেই নাড়ী সকল রক্তের মধ্যহইতে প্রস্রাব রসকে শুষিয়া আনিয়া গুর্দার মধ্যে প্রবেশ করায়, পরে তাহা উভয় গুর্দাহইতে দুইটি নলীর দ্বারা নির্গত হইয়া আসিয়া মূত্রাধারে অর্থাৎ ফোঁকনাতে প্রবেশ করে। সেই ফোঁকনা পূর্ণ হইলে প্রস্রাবপীড়া হয়, অর্থাৎ প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়; তাহা হইলেই ঐ ফোঁকনা আপন ইচ্ছায় সংক্ষেপ করিবায় প্রস্রাবপথ দিয়া মূত্র বাহিরে নির্গত হয়।

তাহার গুণ।

প্রস্রাবের দ্বারা শরীরের অবগুণ বাহির হয়। যদি স্যাৎ কোন প্রকারে ঐ প্রস্রাব বদ্ধ হয়, তবে ঐ অবগুণ সকল পুনর্ব্বার শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে মনুষ্যের অহিত হয়।

হাড়ের গুণ।

শরীরের ভার সহিবার জন্যে হাড় সকল শক্ত ও দৃঢ় হইয়াছে, সে সহজে ভগ্ন হয় না। ঐ হাড়ের বাহির শক্ত ও ভিতর নরম ও ছিদ্রময় হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহার মধ্যদিয়া হাড়ের রক্ত ও রস যাতায়াত করে। আর হস্ত পদের যে হাড়, তাহার মধ্যে ফুকর আছে; সেই ফুকরের মধ্যে ঘৃতের ন্যায় বস্তু আছে, যাহাকে মজ্জা কহা যায়। বাল্যকালে হাড় সকল অতিশয় কোমল এবং নরম হওয়াতে সহজে ভগ্ন হইতে পারে না। যদি স্যাৎ কোন আঘাতদ্বারা ভগ্ন হয়, তবে শীঘ্র জোড়া যাইতে পারে। বয়ঃক্রম অধিক হইলে হাড় নীরস হওয়াতে, সহজে ভগ্ন হইতে পারে, কিন্তু শীঘ্র জোড়া যাইতে পারে না, অর্থাৎ জুড়িতে পারা যায় না।

ইতি শরীরভেদের বিষয় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।

বৈদ্য বিদ্যা।

রোগের লক্ষণ।

রোগের নানা প্রকার লক্ষণ আছে। যথা, প্রথম নাড়ী। দ্বিতীয় প্রস্রাব। তৃতীয় মল। চতুর্থ জিহ্বা। পঞ্চম নিশ্বাস। ষষ্ঠ চর্ম্ম। সপ্তম চক্ষু। ইত্যাদি কএক প্রকারের মধ্যে নাড়ী ও জিহ্বা এবং মলদ্বারা বিশেষরূপে রোগ নির্ণীত হয়।

নাড়ীর গতির বিষয়।

সুস্থ লোকের নাড়ী বয়ঃক্রমানুসারে এক মিনি-টের মধ্যে নীচের লিখিত ধারানুসারে গতি অর্থাৎ ধুক ২ করে; যথা,

জন্মের সময়ে প্রায়	.. ..	১৪০	বার ধুক	২ করে
১ বৎসরের সময়	.. ..	১৩০	ঐ	ঐ
২ বৎসরের সময়	.. ..	১১০	ঐ	ঐ
৩ বৎসরের সময়	.. ..	১০০	ঐ	ঐ
৭ বৎসরের সময়	.. ..	৯০	ঐ	ঐ
১৪ বৎসরের সময়	. ..	৮৫	ঐ	ঐ
৩০ বৎসরের সময়	.. ..	৮০	ঐ	ঐ
৫০ বৎসরের সময়	.. ..	৭৫	ঐ	ঐ
৮০ বৎসরের সময়	.. ..	৬০	ঐ	ঐ

নানা প্রকার রোগ জন্য নাড়ীর গতি সময়ানুসারে ভিন্ন২ হয়। নাড়ী ধুকধুকের কারণ এই, অন্তঃকরণের বড় ভাগ আপন ইচ্ছায় সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের সকল প্রস্থান নাড়ীতে অন্তঃকরণের রক্তকে ঠেলিয়া দেয়, এই নিমিত্তে প্রস্থান নাড়ীসমূহ ধুক২ করে। এবং ঐ নাড়ীর গতিদ্বারা রোগের নানা প্রকার চিহ্ন জানিতে পারা যায়।

প্রথম। নাড়ীর চিহ্ন।

নাড়ীর গতি চারি প্রকার।

১ চঞ্চল নাড়ী।

যদি রক্ত অতি শীঘ্র চলে, তবে তাহাতে জানা যায়, যে শরীরের রক্ত গরম হইয়াছে। নানা প্রকার জ্বরের দ্বারা নাড়ী শীঘ্র চলে।

২ তেজঃপুঞ্জ নাড়ী।

শরীরের রক্ত যদি স্যাৎ অতি প্রবলরূপে চলে, কিন্তু শীঘ্র নহে ধীরেও নহে, অর্থাৎ সমভাবে চলে; ইহাকে তেজঃপুঞ্জ নাড়ী বলা যায়। আর ইহার দ্বারা জানিতে পারা যায়, যে অন্তঃকরণের রক্ত অতিশয় জোরে সঙ্কেপ হইতেছে। নাড়ীর এই প্রকার গমনের দ্বারা জ্বরের আরম্ভ ও বাত এবং অন্তঃকরণের রোগাদি জানিতে পারা যায়।

৩ দুর্ব্বল নাড়ী।

এ নাড়ী অতি ক্ষীণেতে চলে ও অতিশয় দুর্ব্বল বোধ হয়। ইহাতে জানিতে পারা যায় যে শরীরে অল্প রক্ত আছে। ইহাতে জ্বরের ও ভেদের এবং নানা প্রকার দুর্ব্বল রোগের চিহ্ন জানা যায়।

৪ ধীর নাড়ী।

যখন নাড়ী অতি আস্তে২ চলে, তাহাকেই ধীর নাড়ী বলা যায়। ঐ নাড়ীর দ্বারা বহু দিনের দুর্ব্বল রোগাদির চিহ্ন জানিতে পারা যায়।

উপর লিখিত চারি প্রকার নাড়ী অধঃস্থ লিখনানুসারে কখন২ এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলে, অর্থাৎ জ্বর আরম্ভের সময় তেজঃপুঞ্জ ও চঞ্চল, আর জ্বরের শেষেতে চঞ্চল ও দুর্ব্বল নাড়ী এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলে। আর কোন২ দুর্ব্বল রোগেতে দুর্ব্বল ও ধীর নাড়ী একত্র যুক্ত হইয়া চলে। নাড়ীর বিষয়েতে লোকেরা যাহা কহেন যে শরীরের মধ্যে পবন গতায়াত করিতেছে, সে কেবল ভ্রান্তি। নাড়ীতে কেবল রক্ত চলে, আর বাত ও পিত্ত এবং শ্লেষ্মা অর্থাৎ বাই ও পিত্ত ও কফযুক্ত নাড়ী যাহা কহেন, সে সত্য নহে। আর হস্তে ও পদে এবং মস্তকে নাড়ী টিপিবার দ্বারা রোগাদির চিহ্ন জানা যায়।

দ্বিতীয়, প্রস্রাবের চিহ্ন।

প্রস্রাবেতে চারি প্রকার চিহ্ন আছে।

১ জলের রঙ্গের ন্যায় প্রস্রাব।

কফ হইলে কিম্বা ঠাণ্ডি হইলে জলের রঙ্গের ন্যায় প্রস্রাব হয়।

২ লাল প্রস্রাব।

যখন প্রস্রাব লালবর্ণ হয়, তখন ঐ প্রস্রাবকে কোন শ্বেত পাত্রেতে রাখিলে তাহাহইতে লালবর্ণ গুঁড়া২ ঐ পাত্রেতে জমিয়া বৈসে। জ্বরেতে ও কলিজার রোগেতে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

৩ বালিযুক্ত প্রস্রাব।

কখন২ প্রস্রাবেতে অতি সরু বালি হয়, তাহা এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ প্রস্রাবকে পরিষ্কার পাত্রেতে রাখিলে ঐ জলহইতে বালির ন্যায় গুঁড়া ঐ পাত্রেতে জমিয়া বৈসে। ইহাতে জানা যায় যে মেটিয়াতে পাথরি হইবার উপক্রম হইয়াছে। ঐ প্রকার প্রস্রাব হইলে ফোঁকনার ভিতরে অথবা প্রস্রাবের নলীতে পাথরি জন্মে।

৪ প্রস্রাবের অল্পতা।

যখন মল ত্যাগ অধিক, কিম্বা শরীর বড় গরম, কিম্বা শরীরে জল জমা হয়, তখন প্রস্রাব অল্প হয়।

জ্বরেতে ও জলোদরীতে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয়, মল নির্গত হওনের চিহ্ন।

মলেতে পাঁচ প্রকার চিহ্ন আছে।

১ মেটেরঙ্গের মল।

যদি কলিজার রস বিগড়িয়া যায়, কিম্বা অল্প হয়, তবে মৃত্তিকাবর্ণ মল নির্গত হয়।

২ শুক্লবর্ণ মল।

কলিজার রস সম্পূর্ণরূপে বন্দ হইলে শুক্লবর্ণ মল নির্গত হয়, কিম্বা খাদ্য দ্রব্যের রঙ্গ অধিক বদল না হইয়া প্রায় সেই বর্ণের মল নির্গত হয়। অজীর্ণ রোগেতে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

৩ কালোবর্ণ মল।

কলিজার রস অধিক হইলে অর্থাৎ মলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া অধিক বাহির হইলে মল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কলিজার রোগেতে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পা-ওয়া যায়।

৪ জলের ন্যায় মল।

আন্ত্রিকের ভিতরে কোন রোগ জন্মিলে যখন শোষক নাড়ী জীর্ণ রস পদার্থকে শুষিতে না পারে,

তখন সেই রস গুহ্য দ্বার দিয়া জলের ন্যায় বাহির হয়। অজীর্ণ হইলে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

৫ রক্তময় মল।

আন্ত্রিকের নলীদাহ হইলে কোন২ সময় তাহাহইতে রক্ত নির্গত হয়, ও কখন২ ঐ নলীতে ক্ষত হইলে রক্ত বাহির হইয়া মলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রক্তের ন্যায় মল নির্গত হয়। অতিসার রোগে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ, জিহ্বার চিহ্ন।

জিহ্বাতে তিন প্রকার চিহ্ন।

১ শুক্লবর্ণ জিহ্বা।

শরীরের রক্ত যদি স্যাৎ অতিশয় জলের ন্যায় হয়, তবে জিহ্বা শুক্লবর্ণ দৃশ্য হয়। প্লীহারোগেতে বিশেষরূপে এই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

২ মলিন জিহ্বা।

যখন জীর্ণ রস বিগড়িয়া যায়, ও পেট পরিষ্কার না হয়, এবং জিহ্বার উপরে ক্লেদ জমা হয়, তখন নিশ্চয় জানা যাইবে যে শরীরের মধ্যে রোগ আছে। নানা প্রকার জ্বরেতে এই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

৩ লাল জিহ্বা।

জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বে লালবর্ণ হইলে জানা যায় যে পেটের নলী কিম্বা জীর্ণ ঘর দগ্ধ হইতেছে।

পঞ্চম, নিশ্বাস।

নিশ্বাস গরম হয় ও শীঘ্র চলে, নানা প্রকার জ্বরেতে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ, চর্ম্মের চিহ্ন।

চর্ম্মেতে দুই প্রকার চিহ্ন আছে। সুস্থ লোকের শরীরহইতে নিত্য২ কিঞ্চিৎ২ ঘর্ম্ম নির্গত হয়। কিন্তু যদি স্যাৎ কখন অল্প কখন বা অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয়, তবে জানিবে যে এ শরীরে কোন রোগ আছে। তাহার বিশেষ চিহ্ন।

১ চিহ্ন।

কতক দুর্ব্বল রোগেতে অর্থাৎ পালা জ্বর এবং ক্ষয় কাশ ইত্যাদি রোগেতে শরীরহইতে অধিক ঘাম নির্গত হয়।

২ চিহ্ন।

কখন২ শরীরহইতে ঘর্ম্ম অল্প নির্গত হয়, কিম্বা একেবারে বন্দ হয়। নানা প্রকার জ্বরেতে ও প্লীহা

রোগেতে এবং ভেদ ইত্যাদিতে এই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম, চক্ষুর চিহ্ন।

চক্ষুতে দুই প্রকার চিহ্ন আছে।

১ শুক্লবর্ণ।

শরীরের রক্ত যখন অত্যন্ত বিগড়িয়া যায়, কিম্বা অল্প হয়, কিম্বা জলের ন্যায় হয়, তখন চক্ষুর ক্ষেত্র অতিশয় শুক্লবর্ণ দৃশ্য হয়। প্লীহারোগেতে এই চিহ্ন বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

২ হরিদ্রাবর্ণ।

চক্ষুর ক্ষেত্র যদি হরিদ্রাবর্ণ দৃশ্য হয়, তবে জানিবে যে রক্তেতে কলিজার অধিক রস প্রবেশ করে। কলিজার জ্বরেতে ঐ প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগ প্রতীকারের উপায়।

চর্ম্ম রোগাদি।

কণ্ডূ অর্থাৎ চুল্‌কনা।

চিহ্ন। শরীর চুলকাইতে ২ চর্ম্মের উপরে কণ্ডূরন অর্থাৎ ফুস্কুড়ী বাহির হয়, ফলতঃ চুলকাইবার সময়

তাহার মুখ ছিঁড়িয়া গিয়া কিঞ্চিৎ রস নির্গত হয়, পরে তাহা আপন ইচ্ছায় শুষ্ক হয়।

কারণ ১। শরীরের ময়লার নিমিত্তে এই রোগ হয়। ২। সংস্পর্শে এই রোগ জন্মে।

উপায়।

গন্ধক .. .. / এক ছটাক
সর্ষপ তৈল .. .. .. / ঐ

গন্ধককে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঐ তৈলেতে মিশ্রিত করিয়া ঐ রোগ আরাম হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাহাতে মালিস করিবে।

পুনশ্চ।

গন্ধক .. .. ।। অর্দ্ধ ছটাককে উত্তমরূপে পিষিয়া ছয় ভাগ করিবে। যে দিনে উপর লিখিত মালিস করিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিবসহইতে ঐ ছয় অংশের এক অংশ হিসাবে কিঞ্চিৎ মাথ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

পারার প্রলেপ .. .. .. ৩ তিন মাষাকে ছয় অংশ করিয়া প্রত্যহ এক অংশ ঐ রোগেতে মালিস করিবে।

পাঁচড়া রোগের বিষয়।

অন্য নাম, খোস। কচ্ছু।

চিহ্ন।

প্রথমে চর্ম্মের উপরে একটী২ হইয়া বাহির হয়, পরে এক জায়গায় লিপ্ত হয়।

অন্য প্রকার। চর্ম্মের উপর চুলকাইতে২ তাহার মুখ ছিঁড়িয়া গিয়া কিঞ্চিৎ রস নির্গত হইয়া শুকিয়া যায়। পুনরায় চুলকাইতে২ তাহার ছাল উঠিয়া যায়।

কারণ।

১। মন্দ খাদ্য হেতুক এবং ময়লার নিমিত্তে এই রোগ শরীরে উৎপন্ন হয়।

২। সংস্পর্শে উক্ত রোগ জন্মে।

উপায়।

পারার প্রলেপ অর্দ্ধমাষা হিসাবে প্রত্যহ ঐ রোগের উপরে ন্যূনাধিক পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত মালিস করিলে আরাম হইবে।

দাদ কিম্বা দদ্রু রোগের বিষয়।

চিহ্ন।

চর্ম্মের উপরে স্থানে২ অথবা সকল শরীরে চাকা২ হইয়া চুলকায়।

উপায়।

দাদমারির পাতাকে উত্তমরূপে বাটিয়া তাহাতে প্রলেপ দিলে কখন২ ভাল হইতে পারে।

অন্য উপায়।

গর্জন তৈল .. .. / এক ছটাক
গন্ধক চূর্ণ .. .. / ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ঐ রোগেতে লাগাইবে।

অন্য উপায়।

পেঁপের কাঁচা ফলকে কাটিয়া তাহার আঠা ঐ দাদেতে মালিস করিলে তাহা আরাম হইবে।

মহাব্যাধি রোগের বিষয়।

অন্য নাম, কুষ্ঠ। কুঠ।

শরীরের চর্ম্মের উপরে স্থানে২ চাকা২ হইয়া মলিন হয়, কখন২ মুখ কিঞ্চিৎ মোটা হয়, কতক দিবসের পরে শরীরের স্থানে২ ঘা হয়, ও ভিতরের হাড় এবং মাংস ক্ষয় হইয়া যায়, অঙ্গুলি সকল বসিয়া যায়। এই রোগ আর এক প্রকারের হয়, তাহাতে হস্ত পদ সকল খসিয়া পড়ে।

কারণ।

বোধ হয় যে শরীর ময়লা হইলে, ও মন্দ দ্রব্যাদি আহার করিলে, এবং শরীর গরম হওয়াতে এই রোগ হয়। পরন্তু যে দেশের বায়ু শীতল ও লোক সকল পরিষ্কার এবং উত্তম দ্রব্যাদি আহার করে, সে দেশেতে উক্ত রোগ হয় না।

তাহার উপায়।

এই রোগ জন্মিলেই প্রথমে এক বার জোলাপ দিবে, তাহাতে উদরের ময়লা পরিষ্কার হয়, পরে রক্ত মোক্ষণ করিবে।

ঔষধ।

সফেদ সম্বল	১ মাষা
গোল মরিচের চূর্ণ	৪ ঐ
সাবান	৪ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্রে চূর্ণ করিয়া সম ভাগে ১৬ ষোলটী বটিকা করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটীর হিসাবে ষোল দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ আরাম না হয়, তবে পুনর্ব্বার জোলাপ দিয়া পেট পরিষ্কার করাইবে, ও উক্ত ধা-রানুসারে বটিকা করিয়া ষোল দিবস পর্য্যন্ত খাও-য়াইবে; ইহাতে আরাম হইতে পারে। উক্ত

ধারানুসারে চারি কিম্বা ছয় মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিলে রোগোপশম হইতে পারে। ঐ রোগ বহু দিবসের পুরাতন হইলে তাহার কোন উপায় পাওয়া যায় না।

রক্তের রোগ।

অর্থাৎ যে রোগ রক্তহইতে উৎপন্ন হইয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

জ্বরের বিবরণ।

জ্বরের কারণ।

১। সরদি। সরদি হইলে শরীরের লোমকূপ সকল বদ্ধ হইয়া ঘর্ম্ম নির্গত না হওয়া প্রযুক্ত শরীরের অবগুণ নির্গত না হওয়াতে শরীর খোলাসা না থাকা প্রযুক্ত জ্বরের উৎপত্তি হয়; সে অতি সামান্য জ্বর। শরীর অধিক গরম হইবার পরে শীঘ্র শীতল করিলেই সরদি হয়, আর অধিক পরিশ্রম করিতে ২ ঘাম বাহির হইলে পরে যদি স্যাৎ বাতাসে বৈসে কিম্বা শয়ন করে, তবে সরদি হয়। রাত্রিকালে বাহিরে শয়ন করিলে বা রাত্রের শীতল বাতাস শরীরে লাগিলে ঘাম নির্গত হওয়া বন্ধ হয়, ও তাহাতেও সরদি হয়। ভিজা বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিলে কিম্বা

শয়ন করিলে সরদি হয়। ঐ প্রকার সরদিহইতে জ্বরের উৎপত্তি হয়।

২। মন্দ বায়ু। যে সময়ে ক্ষেত্রের জল শুষ্ক হয় ও তাহাতে মরা ঘাস গাছাদি পচিয়া যায়, সেই সময়ে ঐ পচা দ্রব্যহইতে মন্দ বায়ু কিম্বা বাস্প উদ্ভব হয়, তাহাহইতে নানা প্রকার জ্বর, বিশেষতঃ পালাজ্বর অধিক হয়। এই নিমিত্তে জলাশয় স্থানেতে কিম্বা নিম্ন স্থানেতে ও বিলের এবং খালের নিকটে অধিক মন্দ বায়ু জন্মে। ঐ বায়ুদ্বারা জ্বরের উৎপত্তি হয়।

স্রোতোজলহইতে মন্দ বায়ু জন্মে না। কিন্তু যে স্থানে অল্প ও স্থির জল থাকে, তাহার সেই জলে সূর্য্যের কিরণ লাগিলে সে পচিয়া যায় ও তাহাহইতে অনেক মন্দ বায়ু জন্মে। ঐ বায়ু দিবসেতে সূর্য্যের তেজদ্বারা অতিশয় পাতলা হইয়া উপরে উঠে, এই হেতু বড় ক্ষতিজনক হইতে পারে না, সন্ধ্যাতে ও রাত্রিতে ঠাণ্ডা হওয়া প্রযুক্ত ঐ বায়ু নীচে বৈসে ও সেই সময়ে শরীরের ক্ষতিজনক হয়। অন্য বায়ুহইতে এই বায়ু অতিশয় ভারি, ঘরের কবাট বন্ধ করিলে ঘরের ভিতরে অধিক যাইতে পারে না, এই জন্যে মসারির ভিতরে কিম্বা ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিলে ভাল হয়।

৩। মন্দ আহারাদি। কখন কোন মন্দ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে, যদি স্যাৎ সে দ্রব্যাদি জীর্ণ না হয়

কিম্বা পেটের অসুখ করে, তবে তাহাতে কখন২ জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে, বিশেষতঃ শিশুদিগের এই প্রকার জ্বর অধিক হয়।

নানাপ্রকার জ্বর।

প্রথমে, নিত্য জ্বর।

চিহ্ন। নাড়ী এবং নিশ্বাস শীঘ্র চলে, মস্তক ব্যথা করে, চর্ম্ম শুষ্ক হয় এবং গরম হয়, বাহ্যে কখন হয় কখন হয় না, প্রস্রাব লালবর্ণ হয়, জিহ্বা মলিন হয়, শরীরে সর্ব্বদা জ্বর থাকে; কখন কিঞ্চিৎ কম হয়, কখন বা বেশি হয়।

তাহার উপায়।

অল্প আহার দিবে, ঐ ব্যামোহ হওয়াতে মল মূত্র ত্যাগ অল্প হয়, কিম্বা একেবারে বদ্ধ হয়, এই জন্যে পেট পরিষ্কার করা আবশ্যক, পেট পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে নিম্ন লিখিত ঔষধ খাওয়াইবে।

ঔষধ।

সোণামুখির পাতা	১৮ মাষা।
রেউচিনি	১ ঐ
ছোট এলাইচ	১ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে অর্দ্ধ সের গরম জলেতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সেই জলকে ছাঁকিয়া লইয়া উপবাস করিয়া খাইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

মুসব্বর	৩ রতি
জাঙ্গি হরীতকী	৩ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া তিনটী বটিকা করিয়া উপবাস করিয়া দিবসে কিম্বা রাত্রে খাইবে।

অন্য উপায়।

মুসব্বর	৩ রতি
কালামিল	১॥ ঐ
সাবান	৩ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তিনটী গুলি করিয়া একেবারে ঐ তিনটীকে গিলিয়া খাইবে। তাহার ছয় ঘণ্টা পরে যদি স্যাৎ শরীরে অধিক জ্বর থাকে, তবে,

ভেরেণ্ডার তৈল .. .. ।৹ অর্দ্ধ ছটাক কিম্বা
কম্‌পাউণ্ড জোলাপ .. ৩ মাষা।

খাওয়াইলে ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, পরে,

চিরাতা .. .. ১ তোলাকে

অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, কিঞ্চিৎ পরে

সেই জলকে ছাঁকিয়া লইয়া দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ সন্ধ্যার সময়ে, অন্য ভাগ প্রাতঃকালে খাইবে, এই প্রকার চারি কিম্বা পাঁচ দিবস খাওয়াইলে ভাল হয়। ঐ উপায় করিতে২ যদি স্যাং জ্বর অধিক কিম্বা শক্ত হয়, তবে প্রথমে উপর লিখিত একটী জোলাপ দিবে, পরে নিম্ন লিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

কালামিল	৩ রতি
আণ্টমুনি পাওডর	৩ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া বারো ভাগ করিয়া দন্তেতে বেদনা হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন২ ঘণ্টা পরে এক ২ ভাগ খাওয়াইবে। ইহাতে শরীরহইতে ঘাম নির্গত হইবে, ও কলিজা পরিষ্কার হইবে, এবং প্রস্রাব পরিষ্কাররূপে হইবে। আরও ঐ রোগের নিমিত্তে অন্য প্রকার উপায় নীচে লেখা যাইতেছে।

উপায়।

স্পিরিট হার্টহর্ণ	৪০ টোপা
আণ্টমুনিএল আইল	১০০ ঐ
সুইট স্পিরিট নাইটর	১০০ ঐ
জল	।০ পোয়া

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া যাবৎ আরাম না হয়, তাবৎ প্রত্যহ তিন২ ঘণ্টা ছাড়া

এক২ কাচ্চা খাওয়াইবে। পরে নীচে লিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

উক্ত অনুসারে চিরাতার জল খাওয়াইবে। কিম্বা
কুইনাইন .. .. ১ রতি।
জল.. .. .. ১ কাচ্চা।
এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া যাবৎ আরাম না হয়, তাবৎ এক পানে প্রত্যহ দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা ছাড়া খাওয়াইবে।

বড় শক্ত জ্বর হইলে কিছু দিন পরে কোন২ লোকের কখন২ ঐ জ্বর মগজে উঠে। তাহার বিশেষ চিহ্ন।

যে সময়ে মাথা ব্যথা করিবে, কিম্বা চক্ষু ভারি হইয়া আলোর প্রতি চাহিতে পারিবে না, সে সময়ে জানিবে যে মগজের উপরের চর্ম্ম দাহ হইতেছে। ঐ দাহ নিবারণ না হইলে অল্প দিবসের মধ্যে রক্তময় এক প্রকার জল, (যাহাকে শীরম কহা যায়) তাহা মগজের উপরে বাহির হইয়া তাহাকে চেপে ধরে। তাহা মনুষ্যকে অচেতন করে, কখন বা মৃত্যু জন্মায়। ঐ শীরম যখন জমা হইতে আরম্ভ হয়, তখন মস্তক অতিশয় ভারি হয় ও নিদ্রাতে বহু স্বপ্ন দর্শন হয়, ও চমকে২ উঠে, এবং পাগলের ন্যায়

চক্ষু ভারি বোধ হয়। সেই সময়ে মস্তক ক্ষৌর করিয়া শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া সর্ব্বদা মস্তকের উপরে বসাইবে, আর চক্ষু ও কর্ণ এই দুএর মধ্য স্থলের উপরে (অর্থাৎ রগেতে) এক দিগে চারিটার হিসাবে উভয় দিগে অষ্টটা জোঁক বসাইবে, ও পেট পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে উপর লিখিত উপায় করিবে। কিছু দিবস গত হইলে পরে পুনরায় যদি স্যাৎ ঐ শীরম মগজহইতে অধিক বাহির হয়, যাহাতে অধিক পাগল কিম্বা অচেতন হয়, তবে শীঘ্র নীচের লিখিত উপায় করিতে হইবে।

মস্তক ক্ষৌর করিয়া নিত্য ২ কিম্বা ঘণ্টায় ২ ভিজা বস্ত্র মস্তকে বসাইবে, আর ঘাড়ের গাঁইটে কর্ণহইতে কর্ণ পর্য্যন্ত একটী ব্লিষ্টর অর্থাৎ ফোস্কাজনক মলম বসাইবে, এবং মুখ আসা পর্য্যন্ত কালামিল, ফি বারে এক রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন সন্ধ্যাতে তিন বার খাওয়াইবে। ঐ দুই প্রকার উপায়ের দ্বারা যদি স্যাৎ অতিশয় বড় ফোস্কা হয়, ও শীঘ্র মুখ আইসে, তবে তাহার দ্বারা ঐ শীরম সুশীতল হইয়া উক্ত ব্যাধি আরাম হইতে পারে। কিন্তু যদ্যপি ফোস্কা না হয় এবং মুখ না আইসে, তবে আরাম হওয়া বড় কঠিন।

জ্বর আরাম হইলে পরে যাহাতে শরীর বলিষ্ঠ হয়, এমত ঔষধি খাওয়াইতে হইবে, এবং উত্তম আ-

হার খাওয়াইবে। ঔষধের নিমিত্ত নীচের লিখিত দ্রব্যাদি ভাল।

কুইনাইন	১ রতি।
রেউচিনি	২ ঐ
লঙ্কামরিচ	২ ঐ
ইক্‌ষ্ট্রাক্ট জেনসন	১।। ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তিনটী বটিকা করিয়া দুই সন্ধ্যাতে দুইটী খাইবে। আর ঐ রোগের নিমিত্তে প্রত্যহ পরিষ্কাররূপে এক কিম্বা দুই দাস্ত আবশ্যক। শরীরে জ্বর থাকন কালীন আহারের জন্যে কেবল অল্প সাগুদানা, কিম্বা ফেন, কিম্বা পালো খাইতে দিবে। জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরাম হইলে পরেই অধিক খাইতে পারে, এমত বোধ হইলে এক কিম্বা দুই দিবস অন্তর কিঞ্চিৎ সুরুয়া খাইতে দিবে।

পালাজ্বরের বিষয়।

লক্ষণ।

প্রথমে মস্তকের হাড় সমূহ বেদনা করে, শীত করে, কম্প হয়; কম্প বন্দ হইলে পরে জ্বর হয়; পিপাসা হয়; দাস্ত হয় না; আর এক কিম্বা দুই কিম্বা তিন কিম্বা চারি দিবসান্তরে জ্বর হয়।

কারণ।

শরীরে মন্দ বাতাস লাগিলে, ও সরদি হইলে, কিম্বা নিম্ন স্থানেতে ও ভিজা ভূমিতে বাস করিলে ঐ ব্যাধি শরীরে জন্মে। যে স্থানে মন্দ বাতাসের উৎপত্তি হয়, সে স্থানে অনেক পালাজ্বর হয়, যেমত উড়িষ্যা ও বঙ্গাদি দেশ নীচস্থ জায়গার জন্য ও অনেক পচা কিম্বা লোণা কিম্বা বদ্ধ জল হইবাতে পালাজ্বর অনেক হয়। পশ্চিম দেশের পর্ব্বতীয় স্থানেতে জলের স্রোত থাকা প্রযুক্ত, সে স্থানে মন্দ বায়ুর উৎ-পত্তি হইতে পারে না, এই হেতু সে স্থানেতে পালা-জ্বর অধিক হয় না। আর ঐ মন্দ পবন কখন২ বিষ-তুল্য হয়, যেমত পচা পুষ্করিণীর কিম্বা জঙ্গলের নি-কটে শয়ন করিলে, সেই স্থানহইতে মন্দ পবন উৎপন্ন হইয়া উক্ত জ্বর জন্মাইতে পারে।

প্রতীকারের উপায়।

সোণামুখির পাতা	১৮	মাষা।
রেউচিনি	১	ঐ
ছোট এলাইচ	১	ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিলাইয়া অর্দ্ধ সের গরম জলেতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সেই জলকে ছাঁকিয়া লইয়া রাত্রিযোগে উপ-বাস করিয়া খাইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

পরে, চিরাতা .. .. ১ তোলাকে অর্দ্ধ সের গরম জলেতে ভিজাইবে, পরে সেই জলকে ছাঁকিয়া লইয়া দিবসের মধ্যে দুই বার ফি বারেতে এক পোয়া ওজনে খাইবে। ঐ প্রকারে প্রত্যহ জ্বর-ত্যাগ হওনাবধি খাইবে। শরীরে যদি স্যাৎ অল্প জ্বর থাকে, তবে ঐ ঔষধেই ত্যাগ হইবে। যদি স্যাৎ ভারি অর্থাৎ জ্বরের তেজ অধিক হয়, তবে নীচের লিখিত উপায় করিবে।

মুসব্বর .. .. ২ মাষা।
সাবান .. .. ২ ঐ
সফেদ সম্বল .. .. ২ রতি।

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৬ ষোলটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ তিন সন্ধ্যাতে তিনটা খাইবে, সময়ানুসারে ন্যূনাধিক পোনের দিবস পর্য্যন্ত খাইবে, পরে অন্য উপায় করিবে।

উপায়।

প্রথমে এই জোলাপ দিবে।

মুসব্বর .. .. ১।। মাষা।
কালামিল .. .. ৩ রতি।

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তিনটী বটিকা তৈয়ার করিয়া রাত্রিযোগে উপবাস করিয়া প্রথমে দুইটী খাইবে, অর্থাৎ গিলিয়া ফেলিবে।

ইহাতে অষ্ট ঘণ্টার পরে যদি স্যাৎ কোষ্ঠ না হয়, তবে অন্যটী খাইবে। পেট খোলাসা হইলে পরে,

কুইনাইন	.. ..	২ রত্তি।
জল	.. ..	১ কাঁচ্চা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক কিম্বা দুই বার এক পানে খাইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

প্রথমে উপর লিখিত জোলাপ খাওয়াইয়া পেট পরিষ্কার করাইবে, পরে অধঃস্থ ঔষধ দিবে।

ঔষধ।

সফেদ তুঁতিয়া	.. ..	২ মাষা।
লঙ্কামরিচ..	.. ..	২ ঐ
সাবান	.. ..	২ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া কুড়িটী বটিকা তৈয়ার করিয়া আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন২ ঘণ্টান্তরে একটী২ খাইবে।

দুর্ব্বল জ্বর।

চিহ্ন।

শরীর দুর্ব্বল হয়, শুষ্ক হয়, ক্ষুধা হয় না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, জ্বর হয়, শরীর অল্প গরম হয়,

ইহাতে দুর্ব্বল ও চঞ্চল এই দুই নাড়ী একত্র যুক্ত হইয়া চলে।

কারণ।

এই প্রকার জ্বরের নানা প্রকার কারণ আছে। অন্য রোগহইতে তাহার উৎপত্তি হয়, যথা ক্ষয়কাস রোগেতে ফুসফুস পচিয়া যায়, ও শরীর দুর্ব্বল হয়, তাহাহইতে ঐ জ্বরের উৎপত্তি হয়। আর পীলে রোগেতে অর্থাৎ পীলে বড় হইবার সময়ে শরীর দুর্ব্বল হয়, তাহাতেও দুর্ব্বল জ্বর হয়। এবং অজীর্ণ রোগেতেও দুর্ব্বল জ্বর হয়, ঐ প্রকারের কোন২ রোগ শরীরে উৎপন্ন হইলে শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে ঐ জ্বরের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

এই জ্বর আরাম হইবার নিমিত্তে কোন উপায় করা যাইবে না, কিন্তু যে রোগহইতে ঐ জ্বর হইতেছে, তাহার আরামের জন্য ঔষধাদি দিতে হইবে। সেই রোগ আরাম হইলে পরে তাহার সহিত উক্ত জ্বরও আরাম হইবে। যদি স্যাৎ শরীরের মধ্যে অন্য কোন রোগ না থাকে, কেবল দুর্ব্বলতা হেতু ঐ জ্বর হইয়া থাকে, তবে দুর্ব্বলতা শুধরাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

কুইনাইন	।।০ অর্দ্ধ রতি।
হিরাকস	।।০ ঐ
লঙ্কামরিচ	১।। দেড় রতি।

এই তিন দ্রব্যকে একত্র পিষিয়া কন্সর্ব্ব রোশী-ষের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী এবং সন্ধ্যার সময় একটী খাওয়াইবে। আর ঐ রোগের সম্লিষ্ট যদি স্যাৎ অজীর্ণ হইয়া থাকে, তবে অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

হিরাকস	১ মাষা।
রেউচিনি	২ ঐ
লঙ্কামরিচ	২ ঐ

ঐ কএক দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাকে দশ ভাগ করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে এক২ ভাগ খাইবে; পরে অন্য উপায় করিবে।

উপায়।

চিরাতার জল .. .. এক ছটাক।

প্রত্যহ এক বারেতে এক ছটাক ওজনে তিন সন্ধ্যাতে তিন ছটাক খাইবে। যদি স্যাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে,

সোণামুখির পাতা.. .. .. ৪ চারি মাষা।
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মাথ গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। পরে উক্ত রীত্যনুসারে চিরাতার জল খাইবে। পরে এই উপায় করিবে।

উপায়।

কুইনাইন	.. ..	৫ রতি
রেউচিনি	.. ..	১০ ঐ
লঙ্কামরিচ	.. ..	৩ ঐ
একষ্ট্রাক্ট জেন্সন	.. .. ..	২।।০ মাষা

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া কুড়িটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যাতে দুইটী২ খাইবে; তাহার সঙ্গে চিরাতার জলও খাইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ কোষ্ঠ খোলাশা না হয়, তবে উক্ত রীত্যনুসারে সোণামুখির পাতাকে উত্তমরূপে বুকনি করিয়া যে পর্য্যন্ত রোগ নিবারণ না হয়, প্রত্যহ কিম্বা এক২ দিবসান্তর খাইবে। উপর লিখিত ঔষধাদি খাইলে পর যদি স্যাৎ শরীর জ্বালা কিম্বা ছটফট করে, তবে তাহা নিবারণার্থে অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

একষ্ট্রাক্ট হাইয়াসাইয়ামস	.. ..	১ ধান
ব্লুপিল	.. ..	১ রতি

এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট কলোসিণ্ট .. .. .. ২ রতি

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইটী গুলি তৈয়ার করিয়া প্রয়োজনানুসারে রাত্রিযোগে খাইবে।

বাতজ্বরের বিবরণ।

চিহ্ন।

শরীরের অস্থিসমূহ বেদনা করে, বড় শক্ত জ্বর হয়, আহারে অরুচি হয়, কখন২ পায়েতে কিম্বা হাতেতে রক্ত খবে পড়ে, ও সে স্থান বেদনা করে।

কারণ।

সরদিহইতে তাহার উৎপত্তি হয়। নানা প্রকারের বাত আছে। যদি স্যাৎ বাতের সংশ্লিষ্ট অধিক জ্বর শরীরে থাকে, তবে ঔষধ মালিস করিতে এবং খাইতে হইবে, আর যদি স্যাৎ কেবল হাড় বেদনা করে এবং শরীর অল্প গরম হয়, তবে ঔষধ কেবল মালিস করিলেই ভাল হয়।

খাইবার নিমিত্তে অধঃস্থ ঔষধ নিযুক্ত করা যাইতেছে।

ঔষধ।

হিরাকস .. .. ৩ রতি

আফিম .. .. ২ ঐ

সোরা	৪ মাষা
রেউচিনি	১ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া ছয় ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ মাথ গুড়ের সহিত মাখিয়া খাইবে, এই রূপ তিন সন্ধ্যাতে তিন ভাগ, দুই দিবসে ছয় ভাগ খাইবে; পরে অন্য উপায় করিবে।

অন্য উপায়।

সোরা	৪ মাষা
কালামিল	১ ঐ
আফিম	২ রতি
এপকেক	৪ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া অষ্ট ভাগ করিয়া দুই দিন, প্রত্যহ চারি বার চারি ভাগকে মাথ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

অন্য উপায়।

উক্ত জ্বরের দ্বারা যদি হস্তের কিম্বা পায়ের কোন স্থানেতে অথবা সমুদয়েতে রক্ত জমা হইয়া ফুলিয়া উঠে, তবে চারি অঙ্গুলি চৌড়া ও তিন কিম্বা চারি হাত লম্বা নেকড়াকে জলেতে ভিজাইয়া তাহাতে বান্ধিবে, এবং পা উপর পানে তুলিয়া শুইবে। হস্তে রক্ত জমিলে তাহাকেও ঐ প্রকার করিয়া

উপর পানে তুলিয়া রাখিবে, ইহাতে সে স্থানের রক্ত সরিয়া যাইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

সোরা	।।০	অর্দ্ধ ছটাক
কর্পূরের আরখ	।।০	ঐ
জল	৯	ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ চারি বার খাইতে দিবে, ও এক ছটাক মালিস করিতে দিবে, আর যদি স্যাৎ অধিক বেদনা হয়, কিম্বা ফুলিয়া উঠে তবে সরিষার পোলটীস কিম্বা লঙ্কামরিচের পোলটীস তাহার উপরে বসাইবে, পরে অন্য উপায় করিবে।

অন্য উপায়।

সরিষার তৈল	৵	ছটাক
কর্পূর	১	তোলা
দোবারা মদ	৵	ছটাক
আফিম	৬	মাষা

সরিষার তৈল আর কর্পূর এই দুই দ্রব্যকে একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, যেন উভয়ের বর্ণ এক হয়। এবং মদিরা ও আফিম এই দুই দ্রব্যকেও ঐ প্রকার মিশ্রিত করিবে, পরে সকলকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ বেদনার উপরে মালিস করিবে।

অন্য উপায়।

সুরিষার তৈল	।০	এক ছটাক
লাডনম্	।০	ঐ
ইথর	।০	ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘণ্টায় ২ বেদনার উপরে মালিস করিবে।

ফুসফুসের রোগ।

ফুসফুসের জ্বরের বিবরণ।

লক্ষণ।

নিশ্বাস চলিবার সময় ফুসফুসেতে বেদনা লাগে, কাসি হয়, শ্লেষ্মা কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ হইয়া পড়ে, অল্প জ্বর হয়, বক্ষঃস্থলেতে বেদনা হয়, কাসিবার সময়ে নিশ্বাস শীঘ্র চলে, নাড়ী কখন২ অল্প শীঘ্র চলে, চর্ম্ম সর্ব্বদা অল্প গরম থাকে, আর রোগ যত বৃদ্ধি পায়, নিশ্বাস চলাচলের সময় বেদনাও তত অধিক হয়। এ রোগের আরম্ভেতে কফ নির্গত হয় না, কিন্তু দুই তিন দিবসের পরে শ্লেষ্মা সহজে বাহির হয়, ও তাহার বর্ণ হরিদ্রার ন্যায়, কিম্বা কখন২ জলের রঙ্গের ন্যায় হয়। ঐ রোগ শক্ত হইলে শ্লেষ্মা কিঞ্চিৎ পাতলা হয়, এবং আঠার ন্যায় লাগিয়া

যায়। ঐ রোগ যদি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ফুসফুস পচিতে আরম্ভ হয়, তবে শ্লেষ্মা শাকবর্ণ কিম্বা কালবর্ণ হয় এবং দুর্গন্ধ হয়।

কারণ।

কেবল সরদিহইতে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

শরীরে জ্বর যদি শক্ত থাকে, তবে রক্তমোক্ষণ করা উচিত। আর যদি স্যাৎ ঐ রোগ শক্ত না হয়, তবে এতদ্দেশে রক্তমোক্ষণ করা ভাল নহে, আর যদি স্যাৎ ঐ রোগের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় এবং ফুস-ফুসের বেদনা আরাম না হয়, তবে ঐ বেদনার উপরে ফোস্কাজনক মলম বসাইলে ভাল হয়। কিন্তু ঐ রোগের আরম্ভেতে ফোস্কাজনক মলম দেওয়া যায় না।

ঔষধ।

তাতর ইমেটিক .. .. ২ রত্তিকে কিঞ্চিৎ জলেতে মিশাইয়া খাওয়াইবে, ইহাতে বমি হইবে। পরে,

সোরা	৫ মাষা
তাতর ইমেটিক	।।০ রত্তি
কালামিল	৪ ঐ
কর্পূর	৪ ঐ

এই সকল দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া, অষ্ট ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে মাথ গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ আট বারেতে খাইবে। আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঐ প্রকার করিবে।

পার্শ্বশূলের বিবরণ।

চিহ্ন।

নিশ্বাস চলিবার সময়ে বেদনা হইয়া বক্ষঃস্থলের নীচে শূল বিন্ধে, ও নাড়ী শীঘ্র চলে, ও নিশ্বাস শীঘ্র বাহির হয়, ও শীত করে, ও অল্প জ্বর হয়, আর পাঁজরের নীচে শূল বিন্ধে, এবং নিশ্বাস লইতে অশক্ত হয়। এই রোগ কখন২ এক পার্শ্বে, এবং কখন২ দুই পার্শ্বে হয়, কিন্তু দুই পার্শ্বে হইলেই আরাম হওয়া বড় কঠিন।

কারণ।

ফুসফুসের উপরে এবং বক্ষঃস্থলের নীচে যে পরদা আছে, সেই পরদার দাহ বশতঃ দুষ্ট রক্ত জমা হইলে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

এই রোগ নিবারণের উপায় শীঘ্র করিতে হয়, কারণ শীঘ্র বন্দ না হইলে বক্ষঃস্থলের ভিতরে এক প্রকার রক্তময় জল, যাহাকে শীরম বলা যায়, তাহা

বাহির হইয়া ফুসফুসকে চাপিয়া ধরে, তাহাতে নিশ্বাস চলিতে পারে না। আর যে সময়ে ঐ প্রকার হইবে, সেই সময়ে চারি ছটাকাবধি অষ্ট ছটাক পর্য্যন্ত শরীরের শক্তি অনুসারে রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহাতে শূল বন্দ শীঘ্র হইবে, পরে এই উপায় করিবে।

উপায়।

সোরা	৫ মাষা
তাতর ইমেটিক	।।০ রতি
কালামিল	২ ঐ
কর্পূর	৪ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া অষ্ট ভাগ করিয়া দিবসের মধ্যে আট বারেতে এই অষ্ট ভাগকে কিঞ্চিৎ মাথ গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাইবে।

এই উপায়েতে রোগ যদি স্যাৎ শীঘ্র আরাম না হয়, তবে ফোস্কাজনক মলম বসাইবে, ও তাহাতে শীরমকে শুষিয়া লইবে।

কাসি এবং সরদির বিবরণ।

উপায়।

আদার রস	।।০ তোলা
মধু	।।০ ঐ

প্রথমে আদার রস গরম করিয়া লইয়া, পরে

তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া ঐ ওজনে এক পানেতে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যাতে দুই পান খাইবে।

অন্য উপায়।

দোবারা মদ	।০ পোয়া
লঙ্কামরিচের গুঁড়া	২০ মাষা
হিঙ্গু	৮ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক কিম্বা দুই দিবস পর্য্যন্ত রাখিবে, পরে সেই মদিরাকে ছাঁকিয়া লইয়া প্রত্যহ রাত্রে শয়নকালীন অর্দ্ধ ছটাক ওজনে খাইবে।

অন্য উপায়।

আফিম	১ মাষা
হিঙ্গু	১ ঐ
গোলমরিচ	২ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া ১৬ ষোলটী বটিকা করিয়া আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই সন্ধ্যাতে দুইটীর হিসাবে খাইবে। আর যদি স্যাৎ ঐ সরদি সম্লিষ্ট অধিক ভেদ হয়, কিম্বা পেট কামড়ায়, তবে এই উপায় করিলে ভাল হইবে।

শ্বাসকাসির বিবরণ।

চিহ্ন।

কাসি হয়, নিশ্বাস চলিবার সময়ে গলা সাই২

করে; কখন নিশ্বাস জোরে চলে, কখন শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

উপায়।

ধুতূরার শুষ্ক পাতা চূর্ণ ৫ রতিকে এক ছিলিম তামাকের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূম খাইবে, ঐ অনুসারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন ছিলিম হিসাবে খাইবে। আর এই রোগ যদি স্যাৎ অতিশয় বৃদ্ধি পায়, তবে উক্ত চূর্ণ ৫ রতি হইতে ক্রমে ১৫ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারে।

অন্য উপায়।

এপকেক .. .. ১০ রতি
হিঙ্গু .. .. ৫ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ টী বটিকা করিয়া আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দিবসের মধ্যে পাঁচ বারেতে পাঁচটী বটিকা দুই২ কিম্বা তিন২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

ক্ষয়কাসের বিবরণ।

লক্ষণ।

বক্ষঃস্থলের এক দিগে কিম্বা দুই দিগে বেদনা হয় ও কাসি হয়। প্রথমে শুষ্ক কাসি হয়, পরে কাসিবার সময় শ্লেষ্মার সহিত রক্ত উঠে, আর নিশ্বাস

চলিবার সময় এবং কাসিবার সময় অধিক বেদনা হয়। অল্প জ্বর হয়। রাত্রিতে অধিক ঘাম নির্গত হয়, শরীর শুষ্ক হয়। এই রোগ নানা প্রকারের হয়; কোন সময় এমত প্রকার হয় যে তিন কিম্বা চারি মাসের মধ্যে মনুষ্য মরে। আর কোন সময় তিন চারি বৎসর কিম্বা অধিক কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে সময়ে ফুসফুস অত্যন্ত ক্ষয় হইলে নিশ্বাস উত্তমরূপে চলিতে না পারে, সে সময়ে মনুষ্য মরিয়া যায়। ঐ রোগের আরম্ভেতেই উপায় করিলে আরাম হইতে পারে, কিন্তু বিলম্ব হইলে আরাম হওয়া কঠিন হয়।

কারণ।

এই রোগের কারণ ভাল রূপে জানিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হয় যে সরদিহইতে উৎপত্তি হয়। নিম্ন ভূমিতে কিম্বা জলাশয় স্থানেতে অর্থাৎ যে স্থানে পালা জ্বর হয়, সে স্থানে উক্ত রোগ অধিক হয় না, কিন্তু পর্ব্বতীয় স্থানেতে এবং শীতল দেশে-তে অধিক হয়।

উপায়।

এই রোগ শরীরে উপস্থিত হইলে আপন দেশ ত্যাগ করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্তে অন্যদেশে গমন করিলে কিম্বা দেশান্তরে যাইয়া ভ্রমণ করিলে অধিক উপকার হইবে; কিন্তু ঔষধের নিমিত্তে অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

আফিম	১ মাষা
রেউচিনি	৪ ঐ
সাবান	২ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৬ ষোলটী বটিকা করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুইটী২ খাইবে। যদি স্যাৎ কাসি অধিক হয়, তবে তিন সন্ধ্যাতে তিনটী২ খাইবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে

তিসির বীজ	৵০ ছটাক
গরম জল	১ সের

এক সের গরম জলেতে ঐ বীজকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সেই জলকে ছাঁকিয়া লইয়া পিপাসা হইলে ইচ্ছানুসারে যত পারে পান করিবে। ইহাতে যদি স্যাৎ অধিক জ্বর হয়, তবে,

সোরা	১ রতিকে

দুই তোলা আন্দাজ জলেতে ভিজাইয়া খাইবে। দিবসের মধ্যে (ফি বারেতে ঐ ওজনে) তিন কিম্বা চারি বার খাইবে।

হেঁচ্‌কির বিবরণ।

পেটের ফুসফুসের ভিতরে যে পরদা আছে সেই পরদা আপন ইচ্ছায় অকস্মাৎ খেঁচিয়া ধরিলেই হেঁচকি হয়।

উপায়।

বালকদিগের হেঁচ্‌কি হইলে তাহাদিগকে ভয় দেখাইলে সে বন্দ হয়।

বড় মনুষ্যের হেঁচ্‌কি হইলে তাহার নিমিত্তে অধঃস্থ উপায় করিতে হইবে।

উপায়।

হিঙ্গু	১০	রতি
এপকেক	৫	ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ দশটী বাটিকা তৈয়ার করিয়া দিবসের মধ্যে দুই সন্ধ্যাতে দুইটী২ খাইবে।

উদরের রোগ।

কলিজার জ্বর।

চিহ্ন।

দক্ষিণদিগের পাঁজরের নীচে বেদনা হয়, অল্প জ্বর হয়, আহারে অরুচি হয়; জিহ্বা কখন মলিন হয়, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হয়, প্রস্রাব লালবর্ণ হয়, মল মৃত্তিকাবর্ণ হয়, কখন শ্বেতবর্ণ হয় ও শক্ত হয়, কিম্বা কালোবর্ণ হয়।

কারণ।

কলিজার রস যদি কম হয়, তবে মল কিঞ্চিৎ

শুক্লবর্ণ হয়। সেই রস যদি স্যাৎ অধিক হয়, তবে মল কালোবর্ণ হয়। ঐ রস যদি স্যাৎ কোন প্রকারে বিগড়িয়া যায়, তবে মলের রঙ্গ অন্য প্রকার হয়।

উপায়।

তাহার উপায়ের নিমিত্তে যদি স্যাৎ বিলাতি ঔষধ না পাওয়া যায়, তবে,

সোণামুখির পাতা .. .. ৬ মাষা
জাঙ্গি হরীতকী .. .. ৩ মাষা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশাইয়া আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ সের গরম জলেতে ভিজাইয়া পরে ছাঁকিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে রাত্রি যোগে উপবাস করিয়া সেই জল পান করিবে, তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। যদি স্যাৎ পাঁজরের নীচে বেদনা হয়, ও সে ব্যক্তির শরীর যদি স্যাৎ স্থূলাকার অর্থাৎ মোটা হয়, তবে রক্তমোক্ষণ করিবে। আর যদি স্যাৎ অত্যন্ত বেদনা হয়, ও ফুলিয়া উঠে, এবং জ্বর হয় তবে প্রথমে ১০ দশটী কিম্বা ১৫ পোনেরোটী জোঁক বসাইবে, পরে এই ঔষধ দিবে।

ঔষধ।

কালামিল .. .. ২।।০ রতি
কলোসিণ্ট .. .. ২।।০ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা তৈয়ার করিয়া এক বারে খাইবে। তাহার ছয় ঘণ্টা পরে,

কম্পাউণ্ড জালাপ .. .. .. ২ মাষা

কিম্বা ভেরেণ্ডার তৈল .. .. .. ।।০ অৰ্দ্ধছটাক

খাওয়াইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, কিন্তু উক্ত গুলি প্রত্যহ খাওয়াইবে।

উক্ত রোগ যদি স্যাৎ অল্প দিনের হয়, এবং মল শুক্লবর্ণ দৃশ্য হয়, তবে তাহার নিমিত্তে নীচের লিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

একষ্ট্রাক্ট কলোসিণ্ট .. .. .. ২ রত্তি

ব্লুপিল .. .. ২ ঐ

একষ্ট্রাক্ট হাইওসায়ামস .. .. ।।০ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা তৈয়ার করিয়া রাত্রিযোগে শয়নের পূর্ব্বে খাইবে। পরদিবস প্রাতঃকালে অধঃস্থ উপায় করিবে।

রেউচিনি.. .. .. ।।০ রত্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া খাইবে। এক দিবস এই চূর্ণ, আর এক দিবস ঐ বটিকা ঐ প্রকার পুনঃ২ খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

ব্লুপিল	৩ রত্তি
কলোসিণ্ট	২ দুই রত্তি

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা তৈয়ার করিয়া ঐ রোগ আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে খাওয়াইবে। ঐ বিষয় করিতে২ কখন যদ্যপি অত্যন্ত বেদনা হয়, তবে ঐ বেদনার উপরে ছয়টা জোঁক বসাইবে।

যদি স্যাৎ ঐ রোগের দ্বারা মনুষ্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, ও কলিজা ফুলিয়া উঠে, এবং শক্ত হয়, তবে অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

জালাপ	১॥০ মাষা
কলম্বা	১॥০ ঐ
শুঁঠ	১॥০ তোলা
ক্রীমা তাতর	১॥০ মাষা
হিরাকস	২॥০ ঐ
সেনাটীংচর	৫ ঐ
পিপরমেণ্ট	॥০ কাঁচ্চা
জল	৪ ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ অর্দ্ধ ছটাক ওজনে খাইবে। ইহাতে একটী কিম্বা

দুইটী দাস্ত পরিষ্কার রূপে হইবে, ও শরীরে জোর হইবে।

পাণ্ডু রোগের বিবরণ।

চিহ্ন।

চক্ষু হলুদবর্ণ হয়, ক্ষুধা হয় না, আহার জীর্ণ হয় না, কখন২ মুখ কিম্বা উদর ফুলিয়া উঠে, আর মলের রঙ্গ প্রায় মৃত্তিকাবর্ণ কিম্বা শুক্লবর্ণ হয়, ও দক্ষিণ পার্শ্বের পাঁজরের নীচে টিপিলে বেদনা বোধ হয়, এবং প্রস্রাব লালবর্ণ হয়।

কারণ।

পিত্তকোষের রস বন্ধ হইবাতে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

জলবৎ আহার, অর্থাৎ সাগু কিম্বা আরারট কিম্বা ফেঁন কিম্বা পালো খাইতে দিবে। যদি স্যাৎ মোটা মনুষ্য হয়, তবে ঐ বেদনার উপরে ছয়টা জোঁক বসাইবে, এবং পেট পরিষ্কার করিবার জন্যে নীচের লিখিত জোলাপ খাওয়াইবে।

সোণামুখির পাতা .. .. ৬ মাষা
জাঙ্গি হরীতকী .. .. ৩ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ সের গরম জলেতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সেই জলকে ছাঁকিয়া লইয়া রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে খাইবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। দুই২ দিবস অন্তর ঐ জোলাপ প্রায় পাঁচ কিম্বা সাত বার খাওয়াইবে, ইহাতে আরাম হইবে।

প্লীহা রোগ।

চিহ্ন।

জ্বর সর্ব্বদা হয়, কিম্বা কখন২ হয়; ক্ষুধা হয় না; জিহ্বা শুক্লবর্ণ হয়, কখন বা হলুদ বর্ণ হয়; প্লীহা ফুলিয়া উঠে। বাম দিগের পাঁজরের নীচে প্লীহা সর্ব্বদা থাকে; হস্তের দ্বারা টিপিবার সময়ে ঐ বস্তু গোলাকার এবং শক্ত বোধ হয়। সময়ানুসারে রোগের দ্বারা কখন২ সে বড় হয়।

কারণ।

নীচস্থ এবং ভিজা স্থানেতে বাস করিলে, আর বিলের এবং খালের নিকটে, অর্থাৎ যে স্থানে অনেক পচা জল থাকে, সে স্থানে প্লীহা অনেক হয়। আর যে২ স্থানে পালা জ্বরের উৎপত্তি হয়, সেই২ স্থানে প্লীহারও উৎপত্তি হয়। হিন্দু স্থানের দক্ষিণ-

দিগেতে, অর্থাৎ যে স্থানের ভূমি সমান, এবং বর্ষার জল ঐ জমির উপরে জমা হয়, এমত স্থানেতে অধিক* প্লীহা রোগ উৎপত্তি হয়। কিন্তু পর্ব্বতীয় স্থানেতে, অর্থাৎ যে স্থানে জলের স্রোত চলে, সে স্থানে প্লীহা অধিক হয় না। বোধ হয় যে পালা জ্বরহইতে প্লীহার উৎপত্তি হয়।

উপায়।

এই রোগ নিবারণার্থে এতদ্দেশীয় লোকদের মধ্যে যে উপায় চলিত আছে, তাহাদ্বারা অনেক রোগি লোকের বিশেষ উপকার দৃশ্য হওয়াতে প্রথমে তাহা লিখিতেছি। ফলতঃ কলার ভিতরে প্রথম দিনে একটী সজীব জোনাকীপোকা দিয়া খাওয়াইবে; দ্বিতীয় দিনে ঐ প্রকারে কলার ভিতরে দুইটী সজীব জোনাকীপোকা দিয়া খাওয়াইবে; এবং তৃতীয় দিনে সেই প্রকার করিয়া তিনটী পোকা দিয়া খাওয়াইবে। এই তিন দিবসের পরে যদি রোগের উপশম না হয়, তবে পুনরায় সেই উপায় আরম্ভ করিবে, কিম্বা নিম্নলিখিত অন্য উপায় ব্যবহার করিবে।

উপায়।

যদি স্যাৎ মোটা মনুষ্য হয়, তবে প্লীহার উপরে

শীং বসাইয়া চারি কিম্বা পাঁচ ছটাক আন্দাজ রক্ত বাহির করিবে, অথবা দশ কিম্বা পোনেরোটা জোঁক বসাইবে। আর মনুষ্য যদি স্যাৎ পাতলা কিম্বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তবে রক্ত মোক্ষণ না করিয়া অধঃস্থ ঔষধ খাওয়াইবে।

ঔষধ।

সফেদসম্বল .. .. ১ রতি
সাবান .. .. ৩ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৫ পঁচিশটী বটিকা তৈয়ার করিয়া, জ্বর সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে একটীর হিসাবে খাইবে, ও ইহার সঙ্গে নীচের লিখিত ঔষধও খাইবে।

হিরাকস .. .. ৩ মাষা
মুসব্বর .. .. ৬ মাষা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৫ পঁচিশটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটীর হিসাবে খাইবে। এই রোগের উপায়ের নিমিত্তে প্রত্যহ এক কিম্বা দুই দাস্ত পরিষ্কার রূপে হওয়া আবশ্যক। এই জন্যে প্রাতঃকালে ঐ গুলি খাইবার পর দুই প্রহর পর্য্যন্ত অনাহারে রহিবে। ইত্তোমধ্যে যদি স্যাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে

সেই দুই প্রহরের সময় ভেরেণ্ডার তৈল এক ছটাক খাইবে; ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। এবং আরাম না হওন পর্য্যন্ত উপর লিখিত দুই প্রকার উপায় প্রত্যহ করিবে।

অন্য উপায়।

হিরাকস	৩ মাষা
কুইনাইন	৩ ঐ
ইস্কেমনি এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট	৩ ঐ
কম্পাউণ্ড জালাপ	৩ তোলা

এই কএক দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাকে ২৪ চব্বিশ ভাগ করিয়া আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ভাগকে মাথ গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ দুই প্রহর পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে সেই সময়ে ভেরেণ্ডার তৈল এক ছটাক খাইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

প্রথমে উক্ত অনুসারে জোঁক বসাইবে। পরে,

জাঙ্গি হরীতকী	২০ রতি
কালো লবণ	১০ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া প্রা-

তঃকালে খাইবে, এবং সন্ধ্যার সময় চিরাতার জল এক ছটাক খাইবে। আরাম হওন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার প্রত্যহ খাইবে।

অন্য উপায়।

জালাপ	.. ..	৩ মাষা
রেউচিনি	.. ..	৩ ঐ
কলম্বা	.. ..	৩ ঐ
শুঁঠ	.. ..	৩ ঐ
ক্রীমা তাতর	.. ..	৩ ঐ
সেনাটীংচর	.. ..	১২ ঐ
হিরাকস	.. ..	৫ রতি
কুইনাইন	.. ..	৩ মাষা
জল	.. ..	৫ ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিন তোলা ওজনে অষ্টাহ পর্য্যন্ত খাওয়াইবে। ইহাতে প্রত্যহ দুই কিম্বা তিন বার উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, তাহাতে ব্যাধি ক্ষয় হইবে।

অন্য উপায়।

রেউচিনি	.. ..	৫ রতি
শুঁঠ	.. ..	২৷৷০ ঐ
হিরাকস	. .. .	৷৷০ ঐ
কুইনাইন	.. ..	১ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাওয়াইবে। ইহাতে এক কিম্বা দুই বার উত্তম রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

এতদ্দেশীয় উপায়।

হিরাকস	২ মাষা
মুসব্বর	২ ঐ
রসুন	২ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ষোলটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যাতে দুইটী২ খাওয়াইবে। আর পাঁচ দিবস অন্তর অর্দ্ধ ছটাক ওজনে ভেরেণ্ডা তৈল খাওয়াইবে।

ঐ অন্য উপায়।

রসুনের কোষ	৮ গণ্ডা
লবঙ্গ	২ তোলা
ব্রাণ্ডি	১ সের
মুসব্বর	।।০ ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত রৌদ্রেতে রাখিবে, পরে প্রত্যহ এক বারেতে এক কাঁচ্চা ওজনে দুই সন্ধ্যাতে দুই কাঁচ্চা খাওয়াইবে। আর যদি স্যাৎ প্লীহা রোগের সম্লিষ্ট ভেদ হয়, তবে উক্ত উপায় করিলে ভাল।

ঐ অন্য উপায়।

রসুনের কোষ	৮ গণ্ডা
মুসব্বর	।।০ ছটাক
সিরিকা	১ সের

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত কার্কবন্দ করিয়া রাখিবে, পরে এক বারেতে এক কাঁচ্চা ওজনে, প্রত্যহ দুই সন্ধ্যাতে দুই কাঁচ্চা খাওয়াইবে। মোটা মনুষ্যের জন্যে ঐ প্রকার উপায় ভাল হয়।

ঐ অন্য উপায়।

লৌহচূর্ণ	২।।০ মাষা
সরিষার তৈল	৩।।০ তোলা
ব্রাণ্ডি	১ সের

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ আহারের পরে এক কাঁচ্চা ওজনে দুই বেলা খাওয়াইবে।

ঐ চারি দেশীয় উপায় অগ্রলিখিত উপায়ের তুল্য নহে। এই উপায় সকল হিন্দু শাস্ত্রহইতে লওয়া গিয়াছে।

বিলাতি উপায়।

পীলের উপরে ছয়টা জোঁক বসাইবে। পরে,

জালাপ	৪	মাষা
রেউচিনি..	৮	ঐ
শুঁঠ	৮	ঐ
ক্রীমা তাতর	৮	ঐ
হিরাকস	২	ঐ

অর্দ্ধ তোলা সোণামুখির পাতাকে অর্দ্ধ সের জলে-তে সিদ্ধ করিয়া ঐ পাতাকে ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিবে, পরে উক্ত কএক দ্রব্যকে সেই জলেতে কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া বাটিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে অর্দ্ধ ছটাক ওজনে খাওয়াইবে, এবং সন্ধ্যার সময় চিরাতার জলও অর্দ্ধ ছটাক ওজনে খাওয়াইবে, ইহাতে ঐ রোগ আরাম হইবে।

মন্দাগ্নির বিবরণ।

চিহ্ন।

ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ হয় না, পেটেতে কিঞ্চিৎ বেদনা হয়, বায়ু বৃদ্ধি হয়, কখন মস্তক বেদনা করে, কখন বা বায়ুর সঙ্গে অম্ল ঢেকুর উঠে; শরীর শুষ্ক হয়।

উপায়।

রেউচিনি .. .. ২ মাষা
মুসব্বর .. .. ২ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২ বারটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময় দুইটী, পর দিবস সন্ধ্যার সময় একটী, এই প্রকারে প্রত্যহ খাওয়াইলে ভাল হইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

জাঙ্গি হরীতকী .. .. ১ রতি
কালো লবণ .. .. ৫ ঐ
শীতল জল .. .. / ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাওয়াইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

যদি স্যাৎ মন্দাগ্নি সম্লিষ্ট অল্প জ্বর হয়, তবে অধঃস্থ উপায় করিবে।

কুইনাইন .. .. ৫ রতি
রেউচিনি .. . . ১০ ঐ
লঙ্কামরিচ .. .. ৩ মাষা
জেন্‌সন্ এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট .. .. .. ১০ রতি

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া কুড়িটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী, এবং সন্ধ্যার সময়ে একটী খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

কুইনাইন	৫ রত্তি
হিরাকস	৫ ঐ
লঙ্কামরিচ	১৫ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া কুড়িটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী, এবং সন্ধ্যার সময়ে একটী খাওয়াইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

ঐ রোগের উৎপত্তি হইলেই কিছু দিবস পরে যদি স্যাৎ শরীর কিঞ্চিৎ ছট ফট করে, অর্থাৎ সদাই অসুখের ন্যায় হয়, কিম্বা মস্তক ব্যথা করে, তবে অধঃস্থ উপায় করিলে ভাল হয়।

কলোসিণ্ট	২।।০ মাষা
ব্লুপিল	১০ রত্তি
হাইওসাইয়ামস	২ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ দশটী বটিকা করিয়া প্রথম দিবস সন্ধ্যাতে একটী বটিকা খাওয়াইবে। পরদিবস প্রাতঃকালে,

রেউচিনি.. .. .. ১০ রত্তিকে চূর্ণ করিয়া মাথ গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। এই প্রকারে প্রত্যহ খাওয়াইবে।

কোন২ সময় অজীর্ণহেতুক অম্ল ঢেকুর উঠে, তাহার নিমিত্তে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ২ খড়িমাটি কিম্বা

সোডা কিম্বা চূণের জল খাওয়াইলে সে বিকার নষ্ট হয়।

অন্য উপায়।

রেউচিনি	৬ মাষা
হিরাকস..	২ ঐ
কালো লবণ	২ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ কুড়িটী বটিকা করিয়া প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময়ে একটী, এবং পর দিবস সন্ধ্যার সময়ে একটী, এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাওয়াইবে।

ওলাউঠা রোগ।

চিহ্ন।

প্রথমে ভেদ হয়, পরে বমি হয়, পুনঃ২ জলের ন্যায় অধিক ভেদ ও বমি হয়, পিপাসা হয়, আর প্রায় দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শরীর দুর্ব্বল হয়, হাত পা সকল খেঁচিয়া ধরে, চক্ষু বসিয়া যায়, এবং নাড়ী পাওয়া যায় না।

কারণ।

প্রথম। বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় না, বোধ হয় যে বড় গীষ্ম, ও মন্দ বাতাসের নিমিত্তে এবং বড় রৌদ্রের সময় অধিক হয়, কিন্তু মেঘ উঠিয়া

নষ্পাইলে এবং অধিক বাতাসের বল হইলে অর্থাৎ ঝড় হইলে বন্দ হয়। আর লোক সকল অতিশয় তুর্ব্বল হইলে, অর্থাৎ রৌদ্রেতে পরিশ্রম করিলে কিম্বা বর্ষাতে অনাহারী হইয়া অধিক চলিলে, কিম্বা শরীরের অস্বাস্থ্যতাহেতু অতিশয় তুর্ব্বল হইলে ওলাউঠা হয়।

দ্বিতীয়। মন্দ বাতাস লাগিলে, কিম্বা কাঁচা ফল, কিম্বা পান্ত ভাত খাইলে ওলাউঠা হয়; আর যে সময়ে শরীর অতিশয় গরম থাকে, সেই সময়ে আমানি কিম্বা জল অধিক খাইলে উক্ত ব্যাধি হইতে পারে।

তৃতীয়। নীচস্থ স্থানে বাস করিলে উক্ত রোগ হয়। আর যে স্থানে বহু লোকের বসবাস থাকে অর্থাৎ শহর স্থানে নানা প্রকার ময়লা জমা হই-বায় বাতাস খেলিতে পারে না, এই হেতু সে স্থানে মন্দ বাতাস উৎপন্ন হয়, এই জন্যে পল্লীগ্রামহইতে শহরেতে উক্ত রোগ অধিক হয়।

উপায়।

প্রথম। ঘরের চতুর্দ্দিগে কিম্বা গ্রামসমূহ পরি-স্কার করিবে, যেন পচা কিম্বা ময়লা কিম্বা তুর্গন্ধ জল থাকিতে না পায়।

দ্বিতীয়। ঘর উচ্চ করিবে, যেন ঘরের মেজে না সোঁতায়; আর ঘরেতে খিড়কী রাখিবে, যেন বাতাস সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে পারে।

তৃতীয়। ওলাউঠা হইবার সময় অধিক পরিশ্রম করিবে না, রৌদ্রেতে বেড়াইবে না, এবং কোন প্রকারে শরীরকে দুর্ব্বল করিবে না।

চতুর্থ। উত্তম দ্রব্যাদি খাইবে, সময়ানুসারে শরীরে যাহা বরদাস্ত হইবে তাহাই খাইবে, আর অম্ল কিম্বা কাঁচা ফল অথবা আমানি পান্ত ভাত রৌদ্রের সময়ে খাওয়া উচিত নহে।

পঞ্চম। রীতি অনুসারে স্নান এবং ভোজনাদি করিবে, এবং পরিবার লোকদিগকে করাইবে।

ষষ্ঠ। অন্তঃকরণের মধ্যে ভয় করিবে না, কিন্তু পরমেশ্বরেতে সর্ব্বদা ভরসা রাখিবে। উক্ত ব্যামো-হের সময়ে যদি স্যাৎ পেটের কোন বিকার হয়, ও বমি কিম্বা পাতলা দাস্ত হয়, তবে সেই সময়ে গরম ভাতের কিঞ্চিৎ ফেন কিম্বা পুদিনা পাতা বাটিয়া জলের ন্যায় করিয়া খাওয়াইলে উক্ত কুলক্ষণ বন্দ হইতে পারে। আর কর্পূর কিম্বা তাহার আরক কি-ঞ্চিৎ২ ঘণ্টায়২ পান করাইলে কখন২ তাহাতেও ভাল হইতে পারে।

ঔষধ।

ব্রাণ্ডিসরাপ	২ ছটাক
পিপরমেণ্ট	১ তোলা
আফিম	২ মাষা

এই সকল দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক

তোলা ওজনে খাওয়াইবে, এক বার খাওয়াইলে যদি স্যাৎ বন্দ না হয়, তবে অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঐ ওজনে পুনর্ব্বার খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

যদি স্যাৎ রোগের তেজ অধিক হইল এমত বোধ হয়, তবে নীচের লিখিত উপায় করিবে।

আফিম	২	মাষা
হিঙ্গু	২	ঐ
গোলমরিচ	২	ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র পিষিয়া ষোলটী বটিকা করিয়া প্রথমে একটী খাওয়াইবে। তাহাতে যদি স্যাৎ বন্দ না হয়, তবে দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় আর একটী খাওয়াইবে।

বিলাতি উপায়।

লাডনম	৫	মাষা
ইথর	৫	ঐ
স্প্রীট হার্টহর্ণ	২।।০	ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আড়াই মাষা ওজনে খাওয়াইবে। এক বারেতে যদি স্যাৎ বন্দ না হয়, তবে পুনর্ব্বার ঐ ওজনে খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

কালামিল	৪	মাষা
আফিম	৪	ঐ

এই তুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অষ্টটী বটিকা করিয়া প্রথমে একটী খাওয়াইবে, পুনরায় তুই ঘণ্টা পরে আর এক বটিকা খাওয়াইবে। তাহাতে যদি স্যাৎ উক্ত ব্যাধি বন্দ না হয়, তবে পুনরায় তুই ঘণ্টা পরে আর এক বটিকা খাওয়াইবে। জল অধিক খাইতে দিবে না। আর হাতে এবং পায়েতে গরম তৈল মাখাইবে, যেন শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে।

উক্ত রোগ বন্দ হইলে পরে তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত অল্প২ আহার করিতে হয়।

উক্ত রোগের ঔষধ খাওয়াইলে পরে, সরিষা আন্দাজ এক পোয়াকে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া গরম জলেতে মিশাইয়া গাঢ় করিয়া কাপড়ের উপরে এক অঙ্গুলিপুরু লেপন করিয়া পেটের উপরে বসাইবে। হস্ত পদ খেঁচ ধরিলে কাপড়কে গরম জলে ভিজাইয়া তাহাতে বান্ধিবে; আর ইট অথবা পাথর গরম করিয়া সহ্যানুসারে তাহাতে বসাইবে; অথবা বালি গরম করিয়া কাপড়েতে বান্ধিয়া সেই ব্যক্তির শরীরের স্থানে২ সহ্যানুসারে লাগাইয়া দিবে, যেন তাহার শরীর শীতল না হয়, অর্থাৎ সর্ব্বদা গরম থাকে।

অন্য উপায়।

কর্পূরের আরক পাঁচ ফোঁটার হিসাবে দশ২ মিনিটান্তর কিঞ্চিৎ২ শীতল জলের সহিত খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

সরিষার পোলটীস কিম্বা রাই সরিষার পোলটীস পেটেতে বসাইবে, পুনরায় হাতে এবং পায়েতে সরিষার তৈল গরম করিয়া মাখাইবে।

উপর লিখিত যত২ উপায় করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঐ পোলটীসাদি বসাইবে, আর এই সকল উপায় করিতে২ ঐ ব্যাধি যদি স্যাৎ প্রবল হইয়া উঠে, তবে নীচের লিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

কালামিল	৪ মাষা
আফিম	১ ঐ
কর্পূর	৪ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অষ্টটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রথমে একটি খাওয়াইবে, তাহার এক ঘণ্টা পরে পুনরায় আর একটী খাওয়াইবে, এবং উক্তরূপ পোলটীস পেটেতে বসাইবে।

ইহাতেও যদি স্যাৎ ঐ রোগের হ্রাস না হইয়া আরো প্রবল হইয়া উঠে, এবং হস্ত পদাদি অতিশয় শীতল হয় এবং ভেদ বন্ধ না হয়, তবে রক্ষা পাওয়া কঠিন হইবে। সেই সময়ে উক্ত কালামিল খাওয়াইবে, আর পেটেতে এবং পায়ের তালুকাতে সরিষার পোলটীস বসাইবে, এই প্রকার উপায়

করিলে কখন২ ভাল হইতে পারে, কিন্তু অধিক মার্জ্জন করিতে হইবে, যেন শরীর শীতল না হয়।

আর উক্ত রোগের হ্রাসতা হইলেও কখন২ পেটের বিকার হয়, ক্ষুধা হয় না, শরীর দুর্ব্বল হয়, তাহার নিমিত্ত নীচের লিখিত উপায় করিবে।

প্রথমে দুই দিবস পর্য্যন্ত পাতলা দ্রব্য, যথা ভাতের ফেন কিম্বা আরারট অথবা পালো খাইতে দিবে। দাস্ত বন্ধ হইলে পরে এক কিম্বা দুই দিবস ব্লুপিল কিম্বা কালামিল খাওয়াইবে। তাহার কতক দিন পরে কিঞ্চিৎ ভেরেণ্ডার তৈল কিম্বা জালাপ দিতে হইবে, যেন উদর পরিষ্কার থাকে, আর এক কিম্বা দুই দাস্ত প্রত্যহ হয়। যদি স্যাং শরীর দুর্ব্বল হয় কিম্বা ক্ষুধা না হয়, তবে তাহার নিমিত্তে বলদায়ক ঔষধ খাওয়াইবে। যথা,

কুইনাইন	৫ রতি
রেউচিনি	১০ ঐ
জেন্‌সন্ একৃষ্ট্রাকৃট	১০ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ দশটী গুলি করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুইটী২ গুলি খাওয়াইবে, কিম্বা চিরাতার জল তিন সন্ধ্যায় তিন ছটাক খাওয়াইবে; ইহাতে উক্ত বিষয় শুধরাইতে পারে।

রক্ত অতিসারের বিবরণ।

চিহ্ন।

আমরক্ত মল নির্গত হয়, আর কোষ্ঠ হইবার সময়ে মলদ্বার কুন২ করে; পেটেতে বেদনা হয়।

কারণ।

কোন প্রকার মন্দ আহার নীচের আন্ত্রিকেতে জমা হইলে সেই আন্ত্রিকের দাহ হওয়াতে তাহা-হইতে রক্ত বাহির হয়।

উপায়।

এই রোগ শরীরে জন্মিলে পেট পরিষ্কার করা-ইবে, অল্প আহার দিবে, অর্থাৎ আরারট কিম্বা ভাতের ফেন কিম্বা সাগুদানা খাইতে দিবে।

ঔষধ।

রেউচিনি .. .. ২ মাষাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে, তাহার ছয় ঘণ্টা পরে ভে-রেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইবে, তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। আর রক্ত বন্দ হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ কিম্বা এক দিবস অন্তর এই উপায় করিবে।

অন্য উপায়।

ফুলখড়ি .. .. ২ মাষা
পারা .. .. ১ ঐ
আফিম .. .. ।।০ রতি

এই তিন দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে, তাহার ছয় ঘণ্টা পরে ভেরেণ্ডার তৈল অৰ্দ্ধ ছটাক খাওয়া-ইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। পরদিবস ঐ তৈল এক কাঁচ্ছা খাওয়াইবে, তাহার পর এক দিবসান্তর এক দিবস ঐ চূর্ণ, আর এক দিবস তৈল, আরাম হওন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার প্রত্যহ খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

একৃষ্ট্রাকৃট জেন্‌সন	৪ রতি
এপকেক	৪ ঐ
ব্লুপিল	৪ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয়টী বটিকা তৈয়ার করিয়া, প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময় তিনটী, দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে কম্পাউণ্ড জালাপ এক মাষা, ও সেই দিবস রাত্রিতে ঐ বটিকা একটী; তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় দুইটী, পরে চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে ঐ জালাপ, এই প্রকার রীতিতে উক্ত ব্যাধি আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাওয়াইবে।

নূতন উপায়।

এক নূতন উপায় প্রকাশ হইল, যে পেট পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে উপর লিখিত কোন প্রকার ঔষধ এক বার খাওয়াইবে; পরে ইণ্ডিয়া রবারের একটী নলি, আন্দাজ দেড় হাত লম্বা, সে নলি গুহ্যদ্বারে দিয়া

ক্রমে২ পেটের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া, তুঁতে কিম্বা ফিটকিরি ১০ দশ রতি আন্দাজ এক সের উষ্ণ জলেতে মিশাইয়া ঐ নলির দ্বারা সেই জলকে পেটেতে পিচকারি মারিবে, তাহাতে পেটের আন্ত্রিক দাহ প্রযুক্ত যে রক্ত জমা হইয়া থাকে, সেই রক্ত সকল উত্তমরূপে ধৌত হইয়া গুহ্য দ্বার দিয়া বাহির হইবে। আরাম হওন পর্য্যন্ত ঐ উপায় প্রত্যহ করিবে।

গ্রহণী রোগের বিবরণ।

চিহ্ন।

মলের সম্লিষ্ট আমাশয় পড়ে; কোষ্ঠ হইবার সময়ে শুলায় অর্থাৎ মলদ্বার কুন২ করে, এক কিম্বা দুই মাস কিম্বা অধিক দিবস পর্য্যন্ত ঐ ব্যামোহ শরীরে থাকে।

কারণ।

মন্দ আহার করিবায় এবং শরীর দুর্ব্বল হইবাতে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

পারার চূর্ণ	৩ মাষা
আফিম	৮ রতি

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আট ভাগ

করিয়া সন্ধ্যার সময়ে এক ভাগ খাওয়াইবে; পরদিবস প্রাতঃকালে রেউচিনি ৬ মাষাকে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে। এই প্রকারে প্রত্যহ করিবে।

অন্য উপায়।

আফিম	৪ রতি
হিঙ্গু	৪ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আটটী বটিকা তৈয়ার করিয়া আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়ে একটী২ খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

আফিম	৫ রতি
খদির	৪ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কুড়িটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ তিন সন্ধ্যায় তিনটী২ খাওয়াইবে। ঐ বটিকা খাওয়াইবার পূর্ব্বদিবস প্রাতঃকালে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক কিম্বা রেউচিনি এক মাষা খাওয়াইবে; তাহার পর দিবস ঐ গুলি খাওয়াইবে। এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত এক দিবস ঐ বটিকা, অন্য দিবস ঐ তৈল প্রত্যহ খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

রেউচিনি.. .. .. ১ মাষা

ওজনে লইয়া উত্তমৰূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে।

আর মলেতে যদি স্যাৎ টক গন্ধ হয়, তবে তাহার নিমিত্তে অধঃস্থ উপায় করিবে।

রেউচিনি.. .. .. ৬ রতি

ফুলখড়ি .. .. ১ মাষা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাওয়াইবে।

বিলাতি উপায়।

কালামিল .. .. ১ মাষাকে

প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময় খাওয়াইয়া পরদিবস প্রাতঃকালে,

জালাপ .. .. ৫ রতি

ক্রীমা তাতর .. .. ৫ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া, কিঞ্চিৎ শীতল জল তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

একষ্ট্রাক্ট জেন্সন.. .. .. .. ৪ রতি

এপকেক.. . .. . ৪ ঐ

ব্লুপিল .. .. ৪ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয়টী বটিকা

তৈয়ার করিয়া প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময়ে দুইটী গুলি খাওয়াইবে; পরদিবস প্রাতঃকালে গন্ধক এক ছটাককে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইবে। এই প্রকারে যে পর্য্যন্ত আরাম না হয় প্রত্যহ খাওয়াইবে।

বাতের বিবরণ।

চিহ্ন।

বড় ২ গাঁইটেতে বেদনা হয়; কখন ফুলিয়া উঠে ও লালবর্ণ হয়; শুইবার সময়েও বেদনা করে, এবং চলিবার সময়ে অধিক বেদনা করে।

কারণ।

সরদি। সোঁতা কিম্বা ভিজে মাটীতে শয়ন করিলে অথবা শরীর ভিজিলে সরদি হয়, তাহাহইতে উক্ত রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

এই রোগ হইবাতে, গাঁইটে অধিক বেদনা হইয়া যদি স্যাং ফুলিয়া উঠে, তবে সেই স্থানেতে প্রথমে জোঁক বসাইবে। পরে,

আফিম	১	মাষা
পারা..	।।০	রতি
ফলখড়ি	৪	ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আটটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুইটী২ খাওয়াইবে; আর গরম জলেতে কাপড় ভিজাইয়া ঐ বেদনার উপরে তুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বান্ধিয়া রাখিবে।

অন্য উপায়।

গাঁইটের যে স্থানে বেদনা হয়, সেই বেদনার উপরে সরিষার পোলটীস বসাইবে। যদি স্যাৎ অত্যন্ত বেদনা হয়, এবং রোগী সহ্য করিতে না পারে, তবে তাহার নিমিত্তে অধঃস্থ উপায় করিবে।

আফিম	১	রতি
পারাচূর্ণ	১৷৷০	ঐ

এই তুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক পানেতে রাত্রিযোগে খাইবে। এই প্রকারে তুই তিন দিবস পর্য্যন্ত খাইলে উক্ত বেদনা হ্রাস হইবে। পরে অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

টারপিন তৈল	৷৷০	ছটাক
স্পিরিট হার্চহর্ণ	৷৷০	ঐ
লাডনম	৷৷০	ঐ
সরিষার তৈল	১	ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তুই তিন বার মর্দ্দন করিবে।

অন্যপ্রকার বাতরোগ।

চিহ্ন।

পায়েতে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে বেদনা হয়, এবং কখন২ এক গাঁইটেতেও ঐ রোগ হইয়া থাকে।

উপায়।

অল্প আহার করিবে কিম্বা করাইবে।

বিলাতি উপায়।

কল্‌চিকম টীংচর এক বারেতে কুড়ি ফোঁটার হিসাবে দিবসের মধ্যে চারি পাঁচ বার খাওয়াইবে, যে পর্য্যন্ত আরাম না হয়। আর যদি স্যাৎ ঐ বিলাতি উপায় না পাওয়া যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত বাতরোগের নিমিত্তে যে সকল উপায় লিখিয়াছি, সেই সকল উপায় করিলে এপ্রকার বাতরোগও আরাম হইতে পারে।

পক্ষাঘাত রোগের বিবরণ।

এই রোগ দুই প্রকার হয়। এক প্রকার, অতি দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ লোকদিগের হয়, তাহার উপায় নাই।

অন্য প্রকার, অল্প বৃদ্ধ কিম্বা মোটা লোক অথবা অধিক আহারিদের হয়, তাহার চিহ্ন।

চিহ্ন।

কতক দিবস পর্য্যন্ত মস্তক ভারি হইয়া কামড়ায়;

কখন২ আলোর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে না; কখন২ এক অঙ্গ অবশ হয়; কখন২ এক পা কিম্বা এক হাত, কখন বা দুই হাত কিম্বা দুই পা অবশ হইয়া চলৎ-শক্তিরহিত হয়।

কারণ।

অধিক আহার করিলে ঐ রোগ হইয়া থাকে, এবং সরদিতেও কখন ২ হইয়া থাকে।

উপায়।

প্রথমে রক্ত মোক্ষণ করাইবে, ও অল্প আহার করাইবে; জোলাপ দিবে, পেট উত্তম রূপে পরি-ষ্কার করাইবে। যদি স্যাৎ অধিক অচেতন হয়, তবে মস্তক মুণ্ডন করাইয়া মস্তকের পশ্চাতে অর্থাৎ ঘাড়েতে কোন রকমেই ফোস্কা করাইবে, পরে নীচের লিখিত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে।

ঔষধ।

পারাচূর্ণ .. .. ১৷৹ মাষা
মুসব্বর .. .. ২ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া অষ্টটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময় দুইটী বটিকা খাওয়াইবে। পর দিবস প্রাতঃকালে,

রেউচিনি .. .. ১ মাষাকে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড় তাহাতে

মিশাইয়া খাওয়াইবে। ঐ প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ করিবে।

পক্ষাঘাত অধিক দিবসের হইলে, কিম্বা পাতলা লোকের হইলে, অধঃস্থ উপায় করিবে।

ষ্ট্রীক্‌নাইন	১	রতি
সাবান	২॥০	মাষা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া ২৪ টী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ একটী২ হিসাবে খাইবে। কতক দিবস পরে একটী প্রাতঃকালে, আর একটী সন্ধ্যার সময়ে, এই প্রকারে প্রত্যহ দুইটী ২ আরাম হওন পর্য্যন্ত খাইবে। এ ঔষধ বিষের তুল্য, এই নিমিত্তে ইহাকে সাবধান পূর্ব্বক খাওয়াইবে।

ইন্দ্রিয় রোগের বিবরণ।

গরমি অর্থাৎ বাও রোগ।

চিহ্ন।

প্রস্রাবদ্বারেতে কিম্বা তাহার নিকটে ঘা হয়; জ্বালা করে; কাহারো বা জ্বালা হয় না; কখন২ ফুলিয়া উঠে, বেদনা করে, ঘেরার পশ্চাতেও ঘা হয়।

কারণ।

গরমি রোগির সঙ্গে সংসর্গ করিলে ঐ রোগ

জন্মে; কিম্বা তাহার পুঁজ কোন প্রকার অন্য লোকের ঘায়ে লাগিলে ঐ রোগ হইয়া থাকে।

উপায়।

এই রোগের প্রথম উৎপত্তির সময়ে চারি দিবসের মধ্যে তাহাঁতে লুনার কাষ্টিক লাগাইলেই সে ভাল হইবে। আর চারি দিবসের অধিক হইলে ঐ রোগের মন্দ গুণ সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়; তাহাতে তাহার নিমিত্তে নীচের লিখিত ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

পারাচূর্ণ .. .. ৪ মাষা

ছয় ভাগ করিয়া প্রত্যহ এক ভাগ খাওয়াইবে। আর যদি স্যাৎ ঐ রোগ শক্ত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুই ভাগ খাওয়াইবে। মুখ আসিলে পরে নীচের লিখিত জোলাপ দিবে।

জোলাপ।

বিট লবণ .. .. ১০ রতি
সোরা.. .. .. ১০ ঐ
রেউচিনি .. .. ১৬ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া অল্প জল তাহাতে মিশাইয়া সন্ধ্যার সময় খাওয়াইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ পর দিবস প্রাতঃকালাবধি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে প্রাতঃকালে ভেরেণ্ডা তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইবে, ইহাঁতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, ও

মুখ ধরিয়া যাইবে, এবং শরীরে আর পারা ফু-
টিবে না।

অন্য ঔষধ।

কালামিল	৩ রতি

ছয় ভাগ করিয়া ছয় দিবসেতে খাওয়াইবে। যে সময়ে মুখ আসিবে, সেই সময়ে লিম্ন লিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

জ্বালাপ	৫ রতি
ক্রীমা তাতর	৫ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া জলেতে গুলিয়া খাইবে; ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, এবং মুখ ধরিয়া যাইবে।

মুখ আসাতে বিশেষ উপকার নাই, কারণ কা-লামিল অথবা পারা গ্রহণ করিতে২ শরীর পরি-পূর্ণ হইয়া যখন তাহাতে আর না ধরে, তখন তাহা মুখ দিয়া নির্গত হইতে থাকে, অর্থাৎ মুখ আইসে। অতএব দন্তের গোড়ায় বেদনা আরম্ভ হইলেই উপর লিখিত জোলাপ দিবে।

আর যদি স্যাৎ মুখ ধরা ত্যাগ হইয়া অল্প দিবস পরে কোন প্রকারে আর বার মুখ আইসে, তবে তাহা আরাম করিবার নিমিত্তে পুনরায় ঐ জোলাপ অথবা লেম্বুর রস কিম্বা তেঁতুলের পানা কিম্বা ফিট-

কিরির জল দিয়া বারম্বার কুলকুচা করিলে মুখ ধরিয়া আরাম হইবে।

এই রোগ বহু দিবসের হইলে ঔষধাদি না খাই-লে রোগের মন্দ গুণ সকল শরীরে প্রবেশ হইয়া কখন২ গাঁইট সকল, কখন২ হাড় সকল বেদনা করে; কখন২ নাসিকার হাড় ক্ষয় হইয়া তালুকাতে ছিদ্র হয়, অথবা শরীরে নানা প্রকার ক্ষত হয়। ঐ সকলের আরামের নিমিত্তে নীচের লিখিত ঔষধ করিবে।

ক্ষতেতে ও ফোস্কাতে পারার প্রলেপ মাখাইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কালামিল খাওয়াইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ আরাম না হয়, তবে অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

সাশীফ্রাস তৈল .. .. ৫ ফোঁটা করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে, কিম্বা ঐ তৈল অর্দ্ধ ছটাক এক সের গরম জলেতে মিশা-ইয়া সেই জল প্রতি সন্ধ্যাতে আদ ছটাক ওজনে, প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা খাওয়াইবে। এক কিম্বা দুই মাস পর্য্যন্ত খাওয়াইলে ভাল হইবে।

অন্য ঔষধ।

সালসা.. .. .. ৩ মাষা
জল .. .. ১ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া আন্দাজ অর্দ্ধ সের জল থাকিতে নামাইয়া সেই জল প্রত্যহ এক ছটাক ওজনে খাওয়াইবে, কালামিল খাওয়াই-বাব পরে।

অন্য ঔষধ।

সালসা	১৪	মাষা
গুয়াইকম্ টীংচর	৫	ঐ
সাশীফ্রাস তৈল	২০০	ফোঁটা
জ্যৈষ্ঠমধু	১	ছটাক

প্রথমে জ্যৈষ্ঠ মধু ও সালসা এই দুই দ্রব্য দুই সের জলেতে অল্প ক্ষণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া ফেলাইয়া ঐ জলেতে বাকি দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় এক ছটাক ওজনে, প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় খাওয়াইবে। ইহাতে আরাম হইবে।

প্রমেহ রোগ।

চিহ্ন।

ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া পুঁজের ন্যায় এক পদার্থ নির্গত হয়, ও ইন্দ্রিয় জ্বালা করে; এবং কটকট করে; প্রস্রাব করিবার সময়ে জ্বালা করে, ও ফুলিয়া যায়, কখন বাঁকা হয়।

কারণ।

অশুচি স্ত্রী গমন করিলেই হয়।

ঔষধ।

কাবাব চিনি.. .. .. ১ মাষা
চূর্ণ করিয়া ঐ ওজনে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা খাওয়াইবে।

অন্য ঔষধ।

এই রোগের প্রথম আরম্ভের সময়ে তুঁতে দুই রতি চূর্ণ করিয়া এক ছটাক জলেতে মিশাইয়া প্র-ত্যহ দুই তিন বার, এই প্রকারে দুই দিবস ঐ জলের পিচকারি মারিবে। আর যদি স্যাৎ ইন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠে, তবে অণ্ডকোষের পশ্চাতে জোঁক বসাইবে, এবং এই ঔষধ খাওয়াইবে।

ঔষধ।

বিট লবণ .. .. ১০ রতি
সোরা .. .. ১০ ঐ
রেউচিনি .. .. ১৬ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া অল্প জল তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে, ইহাতে যদি স্যাৎ প্রাতঃকালাবধি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে সেই সময়ে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। যদি স্যাৎ কোষ্ঠ

পরিষ্কার হইবাতে ফুলার হ্রাস হয়, তবে পুনর্ব্বার উক্ত মত পিচকারি মারিবে।

অন্য উপায়।

ফিটকিরি	২	রত্তি
জল	১	ছটাক

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ইন্দ্রিয় নলিতে পিচকারি মারিবে।

অন্য উপায়।

সল্‌ফেট সিঙ্ক	১	রত্তি
জল	॥০	ছটাক

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে এক বার ইন্দ্রিয় নলিতে পিচকারি মারিবে। ঐ প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত দুই দিবস অন্তর এক ২ বার পিচকারি মারিবে। পিচকারি মারিবার সময়ে নীচের লিখিত ঔষধ খাওয়াইবে।

ঔষধ।

কলোসিন্থ	২॥০	রত্তি
সল্‌ফেট সিঙ্ক	১	ঐ
কালামিল	১॥০	ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময় দুইটী খাওয়াইবে। পরদিবস প্রাতঃকালে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক কিম্বা কম্পাউণ্ড জালাপ দুই মাষা

খাওয়াইবে। তিন২ দিবস অন্তর আরাম হওন পর্য্যন্ত উক্ত অনুসারে নিত্য খাওয়াইবে।

আর কখন ঐ রোগ কেবল পিচকারির দ্বারা আরাম হইতে পারে, কখন বা বটিকা সেবনের দ্বারাও আরাম হইতে পারে।

উক্ত রোগ যদি স্যাৎ শক্ত হইয়া থাকে, তবে গুলি খাওয়াইবে ও পিচকারি মারিবে, দুই প্রকার উপায় করিলে আরাম হইবে। আর উক্ত রোগ অনেক দিবসের হইলে আরাম হওয়া কঠিন হয়। এবং ঐ রোগ যদি স্যাৎ উক্ত ঔষধাদিতে আরাম না হয়, তবে নীচের লিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

কপিভা .. .. ২° ফোটা

এক বারে ২° কুড়ি ফোঁটার হিসাবে দিবসের মধ্যে তিন. চারি বার খাওয়াইবে, ও এক বার উক্ত পিচকারি মারিবে, আর তারপিন তৈল খাওয়াইবে, এবং পিচকারি মারিবে, ইহাতে আরাম হইবে।

এই প্রমেহ রোগ তুল্য স্ত্রী ও পুরুষের আরো দুই তিন প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও পূঁজের ন্যায় বীর্য্য পতন হয়। ঐ ব্যাধি স্ত্রীগমনদ্বারায় হয় না, কেবল কামযন্ত্র দুর্ব্বল হইলে তাহা জন্মে। এই জন্য উপর লিখিত কলোসিন্থ গুলি খাওয়াইবে, ও সল্‌ফেট সিঙ্ক এক রতিকে জলেতে

মিশাইয়া পিচকারি মারিবে। যদি স্যাৎ ভিতরে ঘা হইয়া থাকে, তবে লূনার কষ্টিকের জলের পিচকারি মারিলে ভাল হইতে পারে।

আর এক প্রকার প্রমেহ রোগ আছে, তাহাও পূঁজের ন্যায় চলে, কিন্তু তাহাতে কোন বেদনা কিম্বা জ্বালা হয় না। এই প্রকার প্রমেহ রোগ অনেক দিবসের হইলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

উক্ত রোগের উপায়।

উপর লিখিত প্রমেহ রোগের উপায় প্রথমে করিবে। যদি স্যাৎ তাহাতে আরাম না হয়, তবে শলার উপরে পারার প্রলেপ অথবা তারপিন তৈল মাখাইয়া দিবসের মধ্যে দুই তিন বার লিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করাইবে।

অন্য উপায়।

দিবসের মধ্যে এক বার লূনারকষ্টিকের জলের পিচকারি মারিবে; এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক ২ বার মারিবে।

ধাতুচালা রোগের বিবরণ।

চিহ্ন।

দিবসে কিম্বা রাত্রে শয়ন কালীন ধাতু পড়ে, আর মনের উন্মত্ততা হইলে পড়ে, কখন বা মনের উন্মত্ততা না হইলেও পড়ে; কামেচ্ছা হইলেই পড়ে,

ও কামেচ্ছা না হইলেও পড়ে। আর যদি হ্যাৎ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কাম না হয়, তবে তাহাতে শরীর এবং মন দুর্ব্বল হয়, শরীর শুষ্ক হয়। কোন২ সময় ঐ রোগের দ্বারায় মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হয়, অথবা ঐ দুর্ব্বলতার জন্য আরো নানা প্রকার রোগ শরীরে জন্মে, তাহাতেও প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে, কিম্বা পাগলও হইতে পারে, আর এই রোগেতে অনেকেরি ক্ষতি হইতে পারে।

কারণ।

অশুচি মনের এবং অশুচি কর্ম্মের দ্বারা ও স্বহস্তে বীর্য্য স্খলন করিলে ঐ রোগ জন্মায়।

উপায়।

আপন হস্তে বীর্য্য স্খলন করণ সম্পূর্ণ রূপে বন্দ করাইবে; বিবাহ করিলে ভাল হইবে; কেবল আপন স্ত্রীর নিকটে সর্ব্বদা থাকিবে। আর পাগল হইলে কিম্বা পাগল না হইলেও কেহ আপনাকে যদি হ্যাৎ দমন করিতে না পারে, তবে তাহাকে এমত বান্ধিতে হইবে, যেন সে আপনার শরীরকে স্পর্শ করিতে না পারে। এবং অশুচি কর্ম্মের বিষয়েতে যেন ভাবনা না থাকে, এই নিমিত্তে মনকে শুচি করিতে হইবে।

চিকিৎসার বিবরণ।

অল্প আহার করাইবে; দুগ্ধ ও মাংস ও মসলাদি

খাইতে দিবে না, সর্ব্বদা ঠাণ্ডা চিকিৎসা করিবে, যাহাতে শরীর সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকে, আর আপনি চঞ্চল থাকিবে, ইহার নিমিত্তে সর্ব্বদা শ্রম করিবে, হাঁটিয়া বেড়াইবে, ও লাফাইবে, পাছে শরীরে আলস্য হয়। এবং অণ্ডকোষের নিকটহইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত ফোস্কাজনক মলম বসাইবে, কিম্বা সীটন লাগাইবে, আর শলার মুখেতে মোম লাগাইয়া তাহার উপরে লূনার কষ্টিক লাগাইয়া ফোঁকনার মুখপর্য্যন্ত সেই শলা গলাইয়া দিয়া যেন লূনার কষ্টিক মিলিয়া যায়, এই জন্যে অর্দ্ধ দণ্ড পর্য্যন্ত তাহার ভিতরে রাখিবে।

ঔষধ।

কালামিল	.. ..	১ রতি
মুসব্বর	.. ..	৪ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা তৈয়ার করিয়া একেবারে খাওয়াইবে। এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত, তিন২ দিবস অন্তর এক২ বার করিবে। আর নিত্য ঐ ঔষধ কিম্বা অন্য কোন রকম জোলাপ খাওয়াইবে, যেন নিত্য২ কোষ্ঠ পরিস্কার হয়। ঔষধ খাওয়াইবার সময়ে শলাতে লূনার কষ্টিক লাগাইয়া প্রস্রাব নলির ভিতরে দিবে, কিম্বা লূনার কষ্টিকের জলের পিচকারি মারিবে, ইহাতেও আরাম হইতে পারে। কিন্তু কখন২ ঐ রোগ

এমত কঠিন হয়, যে তাহা কোন মতেই আরাম হইতে পারে না।

প্রস্রাব বন্দ হওনের বিবরণ।

চিহ্ন।

তলপেট বেদনা করে, ফোঁকনা ফুলিয়া উঠে, প্রস্রাব সমুদয় বন্ধ হয়, কখন২ ফোঁটা২ পড়ে।

কারণ।

প্রথম। ফোঁকনার মুখ দাহ হইয়া মূত্রনলি বন্ধ হয়, এই জন্য প্রস্রাব নির্গত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়। প্রস্রাব করিতে অধিক বিলম্ব হইলে মূত্রেতে ফোঁকনা পূর্ণ হইবায় তাহার শিরসমূহ সঙ্কুচিত হইতে পারে না, এই জন্যও কখন২ প্রস্রাব বন্ধ হয়।

তৃতীয়। প্রস্রাব নলির দ্বারেতে পাথরি আটকাইলে কিম্বা ঘা হইয়া পূঁজ জমা হইলে প্রস্রাব বন্দ হয়।

উপায়।

গরম জলেতে কাপড় ভিজাইয়া তলপেটেতে বসাইবে, এবং এক কলশী শীতল জল মস্তকে ঢালিবে।

অন্য উপায়।

ভেরেণ্ডার তৈল .. .. ।।৹ ছটাক খাওয়াইবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। পরে,

স্বইট স্পিরিট নাইটর .. .. .. ২ ফোঁটা

ঘণ্টায় ২ খাওয়াইবে, কিম্বা সোরা ৫ রতি ঘণ্টায় ২ খাওয়াইবে। এই সকল উপায়ের দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি স্যাৎ প্রস্রাব না হয়, তবে শলা গলাইতে হইবে। আর কোন ২ লোকের ইন্দ্রিয় নলিতে গরমি রোগ হওন প্রযুক্ত ঘা হইয়া থাকে, তাহাতে শলা গলাইতে পারা যায় না; এই নিমিত্তে তাহাদের গুহ্যদ্বার দিয়া ফোঁকনাতে অস্ত্র করিলে প্রস্রাব নির্গত হয়।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবৎ থাকিতে পারে, কিন্তু তিন কিম্বা চারি দিবস হইলেই ফোঁকনা পচিয়া যায় অথবা নষ্ট হয়; তাহার পরে প্রস্রাব চলে। ইহার পরে এক কিম্বা দুই দিবসের মধ্যেই মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে।

বাগি হওনের বিবরণ।

চিহ্ন।

দুই দিগের সন্ধিস্থান ফুলিয়া উঠে, বেদনা হয়; ঐ রোগ কখন এক দিগে কখন বা দুই দিগে হয়; কখন ২ গরমি এবং বাগি এক সঙ্গে হয়, কখন কেবল বাগি হয়।

কারণ।

এই রোগ যাহার হইয়া থাকে, তাহার সহিত সংসর্গ করিলেই হয়।

উপায়।

যদি স্যাৎ বাগি ও গরমি এক সঙ্গেতে হয়, তবে গরমি রোগের উপায়েতে উভয়ে ভাল হইবে। আর যদ্যপি কেবল বাগি হয়, তবে,

পারাচূর্ণ .. .. ৩ মাষাকে

চারি ভাগ করিয়া প্রত্যহ এক২ ভাগ খাওয়াইবে; পরে নীচের লিখিত অধঃস্থ জোলাপ দিবে।

বিটলবণ	১০	রতি
সোরা..	১০	ঐ
রেউচিনি	১৬	ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল তাহাতে মিশাইয়া প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময়ে খাওয়াইবে। পরদিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যদি স্যাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে সেই সময়ে অর্দ্ধ ছটাক ভেরেণ্ডার তৈল খাওয়াইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, এবং পারার ফোস্কা শরীরে হইবে না। আর এই রোগের উৎপত্তি হইবার সময়ে অর্থাৎ রোগের প্রথমে ঐ বাগির উপরে পারার প্রলেপ মাখাইলে আরাম হইতে পারে। আর যদি স্যাৎ তাহাতে আরাম না হয়, তবে গরম ভাতের পোল্‌টীস তাহার উপরে বসাইলে সে পাকিবে, পরে অস্ত্র করিয়া দিবে।

পাগল কুক্কুর কামড়াইবার বিষয়।

নানা প্রকার পশু পাগল হয়, তাহারা মনুষ্যের মন্দজনক হয়। বিশেষতঃ কুক্কুর, শৃগাল এবং বিড়াল, এই তিন পশু পাগল হইলে লোকদিগকে অতিশয় কামড়াইয়া থাকে।

তাহার প্রতিকারের উপায়।

প্রথম যে সময়ে কামড়াইবে, সেই সময়ে ঐ কামড়া ঘায়েতে গরম লৌহ বসাইয়া ঘা করাইবে, কিম্বা সেই আঘাতীয় মাংসকে ছেদন করিয়া ফেলাইবে, কিম্বা নীচের লিখিত ঔষধ দিবে।

নিসাদল ০
শুষ্ক কলিচূণ ০

এই দুই দ্রব্য সমভাগেতে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ ঘায়েতে লাগাইবে। আর যদি স্যাৎ শরীরহইতে ঐ পশুর বিষের তেজ নির্গত না হয়, তবে ঐ তেজ ইস্তক পোনের দিবস নাগাইদ দুই বৎসর ইতোমধ্যে প্রকাশ হইতে পারে।

চিহ্ন।

গলার শির বেদনা করে, আহার করিতে পারে না, আর জল পান করিবার কিম্বা দেখিবার সময়ে শির খেঁচিয়া ধরে এবং ছট্‌ফট করে, চক্ষু ও মুখ ভয়ানক দৃষ্ট হয়, নাড়ী শীঘ্র চলে, এবং আলো দেখিয়া ভয়

করিয়া লুকাইয়া থাকে, কখন২ পাগলের ন্যায় হয়। কোন চিকিৎসা না করিলে অল্প দিবসের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ হইতে পারে। আর উক্ত পাগল পশু কামড়াইবার পরে তাহার বিষের তেজ দৃশ্য না হইলেও অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

কালামিল	.. ..	৷৷০ রতি, কিম্বা
পারাচূর্ণ	.. ..	৩ ঐ

ইহাকে তিন মাস পর্য্যন্ত তিন দিবস অন্তর এক পান খাওয়াইবে। আর পাগলের ন্যায় দৃশ্য হইলে অধঃস্থ উপায় করিবে।

উপায়।

গাঁজার গুলি তৈয়ার করিয়া দুই২ ঘণ্টান্তরে এক২ গুলি খাওয়াইবে, যেন অল্প নেশাতে সর্ব্বদা মত্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাওয়াইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে তাহা করিবার নিমিত্তে একটী জোলাপ খাওয়াইবে।

পাগলের বিবরণ।

পাগল হওনের নানা প্রকার কারণ আছে, এই জন্য প্রথমে তাহার মন বিশেষরূপে জানিতে

হইবে। যদি স্যাৎ ঐ পাগল ব্যক্তি কোন বিষয়ের নিমিত্তে মনোমধ্যে দুঃখিত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, ও তাহাকে প্রহার করা কিম্বা দুঃখ দেওয়া কিম্বা বন্ধন করিয়া রাখা উচিত নহে। তাহার মনের ভাব না বুঝিয়া তাহাকে দুঃখ দিলে আরাম হইতে পারিবে না।

উপায়।

উক্ত বিষয়ের নানা প্রকার উপায় আছে।

ঐ মনুষ্য যদি স্যাৎ মোটা হয়, আর শরীর গরম থাকে, এবং রক্ত শীঘ্র চলে, তবে কপালের অধোভাগে অথবা চক্ষু এবং কর্ণ এই দুইয়ের মধ্য স্থানে, অর্থাৎ স্তনমুদ্রার প্রস্থান নাড়ীতে রক্ত মোক্ষণ করিবে, এবং জোলাপ খাওয়াইয়া পেট উত্তম রূপে পরিষ্কার করিবে। পরে নীচে লিখিত ঔষধ দিবে।

পারাচূর্ণ .. .. ৬ রতি
আফিম .. .. ৪ মাষা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে তিন সন্ধ্যায় তিন বার খাওয়াইবে, আর অল্প আহার করাইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

প্রথমে জোলাপ দিবে, পরে গাঁজার গুলি প্রস্তুত

করিয়া ছুই২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে, যেন সে ব্যক্তি সর্ব্বদা অল্প নেশায় নেশাযুক্ত হইয়া থাকে। আর যদি স্যাৎ সে ব্যক্তির গাঁজা খাইবার অভ্যাস থাকে, তবে অধিক খাওয়াইবে। এই প্রকার চারি পাঁচ দিবস করিলে ভাল হইতে পারে।

অন্য উপায়।

কোন২ মোটা মনুষ্যের ঐ রোগ অল্প দিনের হইলে তাহার স্তনমুদ্রার প্রস্থান নাড়ীতে রক্ত মোক্ষণ করিবে, জোলাপ খাওয়াইয়া পেট উত্তম রূপে পরিষ্কার করাইবে, ইহাতে ভাল হইতে পারিবে। আর ঘাড়েতে সীটন বসাইবে, অধিক শ্রম করাইবে, অল্প আহার দিবে, মুখ আসা পর্য্যন্ত কালামিল খাওয়াইবে। যদি স্যাৎ শরীরে কিঞ্চিৎ জ্বর থাকে, তবে কুইনাইন খাইতে দিবে, ইহাতেও আরাম হইবে।

অপস্মার, মৃগী।

চিহ্ন।

অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, শির খেঁচে, চক্ষু মৃত মনুষ্যের ন্যায় উপরে উঠে, কখন২ দন্ত কিড়িমিড়ি করে। কখন২ মুখহইতে জিহ্বা বাহির হয়।

কারণ।

পেট পরিষ্কার না হইলে ও দুর্জর দ্রব্যাদি আহার করিলে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

প্রথমে পেট পরিষ্কার করিবার জন্য কালামিল মিশ্রিত জোলাপ খাওয়াইবে, পরে অধঃস্থ উপায় করিবে।

গাঁজা	১॥০	মাষা
কালামিল	২॥০	রত্তি
সাবান	১॥০	মাষা

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া পোনেরটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুইটী২ খাওয়াইবে. ইহাতে আরাম হইতে পারিবে। আর ঐ রোগের সময়েতে বিদ্যুৎ যন্ত্রের দ্বারায় তাহার মস্তক চম্‌কাইলে কখন২ আরাম হইতে পারে।

পেঁচুয়া রোগ।

এই রোগ কেবল স্ত্রীলোকেরি হয়।

চিহ্ন।

অকারণ রোদন করে কিম্বা হাসে, কখন২ রোদন এবং হাসি একি সঙ্গে হয়, কখন ভয় করিয়া প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

কারণ।

স্ত্রীলোকদিগের গর্ব্ভে এক প্রকার দাহ হইবাতে ঐ রোগ উৎপন্ন হয়।

উপায়।

প্রথমে জোলাপ দিয়া পেট পরিষ্কার করাইবে, পরে হিঙ্গু এক রতি ওজনে প্রত্যহ তিন সন্ধ্যা আরাম হওন পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

হাম বিষয়।

বাল্যকালে এই রোগ অধিক হয়।

চিহ্ন।

প্রথমে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত জ্বর হয়, পরে শরীরের উপরে সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র২ ফোস্কা জন্মিয়া বাহির হয়, পরন্তু মুখে এবং বক্ষঃস্থলে অধিক হয়।

কারণ।

সে উড়ো রোগ।

উপায়।

এই রোগের নিমিত্তে বিশেষ কোন উপায় করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল পেট পরিষ্কার করিবার আবশ্যক হয়; এই নিমিত্তে নিম্নলিখিত উপায় করিবে। ভেরেণ্ডার তৈল খাওয়াইয়া উদর

পরিষ্কার করাইবে, ও উষ্ণ স্থানেতে রাখিবে, আর জলবৎ আহার অল্প উষ্ণ করিয়া খাওয়াইবে, যেন ফোস্কা ভিতরে না যায়; বরাবর বাহিরে থাকিয়া চর্ম্মেতে মিশাইয়া গেলেই আরাম হইবে।

জল কাসি।

এই রোগ বাল্যকালে অধিক হয়।

চিহ্ন।

অধিক কাসি হয়, আর কাসিবার সময় নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যায়, কখন নিঃশ্বাস অল্প বন্ধ হয়। ঐ রোগ হইলেই দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বরাবর থাকে, কিন্তু এক বার হইলে পরে পুনরায় আর হয় না।

উপায়।

হিঙ্গু .. .. ৩ রতি

এক২ রতি তিন সন্ধ্যা খাওয়াইবে, ইহাতে আরাম হইতে পারিবে। যদি স্যাৎ রোগ শক্ত হইয়া থাকে, তবে নিম্নলিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

স্কুইল শীরপ .. .. ৴০ ছটাক
ইপকেক .. .. ১০ রতি
হিঙ্গু .. .. ১ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীর

সুস্থ হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দেড় মাষা খাওয়াইবে, তবে আরাম হইবে।

জলে ডুবিয়া মরিবার বিবরণ।

কেহ যদি জলে ডুবে, তবে এক কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে উঠাইলে সে বাঁচিতে পারে, ফলতঃ তাহার নিমিত্তে নীচের লিখিত নানা প্রকার উপায় করিতে হইবে।

প্রথমে তাহার শরীর পুঁছিয়া দিয়া তাহাকে উষ্ণ স্থানেতে রাখিবে, ও এক ব্যক্তি তাহার হস্ত পদাদি মর্দ্দন করিয়া দিবে; পরে তাহার আমাশয় ও ফুসফুসের উপরে অথবা বক্ষঃস্থলে অল্প টিপিয়া দিবে, যেন মুখের দ্বারায় পেটহইতে জল বাহির হয়। ঐ জল বাহির হইলে পরে তাহার মুখেতে মুখ দিয়া ফুঁ দিবে, ইহা করিলে ফুসফুসেতে নিঃশ্বাস ভর্ত্তি হইবে। পরে বক্ষঃস্থলেতে হস্ত দিয়া অল্প টিপিয়া দিবে, ইহা করিবাতে নিঃশ্বাসদ্বারায় ঐ পবন অল্প২ হইয়া বাহির হইবে, এই জন্য ঐ প্রকারে ফুঁ দিলে এবং টিপিলে ঐ পবন মনুষ্যের নিঃশ্বাসের ন্যায় হইয়া সহজে বাহির হইবে। নিঃশ্বাস ঐ প্রকারে চলাচল হইবার জন্য উক্ত দুই বিষয় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অতি শীঘ্র২ করিতে হইবে।

আর বমি করাইবার নিমিত্তে সেই ব্যক্তির মুখ

মেলা করিয়া তালুকার নীচে জিহ্বার গোড়াতে পক্ষির পালকের দ্বারায় মন্দ২ চুলকাইবে; ইহা করিলে সে বমি করিবে। আর ডোবা লোককে জলহইতে উঠাইবার পরে সময়ানুসারে কোন২ লোক প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মৃত মনুষ্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়া থাকে; সেই সময়ে উক্ত উপায়সমূহ ক্রমে২ করিলে সে ব্যক্তি বাঁচিতে পারে। আর ঐ সকল উপায় করিতে২ যখন নিঃশ্বাস অল্প২ চলিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে নিশাদল চূর্ণ তাহার নাসিকার নিকটে ধরিলে সে ব্যক্তি শীঘ্র শক্তি পাইবে, পরে প্রয়োজনানুসারে অন্য২ উপায় করিবে।

ডুবা লোককে ছটফট করিবার সময়ে ধরিতে ভয় হয়, কিন্তু তাহাকে সেই সময়ে এমত শক্ত করিয়া ধরিবে, যে সে কোন মতে উপকারক ব্যক্তিকে ধরিতে না পারে। তিন কিম্বা চারি মিনিটের পরে যখন তাহার শক্তি হ্রাস হইবে, তখন তাহাকে ধরিতে আর কোন ভয় নাই। সেই সময়ে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিবে, পরে বাঁচাইবার উপায় করিবে।

সাঁতারিবার সময়ে ফুসফুসেতে নিঃশ্বাস সম্পূর্ণ রূপে ভর্ত্তি করিলে ডুবিবার কোন ভয় থাকে না; কিন্তু কেহ২ ভয় প্রযুক্ত ফুসফুসহইতে নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দেওয়াতে ভারী হইয়া ডুবিয়া যায়।

সর্পাঘাতের বিষয়।

সর্পাদি কামড়াইলে অতি শীঘ্র সেই ক্ষতের উপ-রে মুখ দিয়া তাহার বিষ চুষিয়া লইয়া বাহির করিয়া ফেলিলে সে ব্যক্তি ভাল হইতে পারে। আর হস্তে-তে কিম্বা পায়েতে আঘাত করিলে ঐ ঘায়ের উ-পরি ভাগে চারি২ অঙ্গুলি তফাতেতে দড়ি দিয়া এক২ বন্ধন দিবে; যেন ঐ বিষ উপরে উঠিতে না পারে; পরে উক্ত অনুসারে চুষিয়া লইবে। তা-হার এক ঘণ্টা পরে পরখ করিয়া দেখিবে, বিষ যদি স্যাৎ না থাকে, তবে প্রথমে একটী বন্ধন খুলিয়া দিবে, তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার পরখ করিবে। এই প্রকারে ক্রমে২ সকল বন্ধন খুলিয়া দিবে।

ঔষধের উপায়।

নিশাদল ০০

অরন্ধন কলিচূণ ০০

এই দুই দ্রব্যকে সমান ওজনে লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে; পরে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ওজনে বিট লবণ লইবে; পরে সকলকে একত্র মিশ্রিত করি-য়া ঐ ঘায়েতে অতি শীঘ্র লাগাইবে, এবং উক্ত অনু-সারে বান্ধিবে। আর যদি স্যাৎ বান্ধিবার কোন সুযোগ না থাকে, তবে এ ঔষধ মালিস করিবে।

অন্য উপায়।

ঐ বিষ যদি স্যাৎ শরীরে চরিয়া যায়, তবে নিম্ন-লিখিত উপায় করিবে।

নিশাদল	২॥০	তোলা
অরন্ধন কলিচুণ	২॥০	ঐ
বিট লবণ	২॥০	ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিয়া আন্দাজ তিন ছটাক জল তাহাতে মিশাইয়া ঐ ঘায়েকে লাগাইবে, আর দুই ২ ঘণ্টা অন্তরে ঐ জল এক ২ তোলা ওজনে খাওয়াইবে। ঐ বিষ যদি স্যাৎ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তবে উক্ত ঔষধ অধিক ওজনে খাওয়া-ইবে। আর রোগি লোক অধিক চলিবে, এবং দৌ-ড়িয়া বেড়াইবে, শয্যাগত হইবে না।

পোড়াঘায়ের বিবরণ।

শরীরের কোন স্থানে অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া গেলে অতি শীঘ্র পোড়া স্থান বাহুল্যরূপে পরিষ্কার শুষ্ক তূলা দিয়া জড়াইবে, এবং বাতাস যেন ঘারে না লাগে, এই নিমিত্তে কাপড় দিয়া বাঁধিবে। এবং সেই তূলা যাবৎ অনায়াসে খুলিতে পারা যায় না, তাবৎ তাহাকে খুলিবে না, তথাপি যাহাতে পরি-ষ্কার থাকে, এমত চেষ্টা করিয়া কখন২ নূতন

কাপড় বাঁধিবে। এই প্রকার করিলে অতি মন্দ ঘা চারি পাঁচ দিনের মধ্যে ভাল হইবে।

তূলা যদি শীঘ্র পাওয়া না যায়, তবে মধু আর লবণ এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া শীঘ্র ঐ পোড়া ঘায়ের উপরে লাগাইবে, ইহাতে দাহ অর্থাৎ জ্বালা বন্দ হইবে, কিন্তু ফোস্কা হইবে। সেই ফোস্কাহইতে জল বাহির করিয়া দিবে, পরে

শুষ্ক কলিচুণ .. .. ১ ছটাক

এক সের গরম জলেতে মিশাইবে, তাহা স্থির হইলে পরে সেই জলকে ঢালিয়া লইয়া, যত জল তত গর্জন তৈল তাহাতে মিশাইয়া, সেই দ্রব্যকে পালকের দ্বারা প্রত্যহ চারি পাঁচ বার, এই প্রকারে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ ঘায়েতে লাগাইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ শুষ্ক না হইয়া অধিক ঘা হয়, তবে তাহাকে সাবানের জলেতে কিম্বা গরম জলেতে ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক ময়দা তাহার উপরে ছড়াইয়া দিবে। ইহাতে আরাম হইবে।

অর্শরোগ।

চিহ্ন।

মলের সঙ্গে রক্ত পড়ে, বাহ্যে বসিবার সময়ে গুহ্যদ্বার বেদনা করে, আর কখন গুহ্যদ্বারে পেঁয়াজের কোয়ার ন্যায় বাহির হয়।

কারণ।

পেটেতে মল জমা হইয়া শক্ত হইবাতে ঐ রোগ উৎপন্ন হয়।

উপায়।

রেউ চিনি .. .. ১৷৷০ মাষা

তাহাকে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড় তাহাতে মিশাইয়া এক বারে ঐ ওজনে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুই বার আরাম হওন পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

বাহ্যে বসিবার সময় জলশৌচ করিবার পরে ফিটকিরি অথবা তুঁতিয়ার জল দিয়া ধৌত করিবে, এবং বেঁজি সকলকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

জলোদরিরোগের বিবরণ।

লক্ষণ।

উদর ও হস্ত এবং পদ ফুলে, কখন ২ জ্বর হয়, পিপাসা হয়, এবং শরীর শুষ্ক হয়। আর ঐ ফুলা টিপিলে প্রথমে বসিয়া যায়, তাহার চারি কিম্বা পাঁচ মিনিটের পরে পুনরায় সমান হয়।

কারণ।

শরীরের দুর্ব্বলতার দ্বারা ও কখন ২ জ্বরের দ্বারায় ঐ রোগ উৎপন্ন হয়।

উপায়।

সোরা	১ মাষা
রেউচিনি	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ গুড় তাহাতে মিশাইয়া এক বারেতে ঐ ওজনে দিবসে দুই বার খাওয়াইবে, এই প্রকারে অষ্টাহ পর্য্যন্ত খাওয়াইলে অধিক প্রস্রাব হইয়া উক্ত ব্যামোহ আরাম হইতে পারিবে।

মস্তকে জলবৃদ্ধি হওনের বিবরণ।

এই রোগ শিশুকালেই হয়, কখন২ উদরস্থ বালকেরও হয়।

লক্ষণ।

মস্তক ক্রমে২ বড় হইতে থাকে, ও মস্তকের হা-ড়ের যোড় খসিয়া আলগা হয়। ঐ স্থান টিপিলে কোমল বোধ হয়, আর অঙ্গুলির দ্বারায় মস্তক বাজাইলে জলস্থিত বস্তুর ন্যায় বোধ হয়।

উপায়।

সোরা	।।০ মাষা
রেউচিনি	।।০ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া পোনের ভাগ করিয়া প্রতি সন্ধ্যাতে এক ভাগ হিসাবে প্রত্যহ

দুই সন্ধ্যা আরাম হওন পর্য্যন্ত খাওয়াইবে। এক বৎসরের বালককে ঐ প্রকার করিয়া খাওয়াইবে। যদি স্যাৎ বালকের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক হইয়া থাকে, তবে ঔষধকেও ন্যূনাধিক করিয়া দুই মাস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে। ইহাতে যদি স্যাৎ আরাম না হয়, তবে অস্ত্রবিদ্যা অনুসারে মস্তক চিরিয়া জল বাহির করিতে হইবে।

মাংসময় কোরণ্ড।

অণ্ডকোষ যদি স্যাৎ ফুলিয়া উঠে, ও মাংসের ন্যায় হস্তেতে শক্ত বোধ হয়, তবে তাহাকে কেবল কাপড়ের থলির মধ্যে রাখিয়া উপর পানে টানিয়া বান্ধিবে, যেন ঝুলিয়া না পড়ে। যদি স্যাৎ অধিক দাহ হয়, তবে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত রুটীর কিম্বা ময়দার পোলটীস বান্ধিবে। যদি অল্প বেদনা থাকে, তবে নীচের লিখিত প্রলেপ দিবে।

লাডনম .. .. এক ভাগ
সরিষার তৈল .. .. দুই ভাগ

তাহাকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুই তিন বার তাহার উপরে লাগাইবে।

আর ঐ রোগ যদি স্যাৎ অনেক দিবসের হইয়া থাকে, এবং অণ্ডকোষের বিচি বড় হইয়া থাকে, তবে নিম্নলিখিত উপায় করিবে।

উপায়।

আইওদাইন টীঙ্কচর .. .. .. ১২ মাষা
জল.. .. .. ১ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারে ১ কাঁচ্চা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার, এই প্রকারে দুই কিম্বা তিন মাস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে, এবং অধঃস্থ প্রলেপ লাগাইবে।

প্রলেপ।

পারার প্রলেপ .. .. ৵০ ছটাক
আইওদাইন.. .. .. ৩ মাষা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি মাষার হিসাবে প্রত্যহ দুই তিন বার লাগাইবে। এই ঔষধ এবং প্রলেপ ব্যবহার করিবার সময় উক্ত অনুসারে অণ্ডকোষকে সর্ব্বদা বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাতে যদি স্যাৎ আরাম না হইয়া আরো বড় হয়, এবং চলিবার সময়ে বাধা দেয়, অর্থাৎ অসমর্থ করে, তবে তাহাকে কাটিতে হইবে। ইহার বিবরণ অস্ত্র বিদ্যায় আছে।

নালি ঘায়ের বিবরণ।

চিহ্ন।

মাংসেতে কিম্বা হাড়ের নীচেতে ছিদ্র হইয়া

ঘা হয়, এবং জলের ন্যায় পূঁজ পড়ে, তাহাতেই নালি হয়।

উপায়।

তুঁতিয়া, কিম্বা লূনার কষ্টিক, অথবা রসকর্পূরের জল দিয়া ঐ ঘায়ের ছিদ্রের অন্ত পর্য্যন্ত পিচকারির দ্বারা প্রত্যহ ধৌত করাইবে, পরে কাপড়ের পটীর দ্বারায় অল্প শক্ত করিয়া বান্ধিবে, ইহাতে আরাম হইবে; কিন্তু ঐ তিন দ্রব্যের মধ্যে রসকর্পূরের জল সর্ব্বাপেক্ষা গুণকারি।

অন্তঃকরণ বাড়িবার বিবরণ।

চিহ্ন।

শরীরের রক্ত দ্রুতগামী হইয়া তেজ পূর্ব্বক চলে; অন্তঃকরণ থরথর করে; বক্ষঃস্থ পাঁজরের নীচে তাহা দৃশ্য হয়, ও হস্তকে বক্ষঃস্থলে রাখিলে অধিক থরথর বোধ হয়; এবং চলিবার অথবা কর্ম্ম করিবার সময়ে অত্যন্ত ধুক২ করে, আর নিঃশ্বাস শীঘ্র চলে; মস্তক ঘোরে, কিন্তু শয়ন কালীন কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হয়।

উপায়।

অতিশয় চলিবে না, ও অতিশয় কর্ম্ম করিবে না, অর্থাৎ মেহনত করিবে না; আরামে শয়ন

করিবে, কিম্বা স্থির হইয়া বসিবে, এবং অল্প আহার করিবে।

ঔষধ।

আইওদাইন	৩ মাষা
আল্‌কোহল্‌	/০ ছটাক
কল্‌চিক ওয়াইন	৩ মাষা
ডিজিটেলিস	৩ ঐ
লাদনম	৩ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারেতে অর্দ্ধ কাঁচ্চার পরিমাণে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা খাওয়াইবে, আর ঐ ঔষধ খাওয়াইলে যদিস্যাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে জোলাপ খাওয়াইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে; এবং ঐ ঔষধও তিন চারি মাস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

নাভিস্থল থরথর বিবরণ।

চিহ্ন।

নাভির উপর থরথর হয়, চলিবার কিম্বা পরিশ্রম করিবার সময়ে আত্যন্তিক ধুক২ করে, মস্তক ঘোরে, শরীর দুর্ব্বল হয়।

কারণ।

কোন প্রকার রোগেতে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়, বিশেষতঃ জ্বর-

হইতে এবং অজীর্ণ রোগহইতে অধিক হয়, আর কখন২ মাদক দ্রব্যাদি অধিক খাইলে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

যদিস্যাৎ অন্য কোন রোগহইতে কিম্বা শরীরের দুর্ব্বলতা হেতুক ঐ রোগ হইয়া থাকে, তবে ঐ রোগের অনুসারে শক্তিদায়ক ঔষধ খাওয়াইবে, যাহাতে সেই ব্যক্তি আপন শরীরে শক্তি পায়।

আর যদিস্যাৎ কোন মাদক দ্রব্য কিম্বা তামাকু খাওয়াতে হইয়া থাকে, তবে ঐ দ্রব্য সকল একে- বারে ত্যাগ করিয়া উত্তম আহারাদি, যাহা শরীরে বরদাস্ত হইবেক, তাহাই খাওয়াইবে, পরে অধঃস্থ ঔষধ ব্যবহার করিবে।

ঔষধ।

ডিজিটেলিস টীঙ্কচর .. .. .. ১০ ফোটা

এক বারে ঐ হিসাবে প্রত্যহ চারি কিম্বা পাঁচ বার, এই প্রকারে দুই তিন মাস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

বসন্ত রোগের বিষয়।

চিহ্ন।

প্রথমে অল্প জ্বর হয়, মস্তক ব্যথা করে, ক- খন২ বমি হয়, টুঁটীতে বেদনা হয়, আর দুই কিম্বা তিন দিবসের পরে মুখে, গলায়, এবং বক্ষঃস্থলের

উপরে, মক্ষিকা কামড়াইলে যে প্রকার ফুলিয়া উঠে, সেই প্রকার ফুসকুড়ির ন্যায় শরীরের উক্ত স্থান সকলেতে বাহির হয়, তাহাতে অঙ্গুলি বুলাইলে ক্ষুদ্র২ ছিটাগুলির ন্যায় শক্ত বোধ হয়, তাহার চারি কিম্বা পাঁচ দিবস পরে ঐ ফুসকুড়ি ব্রণের ন্যায় বড় হয়, পরে তাহার উপরভাগ, অর্থাৎ মুখ, চেপ্টা হয়, এবং জলবৎ বস্তু কিঞ্চিৎ তাহার ভিতরে জমা হয়। ছয় কিম্বা সাত দিবসের পরে ঐ বস্তু পূঁজ হয়, আর প্রত্যেক ফোস্কার চতুর্দিগে লালবর্ণ চক্র হয়। এগারো কিম্বা বার দিবসের মধ্যে ঐ পূঁজ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। তাহার তিন কিম্বা চারি দিবস পরে তাহার ছাল উঠিয়া যায়।

কখন২ বসন্ত মুখের উপরে অধিক হয় এবং মিলিয়া যায়। এ প্রকার হইলে জ্বরের এবং রোগের তেজ অধিক হয়।

কারণ।

সে স্পর্শাক্রামক রোগ, অর্থাৎ উড়ে পড়ে; এবং টীকা দিলেও হয়।

উপায়।

শরীরে ঐ জ্বর থাকন কালীন নিত্য জ্বরের উপায়ানুসারে উপায় করিবে, অর্থাৎ কোন প্রকার জোলাপ খাওয়াইয়া প্রত্যহ পেট পরিষ্কার করাইবে, ও জলবৎ আহার করাইবে, এবং ঠাণ্ডা

স্থানেতে অর্থাৎ যে স্থানে রাখিলে শরীরে সর্ব্বদা শীতল বাতাস লাগে, এমত স্থানে রাখিবে। আর প্রত্যহ সেই ব্যক্তির কাপড় বদলাইয়া দিবে।

জ্বর ও ফোস্কাদি অল্প হইলে সে সহজে আরাম হইতে পারে, আর যদিস্যাৎ অধিক হইয়া শরীরে মিলিয়া যায়, তবে আরাম করিবার নিমিত্তে অতিশয় সাবধান পূর্ব্বক উপায়াদি করিতে হইবে। আর শরীরে অধিক জ্বর থাকিবার সময়ে মনুষ্য পাগলের ন্যায় হয়, এবং জলে প্রবেশ করিতে চাহে, এই নিমিত্তে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক সাবধান করিয়া রাখিতে হইবে।

অধিক বসন্ত হইলে মুখের উপরে এবং শরীরে অতিশয় চিহ্ন থাকে, তাহা মনুষ্যকে বিশ্রী করে, এই নিমিত্তে তাহা লোপ করিবার জন্য অধঃস্থ উপায় করিবে।

ঐ ফোস্কা পাকন অবধি তাহার উপরের খোসা বাহির হওন পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে যে সময় সেই সময়ে প্রত্যহ লূনার কষ্টিকের জল পালকের দ্বারা চারি কিম্বা পাঁচ বার ঐ ফোস্কার উপরে লাগাইবে, ইহাতে বসন্তের চিহ্ন অধিক রহিবে না। সেই অভিপ্রায়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা নারিকেলের জল চর্ম্মে লেপন করে।

বিলাতি টীকা।

অল্প দিন হইল এক প্রকার নূতন টীকা দেওন প্রকাশ হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিতেছি। ঐ টীকার বীজ প্রথমে গরুর বসন্তহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে গরুর শরীরে বসন্তের টীকা দিলে তাহাতে যে বসন্ত হয়, সেই বসন্তের পূঁজ লইয়া মনুষ্যের শরীরে টীকা দিলে কেবল সেই টীকার উপরে একটী ফোস্কা হয়, ও তাহাতে স্বদেশীয় টীকার ন্যায় কোন যাতনা হয় না। ইহাকেই বিলাতি টীকা বলা যায়, আর এই প্রকার টীকা দিলে পুনরায় আর কখন বসন্ত হয় না। বিলাতি টীকা এই প্রকারে দিতে হয়, কোন লোকের অর্থাৎ যাহার টীকা সুপক্ব হয়, সেই টীকার পূঁজ লইয়া, যাহাকে ঐ প্রকার টীকা দেওনের মানস করিবে, তাহার দুই বাহুর উপরিভাগের উপর চর্ম্মকে কিঞ্চিৎ চিরিয়া দিবে, যেন কিঞ্চিৎ রক্ত দৃশ্য হয়। পরে তাহার ভিতরে বেলকারের দ্বারা পূঁজ লাগাইয়া দিবে। ইহার দ্বারা কেবল সেই টীকার উপরে একটী ফোস্কা হইবে, পরে অষ্টাহের মধ্যে ঐ ফোস্কা সুপক্ব হইলে তাহার মুখে ছিদ্র হইবে, এবং পূঁজ নির্গত হইয়া শুষ্ক হইবে। পুনঃ অন্য কোন মনুষ্যকে ঐ প্রকার টীকা দিতে হইলে অষ্টম দিবসের মধ্যে উক্ত টীকার পূঁজ লইয়া উপর

লিখিত অনুসারে তাহার শরীরে লাগাইয়া দিবে, ইহাতে উক্ত প্রকার টীকা হইবে। আর ঐ টী-কার বীজ রাখিতে বাঞ্ছা করিলে তাহার খোসা কাড়িয়া লইয়া শুকাইয়া রাখিলে কতক দিন পর্য্যন্ত তাহার গুণ থাকে। পরে সময়ানুসারে কাহাকেও যদিস্যাৎ টীকা দিতে মানস হয়, তবে উক্ত অনুসারে উপায়াদি করিয়া ঐ বস্তুকে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলেতে গুলিয়া সে জল দিলে উক্ত টীকাদি বর্ত্তিবে।

চক্ষুর রোগ।

চক্ষু উঠন।

চিহ্ন।

চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার নীচে লালবর্ণ হয়; বালি পড়িবার ন্যায় কিরকির করে; আলোর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে না; চক্ষু জ্বালা করে; চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠে; এবং আঠার ন্যায় এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাতে চক্ষুর দুই পাতা একত্র লাগিয়া যায়। গরম জল দিয়া ধৌত করাইলে দুই পাতা আল্গা হইয়া পূর্ব্বমত হয়। আর ঐ রোগ অতিশয় শক্ত হইলে পূঁজের ন্যায় ডেলা ২ বাহির হয়।

উপায়।

যদিস্যাৎ অতিশয় শক্তরূপে ঐ রোগ হইয়া থাকে,

ও তাহাতে মস্তক ব্যথা করে, তবে দুই দিগের রগেতে শীঙ্গা, কিম্বা এক দিগেতে তিনটীর হিসাবে, দুই দিগে ছয়টী জোঁক, বসাইয়া রক্ত বাহির করাইয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে, অর্থাৎ যে স্থানে সূর্য্যের তেজ না পড়ে, এমত স্থানে রাখিবে।

ঔষধ।

তুঁতিয়া	৪ রতি
কপূর	৪ মাষা

এই দুই দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক পোয়া গরম জলেতে মিশাইয়া প্রত্যহ তিন চারি বার আরাম হওন পর্য্যন্ত সেই জলেতে চক্ষু ধৌত করাইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

ফিটকিরি	৬ রতি
কর্পূর	৬ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া সেই জলকে এক বারেতে দুই কিম্বা তিন ফোটার হিসাবে, এই প্রকারে প্রত্যহ তিন কিম্বা চারি বার চক্ষুতে লাগাইবে। অল্প বেদনা হইলে ঐ দুই প্রকার উপায়েতে আরাম হইতে পারিবে।

বিলাতি উপায়।

লূনার কষ্টিক .. .. ৪ রতিকে অর্দ্ধ ছটাক জলেতে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ পালকের দ্বারায় চক্ষুতে তিন বার লাগাইবে।

এই চক্ষু উঠা রোগেতে যদিস্যাৎ চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ হইয়া রক্তের নাড়ী দৃশ্য হয়, তবে তাহা অর্থাৎ সেই নাড়ীকে সরু সূচের ন্যায় অঙ্কুশের দ্বারায় ধরিয়া অস্ত্র কিম্বা কাঁচির দ্বারায় ছেদন করিতে হয়।

আর চক্ষুর পাতা যদিস্যাৎ ফুলিয়া থাকে, তবে উক্ত ঔষধাদি ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে চক্ষুর পাতাকে উলটাইয়া ধরিয়া ছুরির দ্বারায় চারি পাঁচ স্থানেতে অল্প ২ চিরিয়া দিবে, যেমত কিঞ্চিৎ রক্ত তাহাহইতে নির্গত হইয়া পড়ে।

পাকাটীয়া অর্থাৎ চক্ষুর ছানির বিবরণ।

চিহ্ন।

চক্ষুর উপতারার উপরে প্রস্থচর্ম্মের উপর শুক্ল বর্ণ দৃশ্য হয়। কোন ২ সময়ে ঐ তারার এক পার্শ্বে, কখন বা তাহার চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ তারাকে সম্পূর্ণরূপে লুক্কায়িত করিয়া রাখে।

কারণ।

চক্ষু দাহ হইলে অথবা চক্ষুতে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে যদিস্যাৎ ক্ষত হইয়া থাকে, তবে ঐ ঘা শুষ্ক হওনের কিম্বা দাহ বন্ধ হওনের পরে ঐ তারার উপর প্রস্থচর্ম্ম মোটা হয়, ও সেই চর্ম্ম শুক্লবর্ণ দৃশ্য হয়, তাহাতেই দৃষ্টির হ্রাসতা হয়।

উপায়।

লূনার কষ্টিক .. .. ৫ রতিকে অৰ্দ্ধ ছটাক জলেতে মিশ্রিত করিয়া পালকের দ্বারায় দিবসের মধ্যে চক্ষুতে দুই বার, এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ লাগাইবে।

আর ঐ রোগ যদিস্যাৎ অল্প হইয়া থাকে, ও চক্ষুর দৃষ্টিকে অল্প মলিন করিয়া থাকে, তবে উক্ত ঔষধ দুই কিম্বা তিন মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ লাগাইলে আরাম হইতে পারিবে।

যদিস্যাৎ ছানি অতিশয় মোটা হইয়া চক্ষুর সমুদায় উপতারাকে আচ্ছন্ন করে, ও শুক্লবর্ণ দৃশ্য হয়, তবে অধঃস্থ উপায় করিতে হইবে।

উপায়।

রেড্ প্রিসিপিটেট্ .. .. .. ২।।০ রতি
শ্বেত তুঁতিয়া .. .. ৫ ঐ
চর্ব্বি .. .. ।।০ ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ এক মটর আন্দাজে লইয়া চক্ষুর পাতার ভিতরে লাগাইবে, পরে ঐ ঔষধ যেন ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষুর চতুর্দিগে লাগিয়া যায়, এই নিমিত্তে চক্ষুর উপরে হস্ত দিয়া তাহাকে মলিয়া দিবে। আর দুই মাস অবধি ছয় মাস পর্য্যন্ত

ঐ ঔষধ এই প্রকারে প্রত্যহ লাগাইবে, ইহাতে ঐ রোগ নিবারণ হইবে।

অন্য প্রকার ছানির বিবরণ।

চিহ্ন।

এই রোগ নানা প্রকারের আছে। যথা, প্রথমে চক্ষুর পুতুলার ভিতরে অল্প মলিন বোধ হয়, এবং তাহা বহু দিবসের হইলে চক্ষুর পুতুলা শুক্লবর্ণ দৃশ্য হয়। কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ এবং তাম্রবর্ণ, এই উভয় বর্ণ একত্র মিশ্রিত হইলে যে প্রকার বর্ণ দৃশ্য হয়, সে প্রকার রঙ্গ চক্ষুতে দৃশ্য হয়, এবং চিক্‌না বোধ হয়। চক্ষুতে ছানি পড়িলে পরে কেহ ২ কখন ২ অতি অল্প দেখিতে পায়, কাহারো বা সমুদয় দৃষ্টি রহিত হয়।

কারণ।

চক্ষুর ভিতরে ডিম্বের ন্যায় গোলাকৃতি এবং কাচের ন্যায় লেন্সযুক্ত যে বস্তু আছে, তাহার উপরের আচ্ছাদনি নির্ম্মল চর্ম্মের উপর দাহ হইলে সেই চর্ম্ম মলিন ও মোটা এবং শুক্লবর্ণ হইয়া চক্ষুর দৃষ্টি তেজকে লুক্কায়িত করিয়া ঢাকিয়া রাখে।

উপায়।

এই রোগ আরম্ভ হইবার সময়েতে, অর্থাৎ যে সময়ে চক্ষুর দৃষ্টি তেজ অল্প মলিন হয়, সেই

সময়ে নীচের লিখিত ঔষধাদি সেবন করিলে ভাল হইতে পারিবে।

ঔষধ।

কালামিল .. .. ।।০ রতি, অথবা
পারার চূর্ণ .. .. .. ১।।০ মাষাকে

এক দিবসান্তর খাওয়াইবে। ঐ অনুসারে দুই কিম্বা তিন মাস পর্য্যন্ত নিত্য খাওয়াইলে উক্ত রোগ আরাম হইবে। আর ঐ ঔষধ খাওয়াইতে২ যদিস্যাৎ দন্তের গোড়াতে বেদনা হয়, তবে তাহা আরাম হইবার জন্যে কেবল দুই কিম্বা তিন দিবস ঔষধ খাওয়া বন্দ করিবে, বেদনা আরাম হইলে পরে উক্ত প্রকারে পুনরায় খাওয়াইবে।

উক্ত রোগ যদিস্যাৎ বহু দিবসের হইয়া থাকে, ও উক্ত ঔষধাদি খাইবাতে আরাম না হয়, তবে অস্ত্রবিদ্যা অনুসারে ছেদন করিতে হইবে।

রাতিকাণার বিবরণ।

লক্ষণ।

দিবসেতে উত্তমরূপ দৃষ্টি হয়, রাত্রে দৃষ্টি হয় না, কিন্তু চক্ষুতে কোন রোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কারণ।

কোন প্রকারে চক্ষুর উপতারা অচেতন হইবায় চক্ষুর পুত্তলী হ্রাস বৃদ্ধি না পাইয়া সর্ব্বদা

একি প্রকারে স্থির হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে রাত্রিযোগে দৃষ্টি হয় না, যেহেতুক রাত্রিযোগে দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে যত আলো চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ হওয়া আবশ্যক, তত আলো চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ হইতে পারে না।

উপায়।

ঐ রোগের উপায় অধিক জানিতে পারা যায় না; কখন ২ আপনি আরাম হয়, কখন বা সামান্য ঔষধ ব্যবহার করিলে আরাম হয়।

ঔষধ।

কালামিল	.. ..	৩ রতি, কিম্বা
পারার চূর্ণ	.. ..	১ মাষা

ছয় ভাগ করিয়া এক দিবসান্তর এক ভাগ খাওয়াইবে, আর যে দিবস ঐ ঔষধ ব্যবহার করিবে, সেই দিবসহইতে প্রত্যহ নূনার কষ্টিকের জল কজ্জল লাগাইবার ন্যায় করিয়া চক্ষুর পাতাতে লাগাইবে।

ঘোলা পড়ন।

(STAPHYLOMA)

চিহ্ন।

চক্ষুর (cornea) অর্থাৎ কাল ভাগ ফুলিয়া উঠে; ঐ ফুলা কখন ২ পাতার ভিতরে থাকে, কখন বা আত্যন্তিক ফুলিয়া উঠিয়া পাতার বাহিরে পড়ে।

কারণ।

কোন প্রকারে চক্ষুর অত্যন্ত দাহ হইলে সেই দাহ যদিস্যাৎ নিবারণ না হয়, তবে ঐ রোগ জন্মে।

উপায়।

যে পর্য্যন্ত চক্ষুর ঐ ফুলা চক্ষুর সঙ্গে সমান না হয়, তাবৎ সূচের দ্বারায় ঐ ফুলার এক পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া প্রত্যহ তাহাহইতে জল নির্গত করাইবে। আর ঐ ফুলা যদিস্যাৎ ছোট হইয়া থাকে, তবে কিছু দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ উক্ত প্রকারে জল বাহির করিলেই [illegible]রাম হইবে। যদিস্যাৎ তাহা বড় হইয়া থাকে, তবে অস্ত্রবিদ্যা অনুসারে কাটিতে হইবে।

যে দিবসহইতে উক্ত রীত্যনুসারে প্রত্যহ জল বাহির করিবে, সেই দিবসহইতে প্রত্যহ চক্ষুর পাতাতে কজ্জল লাগাইবার ন্যায় লূনার কষ্টিকের জল লাগাইবে।

ঝাপসা।

(Amaurosis)

চিহ্ন।

চক্ষু সহজ মনুষ্যের চক্ষুর ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল তাহার পুত্তলী কখন২ বড় হয়,।

কোন ২ সময়ে অল্প দৃষ্টি হয়, কোন সময়ে কিছুই দৃষ্টি হয় না।

কারণ।

যে দুই ইন্দ্রিয়তার চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করে, সেই তার অচৈতন্য হইলেই উক্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া দৃষ্টিতেজকে রহিত করে, অর্থাৎ ঝাপসা দৃষ্টি হয়, এবং সূর্য্যের কিরণের ন্যায় অতিশয় উজ্জ্বল কোন বস্তুর অথবা সূর্য্যাদির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি করিলে ঐ রোগ হয়।

উপায়।

সর্ব্বদা আলোরহিত নির্জন গৃহমধ্যে থাকিবে, এবং নিম্ন লিখিত ঔষধাদি মার্জ্জন করিবে।

ঔষধ।

চক্ষুহইতে কর্ণ পর্য্যন্ত যে স্থান, সেই স্থানে অর্থাৎ রগেতে ভেবেটীয়া প্রলেপ এক ২ পার্শ্বে অর্দ্ধ মাষা ওজনে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ মার্জ্জন করিবে।

মাংসবৃদ্ধি।

চিহ্ন।

চক্ষুর কোণহইতে মাংসের ন্যায় এক প্রকার চর্ম্ম ক্রমে ২ বৃদ্ধি হইয়া ভোমার উপরি ভাগকে আচ্ছাদিত করে।

উপায়।

অতিশয় পাতলা চিমটার দ্বারায় উক্ত চর্ম্মকে ধরিয়া উঠাইয়া তীক্ষ্ণ সরু কাঁচির দ্বারায় তাহাকে কাটিয়া ফেলাইলে সে ব্যাধি আরাম হইবে।

শৈশবাবস্থার রোগ।

নবজাত শিশুদিগের প্রথম মাসের চিকিৎসার বিবরণ।

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে পরে গরম জলেতে তাহাকে স্নান করাইবে, আর চারি অথবা পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যদিস্যাৎ বাহ্যে না হয়, তবে তাহাকে কিঞ্চিৎ ভেরেণ্ডার তৈলের জোলাপ দিবে, তাহাতে বাহ্যে হইবে। আর যদিস্যাৎ প্রত্যহ এক২ বার বাহ্যে না হয়, তবে প্রত্যহ দেড় মাষা ওজনে ঐ তৈল খাওয়াইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। মল যদিস্যাৎ অম্লগন্ধ হয় ও শাকবর্ণ দৃশ্য হয়, তবে

রেউচিনি	১ রতি
ফুলখড়ি	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথগুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে। ইহাতে যদিস্যাৎ পেট পরিষ্কার না হয়, এবং মলের দুর্গন্ধ না

যায়, এবং বর্ণ না বদল হয়, তবে নীচের লিখিত ঔষধ দিবে।

ঔষধ।

পারার চূর্ণ .. .. ১।।০ রতি

ইহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। ইহা খাওয়াইলে যদিস্যাৎ পেট ফাঁপিয়া উঠে, তবে মৌরি চারি রতিকে অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধের সঙ্গে বাটিয়া খাওয়াইবে, আর প্রত্যহ উষ্ণ জলেতে স্নান করাইবে।

বালকদিগের বয়সানুসারে ঔষধ দেওনের বিবরণ।

বালকদিগের নিমিত্তে অধঃস্থ রোগাদির জন্য যে সকল ঔষধাদি লেখা যাইতেছে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত ওজন মতে প্রস্তুত করিয়া কেবল এক বৎসরের শিশুকে খাওয়াইবে; আর বালকের বয়ঃক্রম যদিস্যাৎ ন্যূনাধিক হইয়া থাকে, তবে ঔষধকেও অধঃস্থ ওজনহইতে ন্যূনাধিক করিয়া খাওয়াইবে।

যদিস্যাৎ পঞ্চম কিম্বা অষ্টম মাসের বালকের কোন ব্যামোহ হয়, তবে অধঃস্থ ওজনহইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক খাওয়াইবে। বালকের বয়ঃক্রম যদিস্যাৎ দুই বৎসর হইয়া থাকে, তবে অধঃস্থ ওজনাদির দুই গুণ ওজনে খাওয়াইবে। যদি

পঞ্চ কিম্বা ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া থাকে, তবে তিন গুণ ওজনে খাওয়াইবে। যদিস্যাৎ অষ্ট কিম্বা দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া থাকে, তবে চারি গুণ ওজনে খাওয়াইবে।

জ্বরের বিবরণ।

চিহ্ন।

শরীরের চর্ম্ম গরম হয়, ঘাম নির্গত হয় না, নাড়ী শীঘ্র চলে, চক্ষু লালবর্ণ হয়, জিহ্বা শুক্লবর্ণ হয়, এবং শরীর ছ[illegible]ট করে।

উপায়।

পারার চূর্ণ .. .. ৩ রতি

ইহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। তাহার দুই ঘণ্টা পরে অর্দ্ধ তোলা ভেরেণ্ডার তৈল খাওয়াইবে, পরে গামলাতে গরম জল রাখিয়া ঐ বালককে সেই গামলাতে বসাইয়া স্নান করাইয়া দিবে। আর ইহাতে যদিস্যাৎ এক দিবসের মধ্যে আরাম না হয়, তবে পরদিবস পুনরায় ঐ ঔষধ সেবন করাইবে। আর জ্বর কিঞ্চিৎ ত্যাগ হইলে পরে প্রত্যহ অর্দ্ধ রতি ওজনে কুইনাইন খাওয়াইবে।

শরীরে জ্বর অতি অল্প অর্থাৎ মাধুর্য্য থাকিলে কিম্বা হইলে এক বারেতে আন্দাজ ছয় মাষা ওজনে ভেরেণ্ডার তৈলের জোলাপ খাওয়াইবে, তাহাতে

কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, এবং জ্বরও আরাম হইতে পারিবে।

পীলের বিবরণ।

জ্বরের সঙ্গে পীলেও কথন ২ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

বাম দিগের পাঁজরের হাড়ের নীচে পীলে ফুলিয়া উঠে; বেদনা হয়; সেই স্থানে হস্ত দিয়া টিপিলে গোলাকৃতি এবং কিঞ্চিৎ লম্বাকার একটা মাংস-পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়; অ[illegible] জিহ্বা এবং চক্ষু শুক্লবর্ণ হয়, শরীর দুর্ব্বল হয়; ক্ষুধা হয় না; শরীরে সর্ব্বদা অল্প জ্বর থাকে।

উপায়।

হিরাকস	১ রতি
রেউচিনি	১ ঐ
গোলমরিচ	১ ঐ
দালচিনি	১ ঐ
শুঁঠ	১ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাকে ছয় ভাগ করিবে, পরে প্রত্যহ তিন সন্ধ্যায় তিন ভাগ খাওয়াইবে। যদিস্যাৎ কুইনাইন পাওয়া যায়, তবে তাহার সঙ্গে এক রতি হিসাবে খাওয়াইবে। যদি না পাওয়া যায়, তবে

চিরতার জল এক বারে তিন মাষা ওজনে, দিবসের মধ্যে দুই সন্ধ্যাতে ছয় মাষা, আরাম হওন পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

শরীরে জ্বর থাকন কালীন অধঃস্থ ঔষধ খাওয়াইবে।

সফেদ সম্বল	২ ধান
সাবান	৩ মাষা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩০ ত্রিশটী গুলি প্রস্তুত করিয়া প্রত[illegible] একটী ২ খাওয়াইবে; ইহাতে জ্বর ত্যাগ হইলে পরে অধঃস্থ ঔষধ খাওয়াইবে।

মুসব্বর	২ মাষা
কুইনাইন	২ ঐ
জাঙ্গিহরীতকী	২ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ কুড়িটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে একটী ২ খাওয়াইবে।

বালক যদিস্যাৎ দুর্ব্বল না হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া সজোর থাকে, তবে ঐ ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে ঐ পীলের উপরে চারিটা অথবা পাঁচটা জোঁক বসাইবে; কখন২ তাহাতেও আরাম হইতে পারে।

কাসি রোগের বিবরণ।

যদিস্যাৎ অত্যন্ত সরদি হইয়া কাসি হয়, তবে

পারার চূর্ণ .. .. ২ রতি, কিম্বা

ভেরেণ্ডার তৈল .. .. .. ।।০ তোলা

খাওয়াইয়া পেট পরিষ্কার করাইবে। পরে

মাথগুড় .. .. ২।।০ তোলা

শীরিকা .. .. ২।।০ ঐ

আফিম .. .. ২ রতি

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে তিন ঘণ্টান্তরে দিবসের মধ্যে চারি পাঁচ বার খাওয়াইবে।

অন্য ঔষধ।

আদার রস ০

মধু ০

ইহাকে সমান ভাগেতে মিশ্রিত করিয়া ছয় ২ মাষার পরিমাণে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

অন্য ঔষধ।

হিঙ্গু .. .. ৬ রতি

লঙ্কামরিচ .. .. ৬ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২ বারোটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার তিনটা, এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাওয়াইবে।

বাহে হওনের বিবরণ।

লক্ষণ।

জলের ন্যায় অতিশয় ভেদ হয়।

ঔষধ।

পারার চূর্ণ .. .. ২ রতি

তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া এক বারে খাওয়াইবে; তাহার দুই ঘণ্টা পরে অর্দ্ধ তোলা ভেরেণ্ডার তৈল খাওয়াইবে। আর মলেতে যদি- স্যাৎ অতিশয় অম্ল গন্ধ হয়, তবে,

ফুলখড়ি	২ রতি
দালচিনি	১ ঐ
পিপুল	২ ঐ
আফিম	১ ঐ

এই .কএক দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ষোল ভাগ করিবে, পরে দিবসের মধ্যে চারি বারেতে চারি ভাগ খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

প্রথমে উপর লিখিত একটী জোলাপ দিবে, পরে

আফিম	২ রতি
হিঙ্গু	২ ঐ
গোলমরিচ	১ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আটটী বটিকা

প্রস্তুত করিবে, পরে দিবসের মধ্যে তিন চারি বারেতে তাহা সমুদয় খাওয়াইবে।

আমাশয়ের বিবরণ।

চিহ্ন।

মলের সঙ্গে লালের ন্যায় আমাশয় পড়ে, এবং পেট কুনকুন করে।

ঔষধ।

পারার চূর্ণ	২ রতি
রেউচিনি	২ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া এক পানে খাওয়াইবে, তাহার দুই ঘণ্টা পরে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ তোলা খাওয়াইবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। তাহার পরদিবসে,

রেউচিনি	২ রতি
আফিম	।৷০ ধান

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথগুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে। ঐ ওজনাদি অনুসারে প্রথম দিবস ভেরেণ্ডার তৈলের জোলাপ, পরদিবস ঐ ঔষধ, এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাওয়াইবে।

অন্য উপায়।

একষ্ট্রেক্ট জেন্‌সন	২ রতি

ব্লুপিল .. .. ২ ঐ
ইপকেক .. .. ২ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয়টী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রথম দিবস দুই সন্ধ্যায় দুইটী বটিকা খাওয়াইবে; পরদিবস প্রাতঃকালে গন্ধক চারি রতিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথ-গুড়ে মিশাইয়া খাওয়াইবে। ঐ প্রকারে এক দিবস ঐ বটিকা, অন্য দিবস গন্ধক খাওয়াইবে; ইহাতে আরাম হইবে।

বাহের সময়ে গোগোল বাহির হওনের বিবরণ।

কারণ।

আমাশয়ের ব্যামোহ বহু দিবস পর্য্যন্ত হইলে উপর লিখিত রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

ফিটকিরি .. .. ৵০ ছটাককে এক সের জলেতে মিশ্রিত করিয়া ঐ গোগোল বা-হির হইবার সময় ঐ জলের দ্বারায় তাহাকে ধৌত করিয়া শীঘ্র ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রত্যেক বার উক্তরূপে সকল বিষয় করিবে।

আর উক্ত রোগেতে মল যদিস্যাৎ কঠিন হইয়া থাকে, তবে অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ ভেরেণ্ডার তৈল খাওয়াইবে; তাহাতে ঐ মল পাতলা হইয়া নির্গত হইবে। এবং আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে রেউচিনি দুই রতি ওজনে খাওয়াইবে।

কর্ণের চর্ম্মেতে ঘা হইবার বিবরণ।

কর্ণের চর্ম্মেতে কখন২ ঘা হইয়া পূঁজ নির্গত হয়, তাহার

উপায়।

কর্ণ যখন কটকট করিবে, সেই সময়ে তূলা করিয়া লাদনম লইয়া চারি কিম্বা পাঁচ ফোঁটা আন্দাজে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ কর্ণেতে দিবে।

ওলাউঠার বিবরণ।

চিহ্ন।

জলের ন্যায় ভেদ হয়, এবং বমি হয়, হস্ত পদ শীতল হয়, শির খেঁচিয়া ধরে, প্রস্রাব হয় না, পিপাসা হয়। বালকদিগের ঐ রোগ হইলে তাহারা প্রায় অনেকেই আরাম হইতে পারে না।

উপায়।

এই রোগিকে প্রথমে এক দণ্ড উষ্ণ জলেতে বসাইবে, পরে,

পারার চূর্ণ	৩	রতি
আফিম	।।০	ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মাথগুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে। ইহাতে যদিস্যাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে উক্ত রোগ বন্ধ না হয়, তবে পুনর্ব্বার খাওয়াইবে। ঐ ঔষধ খাওয়াইবার সময়ে পেটেতে সরিষার পোলটীস বসাইবে, এবং ঐ রোগ বন্ধ হইলে তাহার এক দিবস পরে অধঃস্থ জোলাপ দিবে।

রেউচিনি .. .. ৪ রতিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাথগুড় তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে; তাহার দুই ঘণ্টা পরে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ তোলা খাওয়াইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

পেটেতে কৃমি হওনের বিবরণ।

চিহ্ন।

মুখ মলিনবর্ণ হয়, শরীর শুষ্ক হয়, পেট মোটা হয়, নিদ্রাতে দন্ত কড়মড় করে, কখন ২ চমকে উঠে, এবং নাসিকা চুলকায়।

উপায়।

ভেরেণ্ডার তৈল	..	..	..	‍৵০	ছটাক
তারপিন তৈল	..	..	..	২৷৷০	তোলা

এই দুই তৈলকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ অর্দ্ধ তোলার ওজনে খাওয়াইবে।

অন্য প্রকার উপায়।

ডালিম গাছের শিকড় ৵০ এক ছটাককে এক পোয়া জলেতে উত্তমৰূপে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ অর্দ্ধ তোলা ওজনে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মিশ্রিত ক-রিয়া খাওয়াইবে।

মুখের ঘায়ের বিবরণ।

চিহ্ন।

বালকদিগের মুখেতে এবং ওষ্ঠেতে ঘা হয়, কিন্তু শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

উপায়।

প্রথমে অর্দ্ধ তোলা ওজনে ভেরেণ্ডা তৈলের জোলাপ খাওয়াইয়া পেট পরিষ্কার করাইবে; পরে আরাম হওন পর্য্যন্ত ঐ ক্ষতকে প্রত্যহ ফিটকিরি মিশ্রিত জলেতে ধৌত করাইবে।

পেট কামড়ানি রোগ।

চিহ্ন।

বালকেরা অতিশয় ক্রন্দন করে, কখন২ অকস্মাৎ রোদন করে; আর শয়ন কালীন কখন ছটফট করে, এবং চীৎকার শব্দ করে।

কারণ।

দুর্জ্জর দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

উপায়।

মৌরি .. .. ১ রতিকে চূর্ণ করিয়া খাওয়াইবে, কিম্বা মৌরির আরখ কিম্বা পিপরমেণ্ট আন্দাজ চারি কিম্বা পাঁচ ফোঁটাকে কিঞ্চিৎ জলেতে মিশাইয়া খাওয়াইবে। ঐ প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই তিন বার খাওয়াইবে।

আর যদিস্যাৎ পেট অতিশয় কামড়াইয়া অসুখ বোধ হয়, কিম্বা পেটেতে অনেক ময়লা জমা হইয়াছে এমত বোধ হয়, তবে ছয় মাষা ওজনে ভেরেণ্ডা তৈল খাওয়াইবে; ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, এবং পেটও পরিষ্কার হইবে।

মূৰ্চ্ছা রোগ।

লক্ষণ।

অকস্মাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়ে; হস্ত পদ সকল খেঁচিয়া ধরে; চক্ষুর পাতা উল্‌টিয়া যায়।

কারণ।

অন্য কোন রোগহইতে অর্থাৎ জ্বর কিম্বা অজীর্ণ-হইতে অথবা মন্দ আহার খাইবাতে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়।

উপায়।

যে রোগহইতে ইহার জন্ম হয়, সেই রোগের উপায় করিলে, অর্থাৎ তাহাকে আরাম করিলে, উক্ত রোগ সহজে আরাম হইবে। আর মূৰ্চ্ছা রোগ যদিস্যাৎ অতিশয় তেজপূর্ব্বক হয়, তবে সরিষার পোলটীস পেটেতে এবং পায়ের তালুকাতে বসাইলে আরাম হইবে।

আর উক্ত রোগ উৎপন্ন হইলে পেট পরিষ্কার করাইবার আবশ্যক রাখে, এই নিমিত্তে উক্ত অনুসারে পারার চূর্ণ অথবা ভেরেণ্ডা তৈলের জোলাপ খাওয়াইয়া পেট পরিষ্কার করাইবে। ইতি।

এই মত প্রকারে সর্ব্বদা বালকদিগের চিকিৎসা করিবে। ইতি।

ঔষধের গুণ ও প্রস্তুত করণ বিষয়ক বিদ্যা।

একষ্ট্রাক্ট হাইওসাইয়ামশ।

চিহ্ন।

কালবর্ণ আঠা, সুগন্ধি, অল্প গরম, ও মিষ্ট।

উপকার।

নিদ্রা করায়, বেদনানাশক, এই জন্য শিরঃপীড়া হইলে ইহা অন্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। নিদ্রা করাইতে দরকার হইলে আফিমের বদলে এই ঔষধ দেওয়া যায়, যেহেতু ইহাতে আফিমের ন্যায় মস্তকে ও পেটে কোন বিকার হয় না।

ওজন।

২ ধানহইতে ২৷৷০ রত্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

দোকতা।

উপকার।

বেদনানাশক, শিরঃপীড়ানাশক, প্রস্রাব নির্গত করায়, বমি করায়। মূত্র বন্ধ হইলে কিম্বা অণ্ডকোষ খেঁচিলে তাহা শিরের খেঁচ বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার হয়।

ওজন।

১০ রতিকে অর্দ্ধ সের জলেতে মিশ্রিত করিয়া খাওযাইবে।

রেউচিনি।

উপকার।

বলদায়ক, কটু, কোষ্ঠ পরিষ্কার করায়, আর বালকদিগের পেটের বিকার হইলে তাহা নাশ করে।

রেউচিনি মিশ্রিত চূর্ণ।

গ্রেগরি পাউডর।

রেউচিনির চূর্ণ	২	তোলা
মেগ্নিসি	৵১০	ছটাক
শুঁঠের চূর্ণ	৬০	মাষা

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে।

উপকার।

অম্ননাশক, কোষ্ঠ অল্প পরিষ্কার করায়, আর বালকদিগের পেটের অসুখ হইলে এ ঔষধ বড় উপকারী হয়।

ওজন।

বালকদিগের নিমিত্তে ২৷৹ রতিহইতে ৫ রতি পর্য্যন্ত দিবসের মধ্যে দুই বার খাওয়াইবে।

রেউচিনির বটিকা।

রেউচিনির চূর্ণ..	৬০ রতি
মুসব্বর	৩০ ঐ
গুগ্‌গুল	৪৫ ঐ
পিপরমেণ্ট তৈল	২০ ফোঁটা

ইহাতে কন্‌সর্ব্ব রোসিস্ যত লাগিবে, তাহা দিবে। এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬০ ষাইট টী বটিকা করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে দুইটী ২ কিম্বা তিনটী ২ করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

যদিস্যাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে এই ঔষধ অষ্ট কিম্বা দশ দিবস পর্য্যন্ত খাইলে উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

রেউচিনি ও হিরাকস মিশ্রিত বটিকা।

রেউচিনি	২ ভাগ
হিরাকস	১ ঐ
সাবান..	১ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিবে। প্রত্যহ রাত্রে শয়ন কালীন দুইটী ২ কিম্বা তিনটী ২ খাওয়াইবে।

উপকার।

বলিষ্ঠ করায় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার করায়।

রেউচিনির আরখ।

রেউচিনির চূর্ণ	।৵০	ছটাক
ছোট এলাইচের চূর্ণ	১	তোলা
আল্‌কোহল	১	সের

ঐ দুই প্রকার চূর্ণকে একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি দিবস পর্য্যন্ত ঐ মদিরাতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে।

উপকার।

পাচক ও কোষ্ঠ পরিষ্কার করায়।

ওজন।

জীর্ণ হইবার জন্য ৩০ রতি, ও কোষ্ঠ পরিষ্কার জন্য ১ তোলা ব্যবহার করিবে।

রেউচিনি ও মসব্বরের আরখ।

রেউচিনি	৩	তোলা
মুসব্বর	২২	মাষা
ছোট এলাইচ..	১৯	ঐ
আল্‌কোহল	১	সের

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক তোলাহইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

সাসাফ্রাস তৈল।

জন্ম।

এক বৃক্ষের কাষ্ঠ ও ছালহইতে তৈয়ারি হয়।

উপকার।

বলিষ্ঠ করায়; প্রস্রাব নির্গত করায়; শরীরকে শীতল করায়। গরমি রোগের দ্বারায় যদিস্যাৎ শরীরের রক্ত মলিন হয়, তবে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে ১০ ফোঁটাহইতে ২০ ফোঁটা পর্য্যন্ত দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে।

কর্পূর।

জন্ম।

এক বৃক্ষের আঠাহইতে তৈয়ারি হয়।

উপকার।

বলিষ্ঠ করায়, শীতল করায়, চক্ষুর ব্যামোহেতে দেওয়া যায়, ও নানা প্রকার মাখিবার তৈলেতে মিশ্রিত হয়।

কর্পূরের জল।

কর্পূর	১০ রত্তি
আল্‌কোহল	৬০ ফোঁটা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ সের জল মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ব্যবহার করিবে।

কর্পূরের আরখ।

কর্পূর	৵১০ ছটাক
দোবারা মদ	১ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

পূর্ব্ব মত। আর ওলাউঠা আরম্ভের সময় দশ ২ ফোঁটা করিয়া দশ ২ মিনিটান্তরে খাওয়াইলে তাহা বন্ধ হইতে পারে।

কর্পূর ও তৈল।

কর্পূর	২ তোলা
সরিষার তৈল	৵০ ছটাক

উপকার।

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনার উপরে ও মাথাব্যাথা করিলে ঐ তৈল মর্দ্দন করিবে।

কর্পূর মার্জ্জন।

কর্পূর	..	..	..	..	..	৵০ ছটাক
হাচহর্ণ	..	..	..	..	..	৩ ঐ
তৈল	..	..	..	..	..	১ সের

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

বাত ও বেদনা নাশক।

দালচিনি।

উপকার।

জীর্ণ করায়, বমি ও বায়ু ও পেটকামড়ানি বন্ধ করে, এবং অন্য ২ ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়; আর নানা প্রকার উদরস্থ রোগের ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বটিকা তৈয়ারি হয়।

ওজন।

আড়াই রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

দালচিনির তৈল।

জন্ম।

দালচিনি ভাটিতে বসাইয়া তাহাহইতে মদিরা তৈয়ার করিবার ন্যায় চোয়াইতে হয়।

চিহ্ন।

তৈলের ন্যায় অল্প হরিদ্রাবর্ণ, তাহার আস্বাদন ও গন্ধ দালচিনির ন্যায়।

উপকার ও ওজন।

পূর্ব্ব মত। এক কিম্বা দুই কোঁটা করিয়া ব্যবহার করিবে।

দালচিনির জল।

দালচিনি	।০	পোয়া
উষ্ণ জল	১	সের

ঐ দালচিনি চূর্ণ করিয়া ঐ জলেতে এক দিবস ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া দুই তোলা করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

পেট কামড়াইলে ঐ ঔষধ বড় উপকারী হয়, ও তাহাতে অন্য ২ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

জামালগোটার বীজ।

চিহ্ন।

এক বৃক্ষের ফল, অতিশয় ঘৃণাযুক্ত।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

ওজন।

দুই ধান কিম্বা একচির বীজের অর্দ্ধেক লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লঙ্কামরিচ কিম্বা খয়ের মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

জামালগোটার তৈল।

জন্ম।

জামালগোটার বীজহইতে উৎপন্ন হয়।

চিহ্ন।

সরিষার তৈলের ন্যায়।

উপকার।

পূর্ব্ব মত।

ওজন।

২ ধানহইতে ১।।০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে, এবং অন্য কোন প্রকার ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বটিকা তৈয়ার করিয়া খাওয়াইলে ভাল হয়। ও তাহাতে টুঁটিতে কোন বিকার হয় না, কিন্তু এ ঔষধ খাইলে অতি শীঘ্র দাস্ত হয়।

পিপুল।

উপকার।

বলদায়ক, ও কোন স্থানে দরদ হইলে তাহা চর্ম্মের উপরে দেওয়া যায়।

ওজন।

৫ রতিহইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

গোলমরিচ।

এক বৃক্ষের ফল।

উপকার ও ওজন।

সকলি পূর্ব্ব মত।

করোষিব সব্লিমেট (রসকর্পূর)।

জন্ম।

পারা ও সল্‌ফুরিক আসিড ও নৈত্রিক আসিড-হইতে তৈয়ারি হয়।

চিহ্ন।

শ্বেতবর্ণ চূর্ণ, গন্ধ নাই; আস্বাদন গরম ধাতুর ন্যায়।

উপকার।

ঐ ঔষধ বড় বিষতুল্য। নানা প্রকার পুরাতন ঘায়েতে ও নালি ঘায়েতে দেওয়া যায়।

করোষিব সব্লিমেটের জল।

করোষিব সব্লিমেট	১ রতি
জল..	১০ ছটাক

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

নানা প্রকার ঘায়েতে দেওয়া যায়।

করোষিব সব্লিমেটের আরথ।

আল্‌কোহল .. ..
করোষিব সবিমেট .. ..

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত ঔষধ-হইতে ইহার তেজ অধিক হয়।

উপকার।

নালি ঘায়েতে দেওয়া যায়। আর কোন পোকা শুষ্ক করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া রাখিলে সে বরাবর সেই প্রকার থাকিবে।

আর্শেনিক্।

জন্ম।

নানা স্থানে অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত দেখা যায়। পুনঃ অন্য ২ ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইবাতে তাহার বিশেষ ২ নাম হয়।

সফেদ সম্বল।

উপকার।

বড় বিষতুল্য। পালাজ্বর নাশক ও দাহজনক।

ওজন।

পালাজ্বর হইলে প্রত্যহ অর্দ্ধ ধান ওজনে খাওয়াইবে। আর কোষ্ঠ রোগেতে ও নানা প্রকারে চর্ম্ম শক্ত হইলে এক ধান প্রত্যহ খাওয়াইবে।

ফাউলর সলূসন অথবা আর্শেনিক আরথ।

জন্ম।

আর্শেনিক ও পতাশ ও আল্‌কোহলহইতে তৈয়ারি হয়।

চিহ্ন।

অল্প লালবর্ণ জলের ন্যায়। আস্বাদন মদিরার ন্যায়।

ওজন।

তিন টোপাহইতে পাঁচ টোপা পর্য্যন্ত খাওয়া-ইবে। পুনঃ প্রত্যহ দুই ২ টোপার হিসাবে উক্ত ওজন-হইতে ২০ টোপা পর্য্যন্ত বেশী করিতে পারিবে।

উপকার।

পালাজ্বরেতে দেওয়া যায়।

রেড্ সল্‌ফুরেট আফ্ আর্শেনিক, মনঃশিলা।

জন্ম।

ইহাকে পাথরের মধ্যহইতে খনন করিয়া আ-নিতে হয়। আর্শেনিক ও গন্ধক মিশ্রিত হইলে ঐ ঔষধ উৎপন্ন হয়।

চিহ্ন।

লালবর্ণ পাথরের খণ্ড ২ অথবা চূর্ণ।

উপকার।

নানা প্রকার রঙ্গেতে দেওয়া যায়, এবং নানা প্রকার ঔষধেও দেওয়া যায়। আর্শেনিকহইতে তাহার গুণ অতিশয় কম হয়।

হরিতাল।

জন্ম।

পাথরের মধ্যহইতে উৎপন্ন হয়। আর্শেনিক ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত হইলে তাহার জন্ম হয়।

চিহ্ন।

পাথরের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ। আস্বাদন ও গন্ধ অধিক নাই।

উপকার।

বিষ তুল্য। সফেদ সম্বলের ন্যায়। কষায়ণ করে।

ওজন।

আর্শেনিকহইতে দ্বিগুণ বেশী খাওয়াইতে পার।

নৈত্রেট আফ্ সিল্বর, অথবা লূনার কষ্টিক।

জন্ম।

রূপা ও নৈত্রিক আসিড্ একত্র মিশ্রিত হইলে তৈয়ারি হয়।

চিহ্ন।

কলমকাটীর ন্যায় লম্বা ২। নূতন হইলে শ্বেতবর্ণ, পুরাতন হইলে কালবর্ণ হয়। আস্বাদন তিক্ত ও কষা।

উপকার।

বলদায়ক, ঘাজনক ও খেচনাশক।

ওজন।

এক ধানহইতে এক রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

লূনার কষ্টিকের জল।

লূনার কষ্টিক .. .. ৩০ রতি
জল.. .. .. ১০ ছটাক

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

চক্ষুর নানা প্রকার রোগেতে দেওয়া যায়।

ওজন।

৫ রতিহইতে ১৫ রতি পর্য্যন্ত দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে। তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

কলম্বার জল।

কলম্বার চূর্ণ	১৯ মাষা
গরম জল	।।০ সের

কলম্বাকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ জলেতে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে তাহাকে ছাঁকিয়া ফেলাইবে।

ওজন।

এক বারেতে অৰ্দ্ধ ছটাক ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

নানা প্রকার দুর্ব্বল রোগেতে খাওয়াইবে।

কলম্বা আরখ।

কলম্বার চূর্ণ	✓১০ ছটাক
আল্‌কোহল কিম্বা দোবারা মদ..	১ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া

লইবে। এক বারেতে ৩০ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

উপর লিখিত অনুসারে।

আফিম।

জন্ম।

পোস্ত গাছের রসহইতে তৈয়ারি হয়।

উপকার।

নেশাজনক; দরদ নাশ করে; খাইলে প্রথমে বল অধিক হয় ও নাড়ী শীঘ্র চলে; ক্ষণেককাল বাদে দুর্ব্বল হয়, মস্তক ভারি হয়, নিদ্রাকর্ষণ হয়; অধিক খাইলে মৃত্যু হয়। আর নানা প্রকার ভেদেতে দেওয়া যায়। আর পাগল কুক্কুর কামড়াইলে, এবং বাতেতে ইন্দ্রিয়তার দাহ হইলে ইত্যাদিতে ঐ দ্রব্য খালি কিম্বা অন্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়।

ওজন।

২ ধানহইতে ১ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

আফিমের আরখ, অথবা লাদনম, কিম্বা অপিয়ম টীঙ্কচর।

আফিম	.. ..	৴০ ছটাক
আল্‌কোহল	.. ..	১ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে, কিন্তু রোজ ২ এক ২ বার সেই বোতলকে লাড়িবে; পরে ছাঁ-কিয়া লইবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে।

ওজন।

২০ টোপহইতে ৪০ টোপ পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

পেরিগরিক।

আফিম	৩০ রতি
কর্পূর	৩০ ঐ
মৌরি	৩০ ঐ
হার্টহর্ণ	২০ টোপা
দোবারা মদ	৬০ পোয়া

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া ল-ইয়া নিম্ন লিখিত অনুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

বালকদিগের ভেদ হইলে কিম্বা পেট কামড়াইলে ঐ ঔষধ দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে ২০ টোপাহইতে ৪০ টোপা পর্য্যন্ত

দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার বালকদি-
গকে খাওয়াইবে।

ব্লাক ড্রপ।

সিরকা	৵১০ ছটাক
জল	৶০ ঐ
আল্‌কোহল	।০ ঐ
আফিম	৴০ ঐ

এই চারি দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ গরম উনুনের নিকটে চারি দিবস পর্য্যন্ত রাখিবে; যাহাতে সে সর্ব্বদা গরম থাকে। পরে ছাঁকিয়া লইবে।

উপকার।

লাদনমের ন্যায় উপকার দৃশ্য হয়, কিন্তু এ ঔষধ খাইলে মস্তক ভারি হয় না।

ওজন।

১০ টোপাহইতে ২০ টোপা পর্য্যন্ত, কিম্বা লাদ-
নমের অর্দ্ধেক ওজনে খাওয়াইবে।

মর্ফিয়া।

জন্ম।

আফিমহইতে তৈয়ারি হয়। আফিমের সার ভা-
গকে মর্ফিয়া বলা যায়। দশ ভাগ আফিমহইতে
দুই ভাগ মর্ফিয়া হয়।

চিহ্ন।

শাদা চূর্ণ; গন্ধ নাই; আস্বাদন অতিশয় তিক্ত।

উপকার।

আফিমের ন্যায়; কিন্তু ইহা খাইলে মস্তক ভারি হয় না, এবং উদরকে বদ্ধ করে না।

ওজন।

প্রত্যহ এক ধান ওজনে খাওয়াইবে। অধিক খাওয়াইলে মৃত্যু হইতে পারে।

আফিমের প্রলেপ।

আফিম	।৴০ ছটাক
সাবান	৶০ ঐ
আল্কোহল	১ সের
কর্পূর	৯০ রতি

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে; এক ২ বার প্রত্যহ লাড়িবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে।

উপকার।

কালশিরা পড়িলে কিম্বা বাতরোগেতে মালিশ করিবে।

তিসির বীজ।

উপকার।

নানা প্রকার পোলটীসেতে মিশ্রিত করিতে হয়।

এবং আন্তরিক দাহ হইলে তাহাকে নরম করিবার জন্য দেওয়া যায়।

তিসির বীজের জল।

তিসি	.. ..	১ তোলা
গরম জল	.. ..	।।০ সের

আর চিনি ও লেবুর রস কিঞ্চিৎ মিশাইতে পার।

ওজন।

এক বারেতে এক ছটাক ওজনে দিবসের মধ্যে চারি কিম্বা পাঁচ বার খাওয়াইবে।

তিসির বীজের পোলটীস।

প্রথমে ঐ বীজকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গরম জল মিশ্রিত করিয়া তাহাকে কাদার ন্যায় করিয়া পোলটীস বানাইবে।

লাইমজুস, অথবা লেবুরস।

কোন প্রকার অম্ল লেবুকে চিরিয়া তাহার রস নিঙ্গড়িয়া ছাঁকিয়া লইবে।

উপকার।

ঠাণ্ডা করে। নানা প্রকার চর্ম্মরোগেতে দেওয়া যায়। আর জ্বর হইলে শরীর ঠাণ্ডা হইবার নিমিত্তে বিবেচনা পূর্ব্বক খাওয়াইতে হয়; আর পারা খাইয়া মুখ আসিলে ঐ রস খাওয়াইতে হয়।

ওজন।

এক বারেতে এক তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে চারি কিম্বা পাঁচ বার খাওয়াইবে।

গাম্বোজ।

জন্ম।

এক বৃক্ষের আঠা।

চিহ্ন।

হরিদ্রাবর্ণ শক্ত আঠা, গন্ধ নাই, আস্বাদন নাই।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, ও পোকা নাশ করে।

ওজন।

এক রতিহইতে ২৷৷০ রতি পর্য্যন্ত লইয়া জোলাপ কিম্বা অন্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

গুয়াইকম্।

উপকার।

গরম করে, ও বলদায়ক, ও ঘাম নির্গত করে। আর বহু দিবসের বাতেতে ও বহু দিবসের গরমি রোগেতে ও নানা প্রকার চর্ম্মরোগেতে দেওয়া যায়।

গুয়াইকম্ টীঙ্কচর।

গুয়াইকম্ চূর্ণ	৶১০ ছটাক
হার্টহর্ণ	১ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত কার্কবন্ধ রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে।

ওজন।

এক বারেতে ৩০ ফোঁটা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

গন্ধরস অথবা গুগ্‌গুল।

জন্ম।

গাছের আঠা।

চিহ্ন।

শক্ত আঠা, টুকু ২। তাহা লালবর্ণ, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ কালো রঙ্গ মিশ্রিত আছে। আস্বাদন অল্প তিক্ত।

উপকার।

পাচক, বলদায়ক, কফ নাশক, এবং ঋতুজনক।

ওজন।

৫ রতিহইতে ১৫ রতি পর্য্যন্ত অন্য ২ বলদায়ক ঔষধের সঙ্গে দেওয়া যায়।

গন্ধরস টীঞ্চর।

গন্ধরস .. .. ⁄১০ ছটাক
আলকোহল .. .. ১ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত রাখিবে, পরে অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণে প্রয়োজনানুসারে খাওয়াইবে।

উপকার।

পূর্ব্ব মত।

সিদ্ধি অথবা ভাঙ্গ।

উপকার।

নেসা করে, শিরঃপীড়া নাশ করে, এই জন্যে কাস কিম্বা শ্বাসকাস কিম্বা অকস্মাৎ বাত হইলে কিম্বা পাগল কুক্কুর কামড়াইলে দেওয়া যায়, অর্থাৎ খাওয়াইতে হয়।

ওজন।

শ্বাসকাস কিম্বা অকস্মাৎ বাত হইলে এক বারেতে ২ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে দুই বার খাওয়াইবে। আর পাগল কুক্কুর কামড়াইলে যখন পাগলের ন্যায় হয়, সেই সময়ে এক বারে এক রতি ওজনে ঘণ্টায়২ খাওয়াইবে, যেন তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত নেসাযুক্ত হইয়া থাকে।

গাঁজার একষ্ট্রাক্ট্।

গাজা	.. ..	৴০ ছটাক
জল	.. ..	১ সের

ইহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে, পরে ছাঁ-কিয়া লইয়া আঠা নির্গত হওন পর্য্যন্ত সেই জলকে ক্রমে অগ্নির দ্বারায় শুষ্ক করিবে, পরে দুই ধান ওজনে তাহা ব্যবহার করিবে।

গাঁজা টীঙ্কচর।

গাঁজার আঠা	..	..	..	..	১॥° রতি
আল্‌কোহল	..	..	..	..	১০ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিলেই উক্ত বিষয় তৈয়ারি হয়, তাহাকে তিন পান করিবে।

বর্গণ্ডি পিচ।

জন্ম।

এক বৃক্ষের আঠা।

চিহ্ন।

অল্প হরিদ্রাবর্ণ আঠা; গন্ধ তারপিন তৈলের ন্যায়।

উপকার।

স্তিকিং প্লাষ্টারেতে দেওয়া যায়, ও চর্ম্ম নরম করিবার জন্য লাগাইতে হয়। আর কটিতে বেদনা হইলে তাহা নাশ করিবার জন্য উক্ত ঔষধকে কোমরে বান্ধিতে হয়। এবং বহু দিবসের পুরাতন বাতেতে দেওয়া যায়।

তারপিন তৈল।

জন্ম।

এক বৃক্ষের আঠাহইতে উৎপন্ন হয়। তৈলের ন্যায়।

উপকার।

চর্ম্মের উপরে জখম হইলে কিম্বা বাত হইলে ঐ তৈল মালিশ করা যায়; খাইলে দাস্ত হয়, অন্তরের পোকাদি নাশ হয়। ভেরেণ্ডা তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হয়।

ওজন।

১১ মাষাতে সমভাগ ভেরেণ্ডার তৈল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। আর ডিম্বের সফেদার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে তাহার মন্দ আস্বাদ বোধ হয় না।

তার অথবা আলকাতরা।

জন্ম।

এক বৃক্ষের আঠা।

চিহ্ন।

মাথগুড়ের ন্যায় কালোবর্ণ আঠা; আস্বাদন গরম; গন্ধ তারপিন তৈলের ন্যায়।

উপকার।

মলমের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, নানা প্রকার ঘায়েতে দেওয়া যায়।

স্কুইল।

জন্ম।

পিয়াজাকৃতি এক বৃক্ষের মূল খণ্ড ২; অল্প হরিদ্রাবর্ণ।

ওজন।

দুই কিম্বা তিন গ্রেন ওজনে ব্যবহার করিবে।

স্কুইল বিনিগার।

স্কুইল	.. ..	৵১০ ছটাক
সিরকা	.. ..	১ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত উনুনের উপরে বসাইয়া তাহার উপরে ঢাকা দিয়া রাখিবে। গরম হইলে তাহাকে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে ১৫ রতি ওজনে ব্যবহার করিবে।

স্কুইল শীরপ।

স্কুইল বিনিগার	.. ..	।০ পোয়া
চিনি	.. ..	।।০ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারেতে ৩০ রতি ওজনে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

কাস হইলে কিম্বা প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগ হইলে তাহা খাওয়াইবে।

মুসব্বর।

জন্ম।

এক বৃক্ষের রস।

চিহ্ন।

কালোবর্ণ আঠার ন্যায়, শক্ত, গন্ধ অতি অল্প; আস্বাদন তিক্ত।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, পেটের আন্ত্রিকের অধো ভাগেতে তাহার গুণ প্রকাশ হয়, আর অল্প খা-ইলে বলিষ্ঠ করে।

ওজন।

কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য এক বারে ২॥০ রতি-হইতে ৭॥০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে। আর বল দিবার জন্য এক বারেতে দুই ধান ওজনে দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে।

কোল্‌চিকম।

জন্ম।

এক বৃক্ষের মূল।

ওয়াইন কোল্‌চিকম।

জন্ম।

কোল্‌চিকমহইতে তৈয়ারি হয়।

কোল্‌চিকম .. .. ।০ ছটাক

সেরি ওয়াইন .. .. ১ সের

এই দ্রব্যকে সাত দিবস পর্য্যন্ত ঐ মদিরাতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে ২০ টোপার হিসাবে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

বাতেতে দেওয়া যায়, তাহার দরদ কম করায়।

ভেবেট্রায়া।

জন্ম।

কোন চিকনহইতে তৈয়ারি হয়।

চিহ্ন।

সফেদ চূর্ণ; আস্বাদন তিক্ত, বিষতুল্য।

উপকার।

উক্ত অনুযায়িক।

ওজন।

২ ধানকে বার ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ এক বারে খাওয়াইবে।

সালসা।

উপকার।

শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে, আর নানা প্রকার দুর্ব্বল রোগেতে, আর গরমি রোগেতে শরীর দুর্ব্বল হইলে ঐ ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

সালসার জল।

সালসা	১ তোলা
জল	।।০ ছটাক

ইহা একত্র করিয়া তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত গরম করিবে; পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে দুই তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

শুঁঠ।

এক বৃক্ষের শুষ্ক মূল।

উপকার।

পাচক।

এলাইচ।

এক বৃক্ষের ফল।

উপকার।

পাচক।

আল্‌কোহল।

জন্ম।

গুড়, চাউল, গোম, যব, আলু, এবং অন্য ২ যে২ ফলেতে চিনির মত থাকে, সেই দ্রব্যকে ভাটীতে বসাইয়া চোয়াইলে তৈয়ারি হয়। এবং মদ কিম্বা সরাপ কিম্বা ব্রাণ্ডি, জিন, রম এই সকল প্রকার মদিরাহইতেও আল্‌কোহল তৈয়ারি হয়।

চিহ্ন।

জলের ন্যায় অল্প হরিদ্রাবর্ণ; তাহার গন্ধ ও আস্বাদন মদিরার ন্যায়।

উপকার।

নানা প্রকার ঔষধ তাহাতে মিশ্রিত করা যায়। যাহা জলেতে মিশ্রিত হইতে না পারে, সেই সকল আল্‌কোহলেতে মিশ্রিত হয়।

ইথর।

আল্‌কোহল, এবং সল্‌ফুরিক কিম্বা নাইট্রিক আসিডহইতে তৈয়ারি হয়।

চিহ্ন।

জলের ন্যায়; গন্ধ মাধুর্য্য; শীঘ্র উড়ে যায়।

উপকার।

শিরঃপীড়ানাশক, কিন্তু অধিক আঘ্রাণ লইলে মত্ত হয়।

সিরকা।

জন্ম।

কোন প্রকার মিষ্ট জল কিম্বা বৃক্ষের রস রৌদ্রেতে বসাইলে টক হয়।

চিহ্ন।

জলের ন্যায়; অল্প লালবর্ণ; আস্বাদন টক।

উপকার।

ক্ষুধা জন্মায়, প্লীহা কিম্বা কলিজা বড় হইলে খাওয়াইতে হয়। আর কোন স্থানে নূতন বদ্ধ রক্ত জমা হইলে তাহার উপরে মার্জ্জন করিলে সে রক্ত খেলিয়া যায়। আর মস্তক ব্যথা করিলে ঐ দ্রব্যকে নস্য করিলে কিম্বা মস্তকেতে মার্জ্জন করিলে তাহা ছাড়িয়া যায়।

ক্রিয়সোত।

জন্ম।

ধূমহইতে তৈয়ারি হয়।

চিহ্ন।

সরিষার তৈলের ন্যায়, কিম্বা ব্রাণ্ডি সরাপের ন্যায়; গন্ধ গরম; আস্বাদন বড় ঝাল; খাইলে মুখ জ্বালা করে।

উপকার।

দন্ত পচিলে ঐ ঔষধকে তূলার উপরে লাগাইয়া দন্তের মূলেতে বসাইয়া দিলে তাহার বেদনা আ-রাম হয়; ও পোলটীসেতে দেওয়া যায়; আর পচা ও পোড়া ঘাকে পরিষ্কার করে। আর দন্তে লা-গাইবার সময়ে পাছে মুখে লাগে, এই ভয়ে অতি-শয় সাবধান পূর্ব্বক লাগাইবে।

ফোস্কামাছি।

জন্ম।

শাকবর্ণ মাছি।

উপকার।

চর্ম্মের উপরে লাগাইলে ফোস্কা হয়, খাইলে প্রস্রাব হয়।

কান্থারিদিস টীঙ্কচর।

মাছির চূর্ণ .. .. ৴৹ ছটাক
আল্কোহল .. .. ১ সের

এই চূর্ণকে সাত দিবস পর্য্যন্ত আল্কোহলেতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বা-রেতে ১০ টোপার হিসাবে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

প্রস্রাব করায়। প্রমেহ রোগেতে দেওয়া যায়, তা-হাতে তাহার পূঁজ বন্ধ হয়। বাত রোগেতে মর্দ্দন করিবার জন্য তাহা সাবানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

নানা প্রকার বটিকার বিবরণ।

ব্লুপিল গুলি।

ব্লুপিল .. .. ২ ভাগ
কলোসিন্থ .. .. ২ ঐ

ইপকেক .. .. ১ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মটরের পরিমাণে বটিকা তৈয়ারি করিবে। এক বারে দুই কিম্বা তিনটার হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

কলিজার রোগেতে, কিম্বা কোষ্ঠ কবজ হইলে, কিম্বা জ্বর হইলে ঐ বটিকা খাওয়াইতে হয়। আর তাহা খাওয়াইবার ছয় ঘণ্টা পরে জালাপের চূর্ণ খাওয়াইতে হয়।

মুসব্বর গুলি।

মুসব্বর .. .. ১ ভাগ
কলোসিন্থ্ .. .. ১ ঐ
সাবান .. .. ১ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৷৷০ রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ারি করিয়া এক বারে দুই তিনটার হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

জ্বর হইলে কিম্বা কলিজার রোগেতে পেট পরিষ্কার করিবার জন্যে দেওয়া যায়। অন্য২ ঔষধহইতে এ ঔষধ ভাল হইবে, তাহার কারণ এই যে এ ঔষধ খাইলে পরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য আর কোন ঔষধ খাইতে হয় না।

জয়পাল বটিকা।

জয়পাল	১ ভাগ
সাবান	১ ঐ
কালামিল	১ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৷৹ রত্তি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ারি করিয়া এক বারে একটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

পেট পরিষ্কার করে; কিন্তু উক্ত ঔষধের ন্যায় ইহার গুণ হয় না, কারণ কখন কিছুই হয় না, কখন বা ভেদ এবং বমি উভয় একেবারে হয়।

সল্‌ফেট জিংক বটিকা।

সল্‌ফেট জিংক	১ ভাগ
লঙ্কামরিচ	৪ ঐ
সাবান..	৪ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৷৹ রত্তি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ারি করিবে।

ওজন।

ভেদ হওন পর্য্যন্ত তিন ২ ঘণ্টান্তরে একটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

পালাজ্বর আরাম করিবার জন্যে দেওয়া যায়।

রেউচিনি ও সাবান মিশ্রিত বটিকা।

রেউচিনি	.. ..	৪ ভাগ
সাবান	.. ..	১ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৷৷০ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ারি করিয়া এক বারেতে তিনটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

কাহিল ব্যক্তির উদর পরিষ্কার রাখিবার জন্য ভাল হয়। প্রত্যহ রাত্রিযোগে দুইটীর হিসাবে খাওয়াইলে পেট সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবে।

রেউচিনি ও মুসব্বর বটিকা।

রেউচিনি	.. ..	২ ভাগ
মুসব্বর	.. ..	২ ঐ
সাবান	.. ..	১ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৷৷০ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ারি করিবে।

ওজন।

প্রত্যহ রাত্রিযোগে দুইটী কিম্বা তিনটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

মন্দাগ্নি রোগির পেট পরিষ্কার করিবার জন্যে খাওয়াইতে হয়।

রেউচিনি ও হিরাকস বটিকা।

রেউচিনি	৪ ভাগ
হিরাকস	১ ঐ
সাবান..	১ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রত্তি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ারি করিবে।

ওজন।

রাত্রে শয়ন কালীন তিনটী কিম্বা চারিটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

মন্দাগ্নি রোগিকে ঐ ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

একষ্ট্রাক্‌ট জেন্‌সন ও মুসব্বর বটিকা।

একষ্ট্রাক্‌ট জেনসন	১ ভাগ
মুসব্বর	২ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ারি করিয়া দুইটী কিম্বা তিনটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এবং শরীরে জোর উৎপন্ন হয়।

ইপকেক ও মুসব্বর বটিকা।

ইপকেক, (ইপকেকুয়াহ্না)	.. ..	১ ভাগ
মুসব্বর	.. ..	২ ঐ
সাবান..	.. ..	২ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।° রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ারি করিয়া দুইটী কিম্বা তিনটীর হিসাবে খওয়াইবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

হিঙ্গু ও মুসব্বর মিশ্রিত বটিকা।

হিঙ্গু	.. ..	১ ভাগ
মুসব্বর..	.. ..	১ ঐ
সাবান..	.. ..	১ ঐ

ওজন ও উপকার।

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ারি করিয়া এক বারে তিনটী কিম্বা চারিটীর হিসাবে খাওয়াইবে। কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া পেট কামড়াইলে ঐ ঔষধ খাওয়াইবে। পুনঃ স্ত্রীলোকদিগের গর্ব্ভ গরম হইলে তাহাদের পেট পরিষ্কার করিবার জন্যে ঐ ঔষধ উক্ত নিয়ম অনুসারে খাওয়াইতে হয়।

কালামিল ও কলোসিন্থ মিশ্রিত বটিকা।

কালামিল	.. ..	১ ভাগ
কলোসিন্থ	.. ..	৪ ঐ

ওজন।

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া প্রত্যেক বারে দুই তিনটী খাওয়াইবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

জেন্সন।

উপকার।

বলদায়ক, আর অজীর্ণ হইলে ও শরীর দুর্ব্বল হইলে ঐ ঔষধ দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে ৫ রতিহইতে ১৫ রতি পর্য্যন্ত দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

জেন্সন টীঙ্কচর।

জেন্সনের চূর্ণ	.. ..	৵০ ছটাক
ছোট এলাইচের চূর্ণ	.. .. ..	১৫ মাষা
দোবারা মদ	.. ..	১ সের

এই দুই প্রকার চূর্ণকে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত ঐ মদেতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে ৩০ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে।

জেন্‌সন এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট।

জেন্‌সন চূর্ণ	.. ..	২ তোলা
জল	.. ..	।০ পোয়া

ইহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল যাবৎ গাঢ় না হয় তাবৎ তাহা পুনর্ব্বার ক্রমে গরম করিবে; পরে ২।।০ রতিহইতে ৫ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে।

চিরতা।

উপকার।

বলদায়ক; আর অজীর্ণ হইলে এবং নানা প্রকার দুর্ব্বল রোগেতে দেওয়া যায়।

চিরতার জল।

চিরতার চূর্ণ	১৫ মাষা
গরম জল..	।।০ সের

এই চূর্ণকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলেতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে দুই তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

জালাপ।

জন্ম।

এক বৃক্ষের মূল।

চিহ্ন।

হরিদ্রাবর্ণ চূর্ণ।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার করে।

ওজন।

অন্য কোন প্রকার জোলাপ খাইলে পরে এই জালাপ ১০ রতি খাইলে কোষ্ঠ উত্তমরূপে পরিষ্কার হয়।

স্কেমনি।

জন্ম।

এক বৃক্ষের মূলের আঠা।

চিহ্ন।

কালো বর্ণ; আস্বাদন আর গন্ধ অল্প গরম।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

গোঁদ।

জন্ম।

এক বৃক্ষের আঠা।

চিহ্ন।

শক্ত আঠা, অল্প লালি রঙ্গ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ, তাহার গন্ধ নাই, আস্বাদন অল্প মিষ্ট।

উপকার।

অন্য ২ ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, এবং ক্ষুধা হইবার নিমিত্তে খাওয়াইতে হয়।

গোঁদের জল।

গোঁদ .. .. ।৹ পোয়া
শীতল জল . .. . ।।৹ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত হওন পর্য্যন্ত, বারম্বার লাড়িবে; পরে তাহা ছাঁকিয়া লইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে।

উপকার।

শরীরে জ্বর থাকন কালীন ক্ষুধা হইবার জন্য ঐ ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

খদির কিম্বা খয়ের।

উপকার।

রক্তাতিসার রোগিকে খাওয়াইতে হয়, ও নানা প্রকার ঘায়েতে দেওয়া যায়, তাহার রক্ত বন্ধ করিবার জন্যে।

ওজন।

এক বারেতে ৫ রতিহইতে ১৫ রতি পর্য্যন্ত লইয়া দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে।

খয়েরের জল।

খয়ের	১ তোলা
কাবাবচিনির চূর্ণ	৩০ রতি

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত গরম জলেতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁ-কিয়া লইবে। পরে এক বারেতে এক তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

রক্তাতিসার হইলে কিম্বা খালি রক্ত ভেদ হইলে ঐ ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

খয়েরের টীঞ্চর।

খয়ের	৴১০ ছটাক
কাবাবচিনির চূর্ণ	১ ঐ
আল্‌কোহল	১ সের

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত কার্কবন্ধ করিয়া রাখিবে, কিন্তু প্রত্যহ এক ২ বার তাহাকে লাড়িয়া দিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া প্রত্যহ ৩০ রতিহইতে ৬০ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে সকলি, বিশেষতঃ ঘায়েতে লাগাইলে অতি উত্তম হয়।

তেঁতুল।

উপকার।

ঠাণ্ডা; জোলাপের সঙ্গে দেওয়া যায়। জ্বরের সময়ে পিপাসা হইলে তাহাকে জলেতে গুলিয়া সেই জল খাওয়াইলে পিপাসা বন্ধ হয়।

সোণামুখির পাতা।

এক বৃক্ষের পাতা।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার করে।

ওয়াইন কোল্‌চিকম।

ওয়াইন কোল্‌চিকম.. .. .. ২০ ফোঁটা
জল .. .. ৩০ রতি

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া একেবারে খাওয়াইবে। দাস্ত কিম্বা বমি হওন পর্য্যন্ত তিন কিম্বা চারি বার ঐ ওজনে খাওয়াইবে।

উপকার।

নানা প্রকার বাতেতে কিম্বা বাতজ্বরেতে দে-ওয়া যায়।

মুসব্বর টীঙ্কচর।

মুসব্বর টীঙ্কচর	১	ভাগ
মৌরি	১	ঐ
আল্‌কোহল	২৪	ফোঁটা

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বা-রেতে ১ তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

অর্শরোগ হইলে ঐ ঔষধ খাওয়াইবে।

সোনাটীঙ্কচর।

সোনাটীঙ্কচর	৬০	রত্তি
মেগ্নিসি	১	তোলা
জল	২	ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া একে বারে খাওয়াইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

পিচকারির ঔষধ।

তৈল লবণ।

ভেরেণ্ডার তৈল	।০	ছটাক
লবণ	১	তোলা
মাথগুড়	।০	ছটাক
উষ্ণ জল	⅟০	ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রথমে অর্দ্ধেক পিচকারি মারিবে, তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার অর্দ্ধেক মারিবে।

মেগ্নিসি পিচকারি।

মেগ্নিসি	।০	ছটাক
নারিকেল তৈল	২	তোলা
উষ্ণ জল	⅟০	ছটাক

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারে অর্দ্ধেক মারিবে, তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার অর্দ্ধেক মারিবে।

কলোসিন্থ পিচকারি।

একষ্ট্রাক্‌ট কলোসিন্থ	৫	রতি
লবণ	১	তোলা
গরম জল	⅟০	ছটাক

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে পিচকারি মারিবে।

টারপিন্‌টাইনের পিচকারি।

টারপিন তৈল	১	তোলা
ডিম্ব	১	টা
গরম জল..	৵০	ছটাক

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া একেবারে পিচকারি মারিবে।

দোকতার পিচকারি।

দোকতা	৩০	রতি
গরম জল..	৵০	ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইয়া ঠাণ্ডা হইলে পরে একেবারে তাহা পিচকারি মারিবে। আর অণ্ডকোষ খসিলে যদিস্যাৎ তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইতে না পারে, তবে ঐ ঔষধের পিচকারি মারিবে, তাহাতে তাহার উপকার হইবে, আর শির-খেঁচা আরাম হইবে। পুনঃ গাঁইট খসিলে ঐ পিচকারি মারিলে তাহার শির ঢিলা হয় ও গাঁইট সহজে বসে।

চূণলেপ।

চূণ	১ ভাগ
তিসির তৈল কিম্বা জৈতুন তৈল ..	১ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র উত্তমৰূপে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিবে।

উপকার।

পোড়া ঘায়ে এবং অন্য ২ ঘায়ে দেওয়া যায়।

তৈয়ারি খড়িমাটী।

খড়িমাটী	।।০ সের

তাহাকে উত্তমৰূপে চূর্ণ করিয়া অল্প জলেতে উত্তমৰূপে মিশ্রিত করিবা, পরে এক কলস জলেতে তাহা গুলিয়া দিবা। যে সময়ে ঐ দ্রব্য বসিতে আরম্ভ হইবে, তখন অন্য হাঁড়িতে ঢালিবা; তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ মাটী বসিয়া গেলে জল ঢালিয়া দিবা। ঐ বসা মাটীকে তৈয়ারি খড়িমাটী বলা যায়।

উপকার।

অম্লনাশক।

ওজন।

৫ রতিহইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় কিম্বা জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

মিশ্রিত খড়িমাটী।

তৈয়ারি খড়িমাটী	১৪	মাষা
মিছরি	৭॥৹	ঐ
গোঁদ	৭॥৹	ঐ
কাবাবচিনির জল	২	ছটাক
জল	২	ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

পিত্ত নাশ করে, পেট নরম করে, পেট মধ্যে অম্ল জমা হইয়া ভেদ করাইলে ঐ ঔষধ দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে দুই তোলা ওজনে প্রয়োজনানুসারে তিন২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

কম্পাউণ্ড পাউডর আফ্ চাক।

দ্বিমিশ্রিত খড়িমাটী।

তৈয়ারি খড়িমাটী	৪	ভাগ
দালচিনি	২	ঐ
গোঁদ	২	ঐ
রেউচিনি	১	ঐ
পিপুল	১	ঐ

এই সকলের প্রত্যেককে চূর্ণ করিলে পরে সকলকে একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

অম্লনাশক, বলদায়ক, এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক।

ওজন।

২৷৷° রতিহইতে ১° রতি পর্য্যন্ত এক বারেতে দিবসের মধ্যে দুই বার খাওয়াইবে।

ক্লোরিড আফ্ লাইম।

চিহ্ন।

অল্প শুক্লবর্ণ, আস্বাদন গরম ও তিক্ত।

উপকার।

দুর্গন্ধ নাশ করে, আর মন্দ হাওয়া নিবারণ করে।

ক্লোরিড আফ্ লাইমের লেপ।

ক্লোরিড লাইম..	৩° রতি
চর্ব্বি	২ তোলা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

নানা প্রকার দুর্গন্ধি ঘায়েতে দেওয়া যায়।

আণ্টিমনিএন লেপ কিম্বা মলম।

কোন প্রকার মলম ভেড়ার চর্ম্মেতে লাগাইয়া

প্রয়োজনানুসারে তাহার উপরে তার্ত্তর এমেটিক ছড়াইয়া দিবে, তাহা মনুষ্যের শরীরের কোন স্থানের চর্ম্মের উপরে লাগাইলে ফোস্কা হইবে।

পারা ও ফুলখড়ি।

মর্কূরি এবং চাক।

পারা	১	ভাগ
ফুলখড়ি	২	ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া যাবৎ পারা অদৃশ্য না হয়, তাবৎ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে।

উপকার।

অল্প কোষ্ঠ হয়, এবং পিত্ত নাশ করে।

ওজন।

বড় মনুষ্যের নিমিত্তে ২।৷° রতিহইতে ১° রতি পর্য্যন্ত তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। আর বালকদিগের জ্বর হইলে কিম্বা অম্ল ভেদ হইলে ঐ ঔষধ খাওয়াইলে ভাল হইবে

ব্লুপিল। পারার বটিকা।

পারা	২	ভাগ
কনসর্ব্ব রোশীষ	৩	ঐ
জ্যৈষ্টমধুর চূর্ণ	১	ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া যাবৎ পারা অদৃশ্য না হয়, তাবৎ উত্তমৰূপে মৰ্দ্দন করিবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার নিমিত্তে ও কোন ব্যা-মোহ হইলে মুখ আসিবার নিমিত্তে খাওয়াইবে।

ওজন।

মুখ আসিবার নিমিত্তে এক বারে ১॥০ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে দুই বার খাওয়াইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে ২॥০ রতিহইতে ৭॥০ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

মৰ্কুরিয়ল ঐণ্টমেণ্ট।

ব্লু ঐণ্টমেণ্ট।

পারার লেপ।

পারা .. .. ১ ভাগ
খালি লেপ .. .. ২ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া পূৰ্ব্ববৎ উত্তমৰূপে মৰ্দ্দন করিবে।

উপকার।

খোষেতে ও নানা প্রকার গরমি ঘায়েতে দেওয়া যায়।

পারা ও কর্পূরের লেপ।

পারার লেপ .. .. ৪ ভাগ

সাবান.. .. .. ৪ ঐ
কর্পূর .. .. ১ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লাগাইবে।

উপকার।

ফোড়া ও নানা প্রকার আবুর আরম্ভে এই ঔষধ দিলে সুস্থ হয়।

গন্ধকের লেপ।

গন্ধক .. .. ।০ ছটাক
খালি লেপ কিম্বা চর্ব্বি .. .. ৪ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে।

উপকার।

চুলকুনির উপরে লাগাইবে।

অন্য প্রকার গন্ধকের লেপ।

গন্ধক.. .. .. ২০ ভাগ
সোরা .. .. ১ ঐ
সাবান .. .. ১ ঐ
চর্ব্বি .. .. ৩ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তম-রূপে মর্দ্দন করিবে।

উপকার।

বহু দিবসের খোষের উপরে মর্দ্দন করিবে।

সল্‌ফুরিক আসিড।

সল্‌ফুরিক আসিড	১ ভাগ
জল	১৩ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ টোপা অবধি ২০ টোপা পর্য্যন্ত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

জ্বরাশ্রিত রোগিকে খাওয়াইলে তাহার শরীরকে ঠাণ্ডা করে, এবং বলিষ্ঠ করে।

সল্‌ফুরিক আসিডের লেপ।

সল্‌ফুরিক আসিড..	১ ভাগ
চর্ব্বি	৮ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া বহু দিবসের পুরাতন ঘায়েতে লাগাইলে তাহা পরিষ্কার হয়।

নৈত্রিক আসিড। সোরার আরখ।

চিহ্ন।

নারিকেল তৈলের ন্যায় দৃশ্য হয়। আঘ্রাণ লইলে বড় কটু ও গরম বোধ হয়, তাহাহইতে

ধূমের ন্যায় ভাপ সর্ব্বদা বাহির হয়; জলেতে মি-
শ্রিত করিলে অম্ল হয়; শরীরে লাগিলে অল্প জ্বালা
করে, ও সেই স্থানের চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ দৃশ্য হয়।

উপকার।

পরিষ্কার করিবার জন্য নানা প্রকার ঘায়েতে
দেওয়া যায়, এবং শরীরে বল হয়।

দাইলূটেড নৈত্রিক আসিড।

নৈত্রিক আসিড	১	ভাগ
জল	৮	ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারেতে
১০ টোপাহইতে ২০ টোপা পর্য্যন্ত জলেতে মিশ্রিত
করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

বলদায়ক, শরীরকে শীতল করে।

আইওদাইন টীঙ্কচর।

আইওদাইন	২	তোলা
আল্কোহল	।০	পোয়া

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারেতে
১০ টোপা অবধি ২০ টোপা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ জলে-
তে মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাও-
য়াইবে।

উপকার।

কোষ ফুলা এবং গণ্ডাদি ফুলা সুস্থ হয়।

আইওদাইন লেপ।

আইওদাইন	১০ রতি
আল্‌কোহল	২০ টোপা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া পরে চর্ব্বি দুই তোলা দিবা।

অন্য প্রকার লেপ।

আইওদাইন	১০ রতি
আল্‌কোহল	৪০ টোপা
পারার লেপ	২ তোলা

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মর্দ্দন করিবে, পরে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

মাংসময় কোরণ্ড হইলে ও কুঁচ্‌কি পড়িলে ঐ ঔষধ মর্দ্দন করিতে হয়।

হাইদ্রাইওদেট পতাস লেপ।

হাইদ্রাইওদেট পতাস	১ ভাগ
চর্ব্বি	২০ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র করিয়া ১০ রতি অবধি ৩০ রতি পর্য্যন্ত প্রতি বারেতে মর্দ্দন করিতে পারিবে।

উপকার।

পূর্ব্ব মত।

ম্যুরিয়াটিক আসিড।

উপকার।

বলিষ্ঠ করে, বিশেষতঃ কলিজাকে বলিষ্ঠ করে।

ম্যুরিয়াটিক আসিডের আরখ।

ম্যুরিয়াটিক আসিড	.. ..	২ তোলা
জল	.. ..	⁄১০ ছটাক

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক বারেতে ৫ রত্তি অবধি ১০ রত্তি পর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল কিম্বা চিরতার জল মিশাইয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

ম্যুরিয়াটিক আসিডের আরখ	..	৩০ রত্তি
মধু	.. ..	২ তোলা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখের ঘায়েতে লাগাইলে সে ঘা আরাম হইবে।

ম্যুরিএট আফ আমোনিয়া; নিশাদল।

চিহ্ন।

শ্বেত প্রস্তরের ন্যায়, খণ্ড ২, গন্ধ নাই, আস্বাদনমাত্র করিলে কষা বোধ হয়।

উপকার।

শরীরকে বলবান করে, ও প্রস্রাব নির্গত করে, এবং শরীরকে ঠাণ্ডা করে।

ওজন।

এক বারেতে ২৷৷০ রতিহইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত লইয়া কিঞ্চিৎ চিনি কিম্বা মিছরি তাহাতে মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে দুই তিন বার খাওয়াইবে।

নিশাদল ও জল।

নিশাদল	১ ভাগ
জল	২ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ সময়ের পরে ছাঁকিয়া ফেলিবে, পরে প্রয়োজনানু-সারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

পূর্ব্বমত।

অন্য প্রকার নিশাদল আরখ।

নিশাদল	১ ভাগ
চূণ	১ ঐ
আল্‌কোহল	৪ ঐ

প্রথমে নিশাদল ও চূণ এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে আল্‌কোহল মিশ্রিত

করিয়া কিঞ্চিৎ সময়ের পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা-কেই উক্ত আরখ কহা যায়।

উপকার।

পূর্ব্বমত।

নিশাদল লেপ।

নিশাদল আরখ কিম্বা নিশাদল জল ..	২	ভাগ
সরিষার তৈল	১	ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

পূর্ব্বমত। নানা প্রকার জখম ও বাতেতে মর্দন করিতে হয়।

অন্য প্রকার।

নিশাদল আরখ কিম্বা জল	৪	ভাগ
লাদানম	২	ঐ
কর্পূর	১	ঐ
আল্‌কোহল	২	ঐ
সরিষার তৈল	৮	ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

সোদা।

উপকার।

অম্লনাশক; প্রস্রাব ও ঘাম নির্গত করে, এবং শরীরকে ঠাণ্ডা করে।

ওজন।

১০ রতি অবধি ৩০ রতি পর্য্যন্ত জলেতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। এবং অন্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

চূণের জল।

গুঁড়াচূণ .. .. ।০ পোয়া
গরম জল.. .. .. ।০ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া পুনরায় তাহাতে,

কাঁচা জল. .. .. ।০ পোয়া

মিশ্রিত করিয়া বোতলের মধ্যে ভরিয়া কার্কবন্ধ করিয়া রাখিবে।

উপকার।

অম্ল নাশ করে। ও ঘাকে পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে ঐ জলেতে ধৌত করা যায়।

ওজন।

এক বারেতে ২ তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

কালামিল ও জালাপ মিশ্রিত বটিকা।

কালামিল	১০	ভাগ
রেউচিনি	১০	ঐ
সাবান	১০	ঐ
জালাপ	১০	ঐ
তার্ত্তর ইমেটিক	১	ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।° রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ারি করিবে। প্রথমে দুইটী খাওয়াইবে, পরে ভেদ হওন পর্য্যন্ত দুই২ ঘণ্টান্তরে এক২ টীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

নিত্য জ্বরেতে ব্যবহার করিবে, কারণ তার্ত্তর ইমেটিকের দ্বারায় পেট পরিষ্কার হইলে শরীরহইতে ঘাম নির্গত হইবে।

ভেবেটীয়া বটিকা।

ভেবেটীয়া..	১	ভাগ
সাবান	৮	ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।° রতি

ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ারি করিবে; কিন্তু প্রত্যেক বটিকাতে ২ ধান ওজনে ভেবেটীয়া থাকিবে।

ওজন।

প্রথমে একটী খাওয়াইবে, তাহাতে যদিস্যাৎ দাস্ত না হয়, তবে এক দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিনটী খাওয়াইতে পারিবে।

উপকার।

বাত আর জলোদরী হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়।

কলোসিন্থ ও হাইওসাইয়ামস মিশ্রিত বটিকা।

একষ্ট্রাকট কলোসিন্থ	২ ভাগ
হাইওসাইয়ামস	১ ঐ
মুসব্বর	৪ ঐ
স্কামনি..	৪ ঐ

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২॥০ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ারি করিয়া রাত্রিযোগে দুইটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

জালাপের চূর্ণ।

কালামিল	২॥০ রতি
জালাপ	৫ ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় দিয়া এক বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

কালামিল ও রেউচিনি মিশ্রিত চূর্ণ।

কালামিল	২৷৷০ রতি
রেউচিনি..	২৷৷০ ঐ
জালাপ	২৷৷০ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে তা-হাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশাইয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

জ্বরের আরম্ভেতে পেট পরিষ্কার করিবার জন্য এই চূর্ণ খাওয়াইতে হয়।

মেগ্নিসি ও রেউচিনি মিশ্রিত চূর্ণ।

মেগ্নিসি	৫ রতি
রেউচিনি	১০ ঐ
দালচিনির তৈল	১ টোপা

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় কিম্বা মধু মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

অম্ল নাশ করে, এবং পেট পরিষ্কার করে।

জালাপ ও ক্রীমতার্ত্তর মিশ্রিত চূর্ণ।

জালাপ	১০ ভাগ
ক্রীমতার্ত্তর	২০ ঐ
গেম্বুজ	১ ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া এক বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

জলোদরি রোগিকে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়, তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এবং প্রস্রাব নির্গত হয়।

মেগ্নিসি ও তার্ত্তর ইমেটিক মিশ্রিত চূর্ণ।

মেগ্নিসি	২ তোলা
তার্ত্তর ইমেটিক	১ ধান
জল	।/০ ছটাক

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

পেট পরিষ্কার হয়, ও ঘাম নির্গত হয়, আর কোন প্রকার জ্বর হইলে এই ঔষধে উপকার হয়।

জলবৎ জোলাপ।

ভেরেণ্ডার তৈল .. .. .. ২ তোলাকে এক বারে খাওয়াইবে। এ ঔষধ পেটেতে পড়িলেই পেট পরিষ্কার হয়।

টারপিন তৈল।

টারপিন তৈল	৬০ রতি
ভেরেণ্ডার তৈল..	১ তোলা

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া একেবারে খাওয়াইবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ও বারম্বার খাইলে ক্রমি নাশ হয়।

মেগ্নিসি ও হিঙ্গু।

মেগ্নিসি	১৫ রতি
হিঙ্গুর আরখ	৬০ টোপা
চিনি	৩০ রতি
জল	২ তোলা

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

বালকদিগের পেট কামড়াইলে ও ফাঁপিলে কিম্বা রক্ত ভেদ হইলে ঐ ঔষধ এক বারেতে ২৫ টোপার হিসাবে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা খাওয়াইবে।

সোণামুখি।

সোণামুখির পাতা	৬০ রতি
উষ্ণ জল	৵০ ছটাক

ইহাকে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে

সলট	.. ..	১ তোলা

মিশ্রিত করিয়া এক বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

উত্তমৰূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

সোণামুখি ও রেউচিনি।

সোণামুখি	.. ..	৬০ রতি
রেউচিনি	.. ..	৩০ ঐ
ছোট এলাইচ	.. ..	১০ ঐ
উষ্ণ জল	.. ..	৵০ ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। তাহা ঠাণ্ডা হইলে পরে ছাঁকিয়া লইয়া একে বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, কিন্তু শরীর কাহিল হইবে না।

সোণামুখির পাতা ও তেঁতুল।

সোণামুখির পাতা	.. .. ..	৩০ রতি
তেঁতুল	.. ..	।।০ ছটাক
চিনি	.. ..	১৫ রতি
গরম জল	.. ..	।০ পোয়া

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিবে; পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে এক২ তোলা ওজনে দুই২ ঘণ্টান্তরে কোষ্ঠ পরিষ্কার হওন পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

উপকার।

ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এবং শরীর ঠাণ্ডা করে।

সোণাটীঙ্কচর।

সোণামুখির পাতা	৵০	ছটাক
সাবসিবির বীজ	১১	মাষা
ছোট এলাইচ	৩৷০	ঐ
জালাপের চূর্ণ	২০	ঐ
আল্‌কোহল	১	সের
কিসমিস	৵০	ছটাক

এই কএক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে এক তোলা ওজনে খাওয়াইবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে হইবে।

সোণামুখি পাতার চূর্ণ।

সোণামুখির পাতা.. .. .. .. ৩০ রত্তি ওজনে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে

এক তোলা মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া এক বারে খাওয়াইবে।

কপিভা।

জন্ম।

এক বৃক্ষের রস।

চিহ্ন।

তৈলের ন্যায় নির্ম্মল, অল্প হরিদ্রাবর্ণ; আস্বাদন গরম; গন্ধ নাই।

উপকার।

নানা প্রকার প্রমেহ রোগির ইন্দ্রিয় নলীতে দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে ২০ কিম্বা ৩০ টোপা হিসাবে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

যষ্টিমধু।

এক বৃক্ষের মূল; হরিদ্রাবর্ণ, আস্বাদন মিষ্ট।

উপকার।

কাস হইলে খাওয়াইতে হয়, ও অন্য ২ ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দাস্ত হইবার জন্যে নানা রোগেতে দেওয়া যায়।

যষ্টিমধুর জল।

যষ্টিমধুর চূর্ণ	/৫ ছটাক
জল	||০ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট পর্য্যন্ত রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া পিপাসা হইলে প্রয়োজনানুসারে পান করাইবে।

পিপেরমেণ্ট।

তিন রকম পিপেরমেণ্ট আছে। প্রথম এক প্রকার তৈল।

চিহ্ন।

তৈলের ন্যায়; কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ।

ওজন।

এক কিম্বা দুই টোপা হিসাবে ব্যবহার করিবে।

দ্বিতীয় পিপেরমেণ্ট আরখ।

চিহ্ন।

অল্প হরিদ্রাবর্ণ; জলের ন্যায়।

ওজন।

২০ টোপা হিসাবে ব্যবহার করিবে।

তৃতীয় পিপেরমেণ্ট এক গাছের আরখ; তাহা শাকবর্ণ জলবৎ।

ওজন।

২০ টোপা হিসাবে ব্যবহার করিবে।

এই কএক রকম পিপেরমেণ্ট এক গাছের পাতা- হইতে তৈয়ারি হয়; সে গাছ পুদিনার ন্যায়।

উপকার।

উদর ঠাণ্ডা করে, ও বায়ু নাশ করে।

ডিজিটেলিস।

উপকার।

অন্তঃকরণ সংক্ষেপ করে, এই জন্য অন্তঃকরণ বৃদ্ধি হইলে ও এই প্রকারের কত২ রোগেতে দেওয়া যায়। আর প্রস্রাব অধিক করায়, এই হেতু প্রস্রাব কম হইলে দেওয়া যায়। এবং জলোদরী রোগেতে শরীর কাহিল হইলে দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে দুই ধান ওজনে দিবসের মধ্যে চারি কিম্বা পাঁচ বার খাওয়াইবে। আর উদর যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, এই জন্যে চারি পাঁচ দিবসান্তর একটী ২ জোলাপ খাওয়াইবে। আর যদিস্যাৎ ঐ ঔষধ অধিক খাইবাতে নাড়ী আটক হয়, কিম্বা অতি আস্তে চলে, তবে তাহা খাওয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত বন্ধ করিবে, পরে ব্যবহার করিবে।

ডিজিটেলিস টীঙ্কচর।

ডিজিটেলিস চূর্ণ	..	..	..	৵০	ছটাক
আল্‌কোহল ..	..	..	..	১	সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে দশ টোপা হিসাবে দিবসের মধ্যে চারি পাঁচ বার খাওয়াইবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে।

বেল্লাদন্না।

জন্ম।

এক বৃক্ষের পাতা।

একষ্ট্রাক্ট বেল্লাদন্না।

চিহ্ন।

কালোবর্ণ আঠা, আস্বাদন অল্প তিক্ত।

উপকার।

বেদনানাশক, আর শিরঃপীড়া হইলে ও ইন্দ্রিয়-তার ক্ষত হইলে দেওয়া যায়। দুই ধান ওজনে দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

কেপ্‌সিকম; লঙ্কামরিচ।

জন্ম।

এক বৃক্ষের ফল।

উপকার।

চর্ম্মে লাগাইলে জ্বালা করে, এই জন্যে নানা প্রকার দরদ হ্রাস হইবার জন্য পোলটীসের সঙ্গে দেওয়া যায়। আর গলাতে বেদনা হইলে ও শর-দিতে ও পালা জ্বরেতে দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে এক ধানহইতে দুই ধান পর্য্যন্ত দিবসের মধ্যে দুই তিন বার খাওয়াইবে।

কেপ্‌সিকম টীঙ্কচর।

লঙ্কামরিচের চূর্ণ	⁄১০	ছটাক
আল্‌কোহল	১	সের

এই চূর্ণকে সাত দিবস পর্য্যন্ত ঐ মদিরাতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে সকলি, কিন্তু চর্ম্মের উপরে লাগাইতে হয়, এবং মালিস করণার্থে তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

ষ্ট্রেমোনিয়ম; ধুতুরা।

উপকার।

বেদনা নাশ করে, শিরঃপীড়া নাশ করে, আফিমের ন্যায় নেশা জন্মায়; বাত হইলে কিম্বা ইন্দ্রিয়তার ক্ষত হইলে ঐ ঔষধ খাওয়াইতে ও লাগাইতে হয়। পাগল হইলে ঐ ঔষধ খাওয়াইলে কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়; ও শ্বাসকাসেতে তামাকের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূম খাওয়াইলে ভাল হয়। ঘোলা পড়িলে তাহা কাটিবার সময়ে চক্ষুর পাতার উপরে লাগাইলে চক্ষুর তারা বড় হয়।

ওজন।

তাহার চূর্ণ দুই ধানহইতে ২॥০ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে। আর হুঁকাতে খাইবার জন্যে ৫ রতি-হইতে ১৫ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

ষ্ট্রেমোনিয়ম একষ্ট্রাক্ট; ধুতূরার আঠা।

ধুতূরার বীজ .. .. ॥০ সের

ইহা হামামদিস্তাতে চূর্ণ করিয়া চারি সের জল দিয়া দুই সের জল থাকন পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে; পরে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাহইতে আঠা বাহির করণার্থে সেই জল গরম উনুনের উপরে বসাইয়া রাখিবে।

ওজন।

১ ধানহইতে ১ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

ধুতূরা পাতার আঠা।

ধুতূরার পাতা .. .. ॥০ সের

ইহা বাটিয়া অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল গরম উনুনেতে বসাইয়া ক্রমে শুষ্ক করাইয়া আঠা নির্গত করিবে।

ওজন।

২ ধানহইতে ২॥০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

ধুতূরার প্রলেপ।

ধুতূরার পাতা .. .. ॥০ সের

চর্ব্বি.. .. .. ১ সের

প্রথমে ধুতূরার পাতাকে উত্তমৰূপে বাটিয়া পরে তাহাতে ঐ চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

বাতদ্বারা কোন স্থানে রক্ত জমিলে উক্ত লেপে সুস্থ হয়।

পারা ও হাইদ্রাইওডেট পতাস লেপ।

পারার লেপ..	৪ ভাগ
সাবান..	২ ঐ
হাইদ্রাইওডেট পতাস	২ ঐ
কর্পূর	১ ঐ

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

গাঁইট ফুলিলে কিম্বা বহু দিবসের ফুলাতে দেওয়া যায়।

পারা ও নিশাদল আরখ।

গন্ধক	৪ রতি
জৈতুন কিম্বা নারিকেল তৈল ..	৩০ ঐ

এই তৈল গরম করিয়া তাহাতে গন্ধক মিশ্রিত করিয়া তাহা ঠাণ্ডা হইলে পরে তাহাতে পারা ৴১০ ছটাক মিশাইবা; তাহার পরে নিশাদল অর্দ্ধ সেরকে গলাইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবা; পরে ঠাণ্ডা হওন

পর্য্যন্ত ঐ ঔষধকে খলের দ্বারায় উত্তমৰূপে পি-
ষিবে; এই মতে তাহা তৈয়ার হইবে।

উপকার।

নানা প্রকার ফুলাতে ও গাঁইট ফুলিলে ঐ ঔষধ মর্দ্দন করিবে, এবং কলিজা বড় হইলে বক্ষঃস্থ-
লেতে রোজ২ তাহা লাগাইবে।

রেড প্রিসিপিটেট।

চিহ্ন।

লালবর্ণ গুঁড়া; আস্বাদন ধাতুর ন্যায়; গন্ধ নাই।

উপকার।

নানা প্রকার ঘায়েতে, বিশেষতঃ পুরাতন ঘায়েতে তাহার ময়লা নাশ করিবার নিমিত্তে দেওয়া যায়।

রেড প্রিসিপিটেট লেপ।

রেড প্রিসিপিটেট	১ ভাগ
চর্ব্বি	১ ঐ
মোম	২ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমৰূপে মর্দ্দন করিবে। কিম্বা

রেড প্রিসিপিটেট	১ ভাগ
শুদ্ধ লেপ	১ ঐ

ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমৰূপে খল করিবে।

উপকার।

নানা প্রকার পুরাতন ঘায়েতে দেওয়া যায়।

বর্ম্মিলিয়ন, অর্থাৎ হিঙ্গুল।

জন্ম।

যে২ স্থানে পারা ও গন্ধক একত্র জমাট হয়, সেই২ স্থানহইতে ঐ দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

চিহ্ন।

লালবর্ণ; বড় ভারি; ও তাহার মধ্যে পারার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র২ চিক্কণ বস্তু দৃশ্য হয়, এবং চোঁ-চের ন্যায় রোয়া২ দৃশ্য হয়।

উপকার।

পারার ন্যায়।

হিঙ্গুল লেপ।

হিঙ্গুল	৪৫	রতি
খালি লেপ..	৬০	ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে খল করিবে।

উপকার।

পুরাতন ঘা ও চুলকানি সুস্থ হয়।

কালামিল্‌।

জন্ম।

পারাহইতে তৈয়ার হয়।

উপকার।

ইহাতে মুখ আইসে; কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; এবং কলিজার রোগেতে দেওয়া যায়।

ওজন।

মুখ আনিবার কারণ অর্দ্ধ রতি করিয়া ছয় দিন খাওয়াইবে।

কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্যে ৩ রতিহইতে ৬ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

কলিজার রোগে ১।।০ রতি করিয়া দুই দিবস দুই ২ বার খাওয়াইবে।

লবঙ্গ।

জন্ম।

বিশেষ ফুলের কুঁড়ি।

উপকার।

বলদায়ক; কৃমিনাশক; ও অন্য২ নানা প্রকার ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

লবঙ্গের তৈল।

জন্ম।

লবঙ্গহইতে চুয়াইতে হয়।

চিহ্ন।

কালোবর্ণ, তৈলের ন্যায়; গন্ধ ও আস্বাদন লবঙ্গের ন্যায়।

ওজন।

এক বারেতে দুই ফোঁটাহইতে ৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

লবঙ্গের জল।

লবঙ্গের চূর্ণ	..	..	..	..	১১ মাষা
গরম জল	..	..	..	..	।।০ সের

এই চূর্ণকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত গরম জলেতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

অন্য ২ ঔষধের গন্ধ ও স্বাদ গুপ্ত করণার্থে তৎসঙ্গে মিশ্রিত করা যায়।

ওজন।

অর্দ্ধ ছটাক ওজনে ব্যবহার করিবে।

কাবাবচিনি।

উপকার।

অল্প বলদায়ক; বায়ুনাশক; এবং তাহার আস্বাদন প্রযুক্ত অন্য ২ ঔষধেতে মিশ্রিত হয়।

ওজন।

৫ রতিহইতে ১৫ রত্তি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

কলোসিস্থ।

জন্ম।

এক প্রকার বনশশার ফল।

উপকার।

দাস্ত খোলাসা হয়।

ওজন।

৫ রতিহইতে ৭৷৷৹ রতি পর্য্যন্ত লইয়া অন্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট কলোসিস্থ।

চিহ্ন।

কালোবর্ণ আঠার ন্যায়। তাহার আস্বাদন ও গন্ধ তিক্ত।

উপকার।

দাস্ত হয়।

ওজন।

২৷৷৹ রতিহইতে ৫ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

মৌরি।

উপকার।

বায়ু ও পেটের দরদ নাশ করে। এবং অন্য ২ ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে ১০ দশ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

মৌরির আরখ।

চিহ্ন।

তৈলের ন্যায়, তাহার গন্ধ ও আস্বাদন মৌরির ন্যায়।

ওজন।

৫ টোপাহইতে ১৫ টোপা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে সকলি।

হিঙ্গু।

জন্ম।

এক বৃক্ষের আঠা।

চিহ্ন।

অল্প হরিদ্রাবর্ণ, তাহার গন্ধ ও আস্বাদন পেঁয়াজের ন্যায় গরম।

উপকার।

বলদায়ক। আর শিরঃপীড়া কিম্বা কাস হইলে এবং গর্ব্ভের রোগাদিতে দেওয়া যায়।

ওজন।

২।।৹ রতিহইতে ১৹ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

হিঙ্গুর জল।

হিঙ্গু	৬৹ রতি
জল	।।৹ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে।

ওজন।

৩৹ রতিহইতে ৬৹ রতি পর্য্যন্ত, এই ওজনে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে সকলি।

হিঙ্গুর আরখ।

হিঙ্গু	৵১৹ ছটাক
আল্‌কোহল	১ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চতুর্দশ দিবস পর্য্যন্ত কার্কবদ্ধ করিয়া রাখিবে, কিন্তু প্রত্যহ এক ২ বার লাড়িয়া দিবে: পরে ছাঁকিয়া লইয়া ৩৹ রতিহইতে ৬৹ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

ইপকেক কিম্বা ইপকেকুয়াহ্না।

জন্ম।

এক বৃক্ষের মূল।

উপকার।

ইহাতে বমি হয়, ঘাম নির্গত হয়, এবং কফ নির্গত হয়, আর নানা প্রকার ভেদেতে দেওয়া যায়।

ওজন।

বমি হইবার জন্য ১০ রতিকে উষ্ণ জলেতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে, আর কাস বন্ধ হইবার জন্য দুই ধান, ও ভেদ হইবার জন্য দুই ধান অন্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

ইপকেক ওয়াইন; ইপকেক আরখ।

ইপকেকের চূর্ণ	..	..	..	।।০	ছটাক
সেরি ওয়াইন ..	..	..	..	।।০	সের

এই চূর্ণকে অষ্টাহ পর্য্যন্ত ঐ মদিরাতে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে ছাঁকিয়া লইবে।

ওজন।

কাস বন্ধ কিম্বা ঘাম নির্গত হইবার জন্য এক বারেতে ১০ টোপাহইতে ২০ টোপা পর্য্যন্ত দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে। আর বমি হইবার জন্য ৭ মাষাহইতে ১৪ মাষা পর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল মিশাইয়া খাওয়াইবে।

ইপকেক সিরপ।

ইপকেকের চূর্ণ		..	..	..	।।০	ছটাক
দোবারামদ	..	..	..	..	।।০	সের
সিরপ ..	..	..	..	..	১	সের

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে কাস বন্ধ হইবার জন্য এক বারেতে ৩০ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে, আর বালক-দিগকে বমি করাইবার জন্য ১৫ রতিহইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

পিঙ্কবিয়ন বার্ক।

জন্ম।

পিঙ্ক দেশে উৎপন্ন এক বৃক্ষের ছাল।

চিহ্ন।

কাবাব চিনির ন্যায় খণ্ড২ অথবা চূর্ণ; অল্প লালবর্ণ; বড় তিক্ত।

উপকার।

বলদায়ক ও পালাজ্বরনাশক।

ওজন।

শরীরে বল পাইবার জন্য এক বারেতে ৫ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে। আর পালাজ্বর আরাম হইবার নিমিত্তে এক বারেতে ৩০ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে চারি বার খাওয়াইবে।

বার্ক টীঙ্কচর।

বার্কের চূর্ণ .. . . ৶০ ছটাক
দোবারামদ .. .. ২৷৹ সের

এই চূর্ণকে অষ্টাহ পর্য্যন্ত ঐ মদিরাতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া এক বারেতে ৩০ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

বলিষ্ঠ করে।

কুইনাইন।

জন্ম।

বার্কহইতে তৈয়ারি হয়। আস্বাদন বড় তিক্ত।

উপকার।

বলিষ্ঠ করে, প্লীহা নাশ করে, এবং শরীর দুর্ব্বল হইলে ও পালাজ্বর হইলে দেওয়া যায়।

ওজন।

দুর্ব্বলতা শুধরাইবার জন্য এক বারেতে এক ধান ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে। আর পালাজ্বর আরাম হইবার জন্য এক বারেতে ২।।০ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

জৈতুন তৈল।

জন্ম।

জিত বৃক্ষের ফলহইতে নিঙ্গড়াইলে হয়।

চিহ্ন।

অল্প হরিদ্রাবর্ণ; আস্বাদন অল্প মিষ্ট।

উপকার।

খাদ্য দ্রব্যে দেওয়া য়ায়, ও নানা প্রকার মালিস নরম করিবার জন্যে দেওয়া যায়।

সাবানের তৈল।

সাবান	⁄১০	ছটাক
আল্‌কোহল	১	সের

প্রথমে এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে কর্পূর ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে খল করিবে।

উপকার।

নানা প্রকার জখমেতে এবং বাতেতে দেওয়া যায়।

সাবান আর আফিমের মালিস।

উক্ত সাবানের তৈল	৪	ভাগ
লাদনম..	১	ঐ

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে সকলি।

কুঁচিলা।

জন্ম।

এক বৃক্ষের ফল।

উপকার।

অধিক খাইলে মাথা ব্যথা করে। আর মগজ ও ইন্দ্রিয়তারেতে ক্ষত হইলে ও পক্ষাঘাত হইলে তাহা ব্যবহার করা যায়।

ওজন।

এক বারেতে দুই ধানহইতে ২।।০ রতি পর্য্যন্ত দিবসের মধ্যে দুই বার খাওয়াইবে। কিন্তু এ ঔষধ বড় বিষতুল্য।

মেগ্নিসি।

চিহ্ন।

শুক্লবর্ণ চূর্ণ; অতিশয় হালকা। আস্বাদন খড়িমাটীর ন্যায়।

জন্ম।

পর্ব্বতীয় পাথরের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

ওজন।

এক বারে ৫ রতিহইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

উপকার।

অম্ল নাশ করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। বালকদিগকে খাওয়াইবার সময় তাহাতে অধিক রেউচিনি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

ফটকিরি।

উপকার।

নানা প্রকার ঘা শুষ্ক করিবার নিমিত্তে, বিশেষতঃ মুখের ঘায়েতে এবং চক্ষুতে দেওয়া যায়।

ওজন।

৫ রতি অবধি ১০ রতি পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

ফটকিরির খই।

গরম লৌহের উপরে দিলে তাহা গলিয়া অতিশয় হাল্কা ও শুক্লবর্ণ হয়। তাহা চূর্ণ করিয়া নানা প্রকার ঘায়েতে, বিশেষরূপে মুখের ঘায়েতে দেওয়া যায়। কাঁচা ফটকিরিহইতে ইহার তেজ অধিক।

আইরন;লৌহ।

উপকার ও ওজন।

বলদায়ক। ৫ রতিহইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

কার্ব্বণেট্ আফ আইরণ।

জন্ম।

লৌহ কলঙ্কহইতে হয়।

চিহ্ন।

লালমৃত্তিকাবর্ণ চূর্ণ; বড় ভারি; গন্ধ নাই; আস্বাদন মৃত্তিকার ন্যায়।

উপকার।

বলদায়ক, আর ইন্দ্রিয়তার ব্যথা করিলে ঐ ঔষধ দেওয়া যায়।

ওজন।

২।।০ রতিহইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

আইরণ প্লাষ্টর।

লৌহ কলঙ্কের মলম।

বর্গণ্ডি পিচ কিম্বা ধূনার মলম কাপড়েতে লাগাইয়া প্রয়োজনানুসারে তাহার উপরে লৌহ কলঙ্ককে চূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিবে।

উপকার।

কোন প্রকার দুর্ব্বল জখমের উপরে ঐ মলমের পটী দেওয়া যায়, কিন্তু উক্ত বিষয় আরাম হওন পর্য্যন্ত ঐ পটী লাগিয়া থাকে, তাহা আরাম হইলে পরে আপনি উঠিয়া যায়।

সল্‌ফেট আব্‌ আইরণ; হিরাকস।

উপকার।

কসান, এবং বলদায়ক।

ওজন।

২ ধানহইতে ২।।০ রতি পর্য্যন্ত বটিকা তৈয়ার

করিয়া, কিম্বা মাথগুড়েতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াই-
বে, কিম্বা অন্য কোন ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিবে।

সল্‌ফেট্‌ জিঙ্ক।

উপকার।

কসান, ও বলিষ্ঠ ও বমি হইবার নিমিত্তে ও পালাজ্বরেতে দেওয়া যায়। এবং বিষ বমি করিবার নিমিত্তে দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে দুই ধান কিম্বা ১ রতি হিসাবে দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

আর বমি করিবার নিমিত্তে ৫ রতিহইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।

তুঁতিয়া।

উপকার।

শরীরকে বলবান করে, ও কসান হয়, এবং বমি হয়। এবং নানা প্রকার ঘায়েতে কিম্বা চক্ষু উঠিলে দেওয়া যায়।

ওজন।

বলবৃদ্ধির নিমিত্তে ১ ধানহইতে ১ রতি পর্য্যন্ত, ও বমি হইবার নিমিত্তে ২ রতি অবধি ৬ রতি পর্য্যন্ত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

সফেদা।

চিহ্ন।

সফেদ চুণের ন্যায়।

জন্ম।

যে২ স্থানে সীসা জন্মে এমত নানা স্থানে সীসার সম্বলিত দেখা যায়।

উপকার।

কষা মলমের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া নানা প্রকার ঘায়েতে দেওয়া যায়।

শূগর আব্ লেড।

চিহ্ন।

মোটা চূর্ণ; শুক্লবর্ণ; আস্বাদন মিষ্ট এবং কষা।

জন্ম।

শিরকা ও সীসাহইতে তৈয়ার হয়।

উপকার।

ভেদ ও নানা প্রকার রক্ত গমনেতে অর্থাৎ ফুসফুসহইতে কিম্বা নাসিকাহইতে কিম্বা গর্ব্ভহইতে রক্ত পতন হইলে দেওয়া যায়। এবং জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নানা প্রকার ঘায়েতে দেওয়া যায়, ও নানা প্রকার ফুলাতে দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে ১ রতিহইতে ৫ রতি পর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল কিম্বা শিরকা মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে।

শূগর আব্‌ লেড লেপ।

শূগর আব্‌ লেড চূর্ণ	৬০	রতি
পরিষ্কার মোম	৵০	ছটাক
জৈতুন কিম্বা নারিকেল তৈল ..	৪	ঐ

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা খল করিবে।

উপকার।

পোড়া ঘায়েতে কিম্বা ফোড়ার ঘায়েতে কিম্বা অন্য ২ নানা প্রকার ঘায়েতে বড় দরদ হইলে ইহা দিলে সে ঠাণ্ডা হয়।

তার্ত্তর ইমেটিক।

উপকার।

বমি হয়, ঘাম নির্গত হয়, কফ বাহির করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে; চর্ম্মের উপরে লাগাইলে ঘা হয়, আর জ্বর হইলে শরীরহইতে ঘাম নির্গত হইবার জন্যে খাওয়াইতে হয়।

ওজন।

বমি হইবার নিমিত্তে দুই ধানহইতে ১ রতি পর্য্যন্ত

জলেতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। কোষ্ঠ হইবার নিমিত্তে অর্দ্ধ রতিকে অর্দ্ধ ছটাক জলেতে কিম্বা অন্য কোন ঔষধেতে মিশ্রিত করিয়া তাহা ১২ ভাগ করিয়া দুই২ ঘণ্টান্তরে এক২ ভাগ খাওয়াইবে। আর ঘাম কিম্বা কফ নির্গত করিবার নিমিত্তে দুই ধান ওজনে লইয়া অষ্ট ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ খাওয়াইবে।

আণ্টিমোনিয়ন ওয়াইন।

তার্ত্তর ইমেটিক	২০ রতি
ওয়াইন	।।০ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে।

ওজন।

বমি হইবার নিমিত্তে এক বারেতে ১ তোলা ওজনে এক ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে। আর ঘাম নির্গত হইবার জন্য এক তোলাকে ১ পোয়া জলেতে মিশ্রিত করিয়া অষ্ট ভাগ করিয়া দুই ২ ঘণ্টান্তরে এক ২ ভাগ খাওয়াইবে।

আণ্টিমোনিয়ন জল।

তার্ত্তর ইমেটিক..	১ রতি
জল..	।।০ সের

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া নিত্য জ্বরেতে এক বারে দুই তোলা ওজনে তিন ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

তার্ত্তর ইমেটিক ঐণ্টমেণ্ট; আণ্টিমোনিয়ন ঐণ্টমেণ্ট।

তার্ত্তর ইমেটিক	২ তোলা
চর্ব্বি..	৵০ ছটাক

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

মাংসের ভিত্তরের দরদ টানিবার নিমিত্তে দেওয়া যায়।

ওজন।

এক বারেতে ১৫ রতি ওজনে প্রত্যহ দুই বার শরীরের চর্ম্মের উপরে লাগাইয়া ঘসিয়া দিবে; পরে সেই স্থানে ক্ষুদ্র ২ ফোস্কা উঠিলে বেদনা নাশ হইবে।

রেড্ প্রিসিপিটেট লেপ।

রেড্ প্রিসিপিটেট	৫ রতি
শ্বেত তুঁতিয়া	১০ ঐ
খালি লেপ	⁄০ ছটাক

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমৰূপে খল করিয়া প্রলেপ তৈয়ারি করিবে।

উপকার।

চক্ষু উঠিলে ঐ ঔষধ প্রতিদিন চক্ষুর পাতার নীচে লাগাইয়া ঘসিতে হয়।

আর্শনিক বটিকা।

শ্বেত সম্বল..	২ ধান
সাবান	২০ রতি

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ৩০ টী বটিকা তৈয়ারি করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

বালকদিগের জ্বর হইলে ঐ ঔষধ ব্যবহার করিবে

বমি হইবার ঔষধ।

ইপকেক।

ইপকেক	১০ রতি

ইহাকে উত্তমৰূপে চূর্ণ করিয়া এক কাঁচ্চা জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে, তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্বে উষ্ণ জল বারেক দুই বার খাওয়াইবে।

উপকার।

ইহাতে বমি হইবে, তাহা হইলে উদর ও ফুসফুস

পরিষ্কার হইবে। জ্বর ও সরদি এবং কাস হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়।

ইপকেক ও তার্ত্তর ইমেটিক।

ইপকেক	৫ রতি
তার্ত্তর ইমেটিক	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল তাহাতে মিশাইয়া খাওয়াইবে, পরে উদর পুরিয়া উষ্ণ জল পান করাইবে। ইহাতে আমাশয় ও কলিজা পরিষ্কার হয়, ও কখন২ ভেদ হয়।

উপকার।

সরদি ও কাস এবং ফুসফুসের জ্বরেতে ঐ ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

তুঁতিয়া।

তুঁতিয়া চূর্ণ ১ রতি অবধি ৩ রতি পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে, পরে উষ্ণ জল পান করাইবে।

উপকার।

দৈবাৎ কোন প্রকার বিষ খাইলে তাহা শীঘ্র বমি করিবার নিমিত্তে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

শ্বেত তুঁতিয়া।

শ্বেত তুঁতিয়া	১০ রতিকে

উত্তমৰূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে, পরে উষ্ণ জল পান করাইবে।

উপকার।

ইহাতে হঠাৎ বমন হয়, এই জন্যে বিষাদি খাইলে এই ঔষধ শীঘ্র খাওয়াইবে।

রাই সরিষা।

রাই সরিষা .. . . ৪ মাষাকে উত্তমৰূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

ইহাতে শীঘ্র বিষ বমি হইয়া পড়ে।

প্রস্রাবজনক ঔষধ।

কপিভা।

কপিভা .. .. ১০ ভাগ
মেগ্নিসি .. .. ২ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক ২ বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক বারে দুইটী ২ করিয়া দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

উপকার।

প্রস্রাব কম হইলে কিম্বা প্রস্রাবনলী জ্বালা

করিলে অথবা মেট্যা বেদনা করিলে উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

স্কুইল ও কালামিল।

স্কুইল চূর্ণ	১ ভাগ
কালামিল	১ ঐ
সাবান	১ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত দুই রতি পরিমাণ এক ২ বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসের মধ্যে দুই সন্ধ্যাতে দুইটী ২ খাওয়াইবে।

উপকার।

জলোদরী রোগেতে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কালামিল ও ডিজিটেলিসাদি।

কালামিল	১ ভাগ
ডিজিটেলিস	২ ঐ
স্কুইল চূর্ণ	১ ঐ
হিঙ্গু	৬ ঐ
একষ্ট্রাকট্ জেন্‌সন	৬ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত ২।।০ রতি পরিমাণ এক২ বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসের মধ্যে দুই সন্ধ্যায় দুইটী২ খাওয়াইবে।

উপকার।

প্রস্রাব দোষ জন্মিলে ও দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

স্কুইল ও সোরা।

স্কুইল	৬ রতি
সোরা	৩০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছয় ভাগ করিবে, প্রত্যেক ভাগেতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে দুই ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

ঘন২ প্রস্রাব করিতে মানস হইলে কিম্বা মেটিয়াতে বেদনা হইলে ঐ ঔষধ খাওয়াইবে।

অন্য ঔষধ।

সুইট স্পিরিট নাইটর	২ তোলা
বিনিগার স্কুইল	৬০ রতি

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক বারে তিন মাষা ওজনে দিবসের মধ্যে পাঁচ বার জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

মোটয়াতে ব্যথা এবং প্রস্রাব বন্ধ কিম্বা অল্প২ হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

ক্রীম তার্ত্তর।

ক্রীম তার্ত্তর	২ তোলা
জল	১ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতি বারে দুই তোলা খাওয়াইবে।

উপকার।

শরীরে জ্বর থাকন কালে পিপাসা হইলে উক্ত জল পান করাইতে হয়।

জালপ ও স্কুইল।

জালপের চূর্ণ	৩০	রতি
বিনিগার স্কুইল	৩০	ঐ
জল	৵০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত তিন ভাগ করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বারে সমুদয় খাওয়াইবে।

উপকার।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়।

কল্‌চিকম ও স্কুইল।

কল্‌চিকম ওয়াইন	১	তোলা
বিনিগার স্কুইল	১	ঐ
লাদনম	৪০	ফোঁটা
জল	১	তোলা

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক বারে তিন মাষা পরিমাণে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

তারপিন তৈলাদি।

তারপিন তৈল	১০০ ফোঁটা
গোঁদ	৩০ রতি
চিনি	৩০ ঐ
পিপেরমেণ্ট	২০ ফোঁটা
জল	৵০ ছটাক

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক বারে ১ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

উপকার।

মেটিয়াতে বেদনা হওয়াতে রক্তবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ও পাথরি আটকাইয়া বেদনা হইলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

কপিভাদি।

হথর	১ তোলা
কপিভা	১ ঐ
গোঁদ	৩০ রতি
স্পিরিট লেবণ্ডর	৩০ ঐ
জল	৵০ ছটাক

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক

বারে ১ তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে দুই বার খাওয়াইবে।

উপকার।

প্রমেহ রোগেতে এই ঔষধ বড় গুণকারী হয়।

স্কুইল ও ডিজিটেলিস।

বিনিগার স্কুইল.. .. .. .. ৴০ ছটাক
টীঙ্কচর ডিজিটেলিস.. .. .. ৴০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শোথ রোগেতে মর্দ্দন করিলে উপকার হইবে।

পাথরিনাশক ঔষধ।

সাবান গুলি।

শ্বেত সাবান .. .. ৩০ রত্তিতে
পোনেরটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া দুই২ ঘণ্টান্তরে এক২ বটিকা খাওয়াইবে।

উপকার।

পাথরি রোগের আরম্ভে এই ঔষধ খাওয়াইলে উপকার হয়।

সোদা গুলি।

সোদা .. .. ৩০ রত্তি
সাবান .. .. ২০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত ৩০ টী বটিকা

প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ তিন বারে তিনটী খাও-য়াইবে।

উপকার।

এই ঔষধ খাওয়াইলে মেটিয়াতে পাথরি জন্মিতে পারে না।

অন্য ঔষধ।

সোদা	৩০	রতি
টীঙ্কচর কলম্বা..	৴০	ছটাক
জল	৴১০	ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক বারে ১ তোলা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়া-ইবে, ইহাতে উক্ত রোগের উপকার দর্শাইবে।

চূণের জল।

গুঁড়া চূণ	৬০	রতি
জল	১	সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই তোলা পরিমাণে দিবসের মধ্যে দুই ২ কিম্বা তিন ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

উদরের অম্ল নাশ করে, ও তাহাহইতে যে পাথরি জন্মে তাহাও নাশ করে।

ঘাম নির্গত হওনের ঔষধ।

সোরা ও ইপকেক।

সোরা	.. ..	৩০ রতি
ইপকেক	.. ..	।।০ ঐ
কালামিল	.. ..	৩ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ ভাগ করিয়া প্রত্যহ দুই ২ ঘণ্টান্তরে এক ২ ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

নিত্য জ্বরেতে কিম্বা ঘাম বন্ধ হইলে এই ঔষধ যথেষ্ট উপকারী হয়।

আফিম ও সোরা।

আফিম	.. ..	১।।০ রতি
সোরা	.. ..	১৫ ঐ
ইপকেক	.. ..	১ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ৬ ভাগ করিয়া প্রত্যহ তিন কিম্বা চারি ২ ঘণ্টান্তরে এক ২ ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

নানা প্রকার জ্বরেতে যে সময়ে শরীর অত্যন্ত অস্থির হয়, এবং নিদ্রা না আইসে, সেই সময়ে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

অন্য ঔষধ।

ডোবার্স পাউডর.. .. .. .. ৫ রতিকে প্রত্যহ শয়ন কালে খাওয়াইবে।

উপকার।

জ্বর হইলে যদিস্যাৎ নিদ্রা না হয়, তবে এই ঔষধ খাওয়াইলে নিদ্রা হইবে।

আণ্টিমনি পৌডর ও কালামিল।

আণ্টিমুনি পৌডর	৩০	রতি
কালামিল	৩	ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ৬ ভাগ করিয়া নিত্য জ্বরেতে তিন২ ঘণ্টান্তরে এক২ ভাগ খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, এবং শরীর-হইতে ঘাম নির্গত হইবে।

সুইট স্পিরিট নাইটরাদি।

সুইট স্পিরিট নাইটর	৩০	রতি
আণ্টিমনিয়ন ওয়াইন	২০	ফোঁটা
জল	১	তোলা

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারে খা-ওয়াইবে; পুনঃ উক্ত পরিমাণানুসারে প্রত্যহ তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

জ্বর হইলে এই ঔষধে ঘাম নির্গত হয়, এবং জলোদরী রোগেতেও ইহা ব্যবহার হয়।

কফ নির্গত হইবার ঔষধ।

সল্‌ফেট জিঙ্ক ও গন্ধরস।

সল্‌ফেট জিঙ্ক	.. ..	১ ভাগ
গন্ধরস (Myrrh)	.. .. ..	৯ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিবে, পরে দিবসের মধ্যে দুই সন্ধ্যায় দুইটী খাওয়াইবে।

উপকার।

জলকাসী হইয়া বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ ব্যবহার হয়।

তার্ত্তর ইমেটিক ও আফিমাদি।

তার্ত্তর ইমেটিক	.. ..	১ ভাগ
আফিম	.. ..	১ ঐ
গোঁদ	.. ..	৩ ঐ
সাবান	.. ..	১ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই রতি ওজনে এক২ বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ দুইটী২ খাওয়াইবে।

উপকার।

বহু দিবসের কাস যদিস্যাৎ ফুসফুসকে দুর্ব্বল করিয়া থাকে, তবে উক্ত ঔষধ খাওয়াইলে উপকার হইবে।

আফিম ও স্কুইলাদি।

আফিম	৩ ভাগ
স্কুইল	৮ ঐ
তার্ত্তর ইমেটিক	১ ঐ
কালামিল	৪ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে একটী ২ খাওয়াইবে।

উপকার।

কাসী অল্প হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

ইপকেক ও হিঙ্গু।

ইপকেক	১ ভাগ
হিঙ্গু	২ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি ওজনে এক২ বটিকা করিয়া প্রত্যহ তিন বারে তিনটী খাওয়াইবে।

উপকার।

কাসী হইলে কিম্বা শ্বাসকাস হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

সোরা ও ইপকেক।

সোরা	৩০ রতি
ইপকেক	৩ ঐ
গন্ধরস	৬ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র চূর্ণ করত চারি ভাগ করিয়া প্রত্যহ এক কিম্বা দুই ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

কাসী আর সরদি হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

অন্য ঔষধ।

ডোবর্স পাউডর .. .. .. ১০ রতিকে তিন ভাগ করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

সরদি হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

সোরা ও কালামিল।

সোরা	৩০ রতি
কালামিল	৩ ঐ
ইপকেক	৩ ঐ
আফিম	।।০ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ ভাগ করিয়া তিন ২ ঘণ্টান্তরে এক ২ ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

কাসীর সঙ্গে যদিস্যাৎ বক্ষঃস্থলে অতিশয় বেদনা হয়, কিম্বা শূল বিন্ধে, তবে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

জলবৎ ঔষধ।

যষ্টিমধু ও গোঁদাদি।

যষ্টিমধুর আরখ	৩০	রতি
গোঁদ	৬০	ঐ
গরম জল	৵০	ছটাক
সুইট স্পিরিট নাইটর	৬০	রতি
আণ্টিমনিয়ন ওয়াইন	৬০	ঐ
লাদনম	৪	ফোঁটা

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার ১ তোলা করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

কাসী ও সরদি হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

স্কুইল ও পেরিগরিকাদি।

স্কুইল শীরপ	১	তোলা
পেরিগরিক	৬০	রতি
আণ্টিমনিয়ন ওয়াইন	৩০	ঐ
গোঁদ	১৫	ঐ
জল	১	তোলা

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা ওজনে দুই২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

সরদি ও জলকাসী হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

ডিজিটেলিস ও লাদনম।

ডিজিটেলিস টীঙ্কচর	১	তোলা
লাদনম	৬০	ফোঁটা
জল	৴৫	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ মাষা ওজনে দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

উপকার।

যে সময়ে কাসিতে২ ফুসফুসহইতে রক্ত নির্গত হয়, সেই সময়ে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

হিঙ্গু ও লাদনমাদি।

হিঙ্গু	৩০	রত্তি
লাদনম	৪০	ফোঁটা
ইপকেক টীঙ্কচর	৩০	রত্তি
জল	৵০	ছটাক

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তিন মাষা পরিমাণে দুই২ ঘণ্টান্তরে বালকদিগকে খাওয়াইবে।

উপকার।

জলকাসী হইলে যে সময়ে ফুসফুসেতে অত্যন্ত

খেঁচ লাগে, অর্থাৎ বক্ষঃস্থল খেঁচিয়া ধরে, সেই সময়ে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

তিসি ও স্কুইল।

তিসির চূর্ণ	।।৹	ছটাক
স্কুইল	১	তোলা
জল	১	সের

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে, পরে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া তাহার সিটি ছাঁকিয়া ফেলিয়া প্রয়োজনানুসারে এক ছটাক করিয়া বারম্বার খাওয়াইবে।

উপকার।

কেবল সরদি হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

কৃমিনাশক ঔষধ।

কালামিল ও গেম্বুজ।

কালামিল..	২।।৹	রতি
গেম্বুজ	৩	ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ শীরকা তাহাতে মিশাইয়া এক বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

ইহাতে লম্বা সূতার ন্যায় সরু কৃমি সকল নষ্ট হয়।

কালামিল ও পিঙ্ক রুট।

কালামিল .. .. ২ রতি
পিঙ্ক রুট .. .. ৫ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেই সকল একে বারে খাওয়াইবে। তাহার পর-দিবস প্রাতঃকালে পুনরায় ঐ প্রকার করিয়া খাও-য়াইবে। এই ঔষধ দুই দিবস খাওয়াইবার ছয় ঘণ্টা পরে অর্দ্ধ ছটাক ভেরেণ্ডার তৈল খাওয়াইবে। কিন্তু বালকদিগকে খাওয়াইবার সময়ে তাহাদের বয়ঃক্রমানুসারে ঔষধের ন্যূনাধিক করিবে।

উপকার।

ইহাতে নানা প্রকার ক্রমি নষ্ট হয়।

অন্য ঔষধ।

কার্বোণেট আইরণ .. .. .. ৩ রতিকে তিন ভাগ করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক২ ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

যদিস্যাৎ পেটেতে ক্রমি হইয়া দুর্ব্বল করে, তবে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

জলবৎ ঔষধ।

তারপিন তৈল ও ভেরেণ্ডার তৈল।

তারপিন তৈল .. .. ৬০ রতি

ভেরেণ্ডার তৈল.. .. .. .. ১ তোলা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাওয়াইবে।

উপকার।

ইহাতে কৃমি নষ্ট হইবে।

ফোস্কাজনক ঔষধ।

ফোস্কাজনক মাছির আরখ।

এই আরখ প্রস্তুত পাওয়া যায়। ইহাতে পাতলা কাপড় ভিজাইয়া ফোস্কা করিবার স্থানে লাগাইয়া দিয়া তাহা যেন ভিজা থাকে, এই নিমিত্তে বারম্বার ঐ আরখ দিবে। তাহাতে সেই স্থানে ফোস্কা হইবে।

অন্য ঔষধ।

বাক্সিল .. .. ৵০ ছটাক

শূকরের চর্ব্বি .. .. ৵০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে২ ফোস্কাজনক মাছি অর্দ্ধ ছটাক তাহাতে মিশ্রিত করিবে।

উপকার।

শরীরের কোন স্থানে ফোস্কা করিতে মানস হইলে উক্ত ঔষধ প্রয়োজনানুসারে লাগাইবে।

তার্ত্তর ইমেটিক প্লাষ্টর।

ষ্টিকিং প্লাষ্টর আন্দাজ দুই বুরুলহইতে ছয় বুরুল পর্য্যন্ত লইয়া তাহার উপরে প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ তার্ত্তর ইমেটিক চূর্ণ করিয়া ছড়াইয়া দিবে। পরে ঐ চূর্ণ যেন তাহাতে মিশ্রিত হইয়া যায়, এই নিমিত্তে এক খানি ছুরি অথবা লোহা গরম করিয়া তাহার উপরে বুলাইবে। পরে তাহা ফোস্কা করিবার স্থানেতে লাগাইলে সে লাগিয়া রহিবে। তাহা দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিলে একটী ক্ষুদ্র ফোস্কা হইবে, কিন্তু তাহা লাগাইবার পরে তিন কিম্বা চারি দিবসের মধ্যে সে ফোস্কা ক্রমে ফুলিয়া উঠিবে; আর বহু দিবস পর্য্যন্ত রাখিলে ঘা হইবে। যদিস্যাৎ ঐ ফোস্কাকে বহু দিবস রাখিবার মানস কর, তবে ফোস্কা হইবার এক কিম্বা দুই দিবস পরে প্লাষ্টর উঠাইয়া লইবে, তাহার দুই কিম্বা তিন দিবস পরে পুনরায় বসাইবে।

উপকার।

শরীরের কোন স্থানে অত্যন্ত দাহ হইলে ঐ ঔষধ দেওয়া যায়, আর মাথাব্যথা করিলে ঘাড়েতে, এবং ফুসফুসেতে বেদনা হইলে বক্ষঃস্থলের উপরে লাগাইবে; কিম্বা অন্তঃকরণ বড় হইতে আরম্ভ হইলে তাহার উপরে লাগাইবে। এই প্রকার নানাবিধ রোগেতে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

ব্যথানাশক ঔষধ।

পারার লেপ ও কর্পূরাদি।

পারার লেপ	২ তোলা
কর্পূর	৬০ রতি
তারপিন তৈল	৬০ ঐ
শুদ্ধ লেপ	২ তোলা

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬০ রতি পরিমাণে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

শরীরের কোন স্থানে চর্ম্মের উপরে কিম্বা মাংসের ভিতরে বেদনা হইলে এই ঔষধ মর্দ্দন করিবে; কিন্তু এই ঔষধ শরীরে দিবামাত্রেই একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া যায়।

তার্ত্তর ইমেটিক লেপ।

তার্ত্তর ইমেটিক	৩. রতি
শুদ্ধ লেপ	।।০ ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ন্যূনাধিক অষ্ট মাষা ওজনে লইয়া চর্ম্মের উপরে লাগাইবে। এই ঔষধ সমুদয় প্রবেশ হওন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে।

তারপিন তৈলের মর্দ্দন।

তারপিন তৈল	৵০	ছটাক
সরিষার তৈল	৵০	ঐ
কর্পূরের আরখ	৷৷০	ছটাক
হার্চহর্ণ	৩০	রতি

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে মর্দ্দন করিবে।

উপকার।

জখম হইলে কিম্বা গাঁইটে বেদনা হইলে এবং বাত হইলে ঐ ঔষধ মর্দ্দন করিবে।

সাবান মর্দ্দন।

সাবান	২	তোলা
জল	২	ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম করিলে দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইবে, পরে

হার্চহর্ণ	২	তোলা
লাদনম	২	ঐ
কর্পূর	২	ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে মর্দ্দন করিবে।

উপকার।

উক্ত অনুসারে।

অন্য ঔষধ।

নারিকেল তৈল	২	তোলা
হার্চহর্ণ	২	ঐ
তার্ত্তর ইমেটিক	৬০	রত্তি

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

বহু দিবসের ফুলার উপরে মর্দ্দন করিলে তাহা সুস্থ হইবে।

লাদনম ও কর্পূর।

লাদনম	৴০	ছটাক
ইথর	৴০	ঐ
কর্পূর	৴০	ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে বেদনাদির উপরে মর্দ্দন করিবে।

উপকার।

বাত হইলে কিম্বা কর্ণ পাকিলে এবং বেদনা হইলে তাহার চতুর্দ্দিগে মর্দ্দন করিলে সে সকল ভাল হইবে।

আলকাতরা ও কর্পূর।

কর্পূর	১	তোলা
আলকাতরা	৪০	ফোঁটা

প্রথমে এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে,

আলকাতরা .. .. ২ তোলা

তাহাতে মিশ্রিত করিবে, পরে,

সরিষার তৈল.. .. .. .. ।১০ ছটাক

তাহাতে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

গাঁইট বদ্ধ হইলে তাহাতে যদি মৰ্দ্দন কর, তবে সুস্থ হইবে।

কর্পূর ও তারপিন তৈল।

কর্পূর	২	তোলা
সরিষার তৈল..	৵০	ছটাক
তারপিন তৈল	৩	তোলা

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

বাতেতে মৰ্দ্দন করিলে সুস্থ হয়।

আল্‌কোহল ও লঙ্কামরিচ।

আল্‌কোহল	৵০	ছটাক
জল	৵০	ছটাক

লঙ্কামরিচ	১	তোলা

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক দিবস ভিজাইয়া রাখিবে, পরে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

ইন্দ্রিয়তার বেদনা করিলে মর্দ্দন করিতে হয়।

পোলটীস।

গোলমরিচ ও রাই।

গোলমরিচ	৩০	রত্তি
রাই সরিষা	৩০	ঐ
শুঁঠ..	৩০	ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া কাদার ন্যায় করিবে।

উপকার।

উদরে বড় বেদনা করিলে তাহার উপরে অৰ্দ্ধ অঙ্গুলি মোটা ঐ পোলটীস বসাইবে। ওলাউঠা রোগেতে ঐ ঔষধ উপকারী হয়; এবং জ্বর হইলে পায়ের তালুয়াতে লাগাইলে শরীরহইতে ঘাম নির্গত হয়।

রাই সরিষার পোলটীস।

রাই সরিষা চূর্ণ .. .. ১ ভাগ
ময়দা .. .. ১ ঐ

এই তুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ গরম জল তাহাতে মিশাইয়া কাদার ন্যায় করিবে; পরে নেকড়ার উপরে লাগাইয়া স্থানবিশেষে বিবেচনা করিয়া বসাইয়া দিবে, ইহাতে বেদনা নাশ হয়।

উপকার।

উক্ত অনুসারে। কোন স্থানের চর্ম্ম যদিস্যাৎ মোটা হয়, ও সেই স্থানে পোলটীস বসাইতে হয়, তবে সেই পোলটীসেতে রাই সরিষা বিস্তর করিয়া লাগাইবে; কিন্তু বালকদিগের পোলটীসেতে রাই সরিষা কিঞ্চিৎ কম করিয়া দিবে, কারণ তাহাদিগের শরীরের চর্ম্ম অতি পাতলা, উক্ত ঔষধের তেজ সহ্য করিতে পারিবে না।

রসুনের পোলটীস।

রসুনকে প্রথমে হামামদিস্তাতে কুটিবে, পরে তাহাতে কিঞ্চিৎ ময়দা মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে উক্ত অনুসারে কাদার ন্যায় করিবে।

উপকার।

উপর লিখিত অনুসারে সকলি হয়।

আঙ্গারের পোলটীস।

আঙ্গার	১ ভাগ
ময়দা	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম দুগ্ধ তাহাতে মিশাইয়া উক্ত অনুসারে পোলটীস বানাইবে।

উপকার।

পচা ঘায়েতে দিলে তাহার দুর্গন্ধ নাশ ও পরিষ্কার হয়।

সিটন করিবার ধারা।

অঙ্গুলির দ্বারা চর্ম্ম টানিয়া ধরিয়া তাহার নীচে ছিদ্র করিয়া মোটা সূতলি কিম্বা ফিতা আন্দাজ ডেড় হাত লম্বা সিটনের দ্বারা তাহার ভিতরে গলাইয়া দিয়া তাহার দুই মুখকে একত্র করিয়া একটী গাঁইট দিবে, পরে যেন ঘা হয়, এই জন্যে রোজ২ তাহা চালাইবে। আর ব্যাধি যাবৎ সুস্থ না হয়, অথবা সেই চর্ম্ম যাবৎ ছিঁড়িয়া না যায়, তাবৎ তাহা থাকিবে। যদিস্যাৎ কেবল সূতাতে ঘা না হয়, তবে কিঞ্চিৎ পারার প্রলেপ ঐ সূতাতে লাগাইয়া দিবে।

উপকার।

শরীরের ভিতরে কোন স্থানে দাহ হইলে কিম্বা ব্যথা করিলে, কিম্বা মগজের রোগ হইলে উক্ত মত

করিতে হয়। আর বহু দিবসের পুরাতন ঘা শুষ্ক করিবার নিমিত্তে কখন২ তাহার নিকটে সিটন বসাইয়া নূতন ঘা করিলে সেই পুরাতন ঘা শুষ্ক হইতে পারে।

ইসু অর্থাৎ ঘা করণ।

যে স্থানে ঘা করিবার মানস হইবে, সেই স্থানে বিষ্টর বসাইবে, তাহাতে ফোস্কা হইয়া তাহার চর্ম্ম ছিঁড়ে গেলে তাহাতে যদিস্যাৎ আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া যায়, তবে সে ঘা শুষ্ক হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে।

অন্য প্রকার।

প্রথমে ব্লিষ্টর বসাইয়া একটী ক্ষুদ্র ফোস্কা করিবে, পরে তাহার চর্ম্ম ছিঁড়িয়া দিয়া প্লাষ্টর-দ্বারায় একটী মটর কিম্বা পাথর তাহার ভিতরে বসাইয়া দিলে তিন কিম্বা চারি দিবসের মধ্যে ঘা হইবে।

লূনার কষ্টিক।

লূনার কষ্টিক	২	রতি
জল	।।০	ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

চক্ষুর রোগে কিম্বা খালি ঘায়ে পালকের দ্বারা এই ঔষধ লাগাইলে সুস্থ হইবে।

ফটকিরি ভস্ম।

ফটকিরি গরম লোহাতে রাখিয়া উষ্ণ করিয়া চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণ কোন প্রকার পুরাতন ও নালি ঘায়েতে দিলে তাহা শুষ্ক হইবে।

শ্বেত সম্বল।

শ্বেত সম্বল (আর্শনিক)	৩০	রতি
শুদ্ধ লেপ	⁄১০	ছটাক

প্রথমে লেপকে অগ্নিতে গরম করিবে, পরে আর্শনিক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে মিশাইয়া এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাথরের হামামদিস্তাতে খল করিবে, পরে আন্দাজ ১০ রতি ওজনে লইয়া নেকড়ার পটীতে লাগাইয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

কখন ২ ছোট আবু ক্ষয় করিবার নিমিত্তে ইহা লাগান যায়।

পোড়াইবার বিবরণ।

পোড়াইবার নানা প্রকার উপায় আছে, কিন্তু গরম লোহার দ্বারা পোড়াইলে ভাল হয়।

উপকার।

মেরুহাড়ের রোগ কিম্বা ইন্দ্রিয়তার অচেতন হইলে কিম্বা প্লীহা বড় হইলে তাহার উপরে গরম লৌহ বসাইয়া পোড়াইয়া দিবে।

রসকর্পূর ও চূণের জল।

রসকর্পূর	।।০ রতি
চূণের জল	।।০ ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

নানা প্রকার ঘা, বিশেষতঃ গরমি ব্যামোহের ঘা উক্ত ঔষধের দ্বারা ধৌত করাইতে হয়।

বোজি।

শলাকার মুখের দ্বারা লিঙ্গের ভিতরে যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহাকেই বোজি বলা যায়।

লূনার কষ্টিক বোজি।

শলার মুখেতে কিঞ্চিৎ মোম লাগাইবে, কিন্তু ঐ মোম মোটা না হইয়া বরাবর সমান থাকিবে। পরে যেন তাহার মুখে ছোট গর্ত্ত হয়, এই জন্যে ঐ

মোমের অগ্রভাগহইতে কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া লইবে। পরে সেই গর্ত্তে অত্যল্প লূনার কষ্টিক বসাইয়া দিয়া তাহাকে লিঙ্গের ভিতরে গলাইয়া যে স্থানে ঐ ঔষধ দিবার প্রয়োজন আছে, সেই স্থানে তাহার মুখ পৌঁছাইয়া পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত রাখিবে, পরে তাহা গলিয়া গেলে শলা বাহির করিয়া লইবে।

উপকার।

লিঙ্গের ভিতরে কোন প্রকার ঘা হইলে কিম্বা তাহার ছিদ্র সরু হইলে এই বোজি ব্যবহার করা যায়।

টরপেনটাইন বোজি।

শলার মুখেতে তারপিন তৈল লাগাইয়া লিঙ্গের ভিতরে গলাইবে।

উপকার।

বহু দিবসের প্রমেহ রোগেতে ইহা করিতে হয়।

উক্ত মত করিবার জন্য যদি শলা না পাওয়া যায়, তবে এক খানি পাতলা নেকড়া, যাহার এক মুখ আন্দাজ এক বুরুল, অন্য মুখ ডের বুরুল চৌড়া, তাহা লইয়া মোমেতে ডুবাইয়া শলিতার ন্যায় শক্ত করিয়া পাকাইবে; পরে দুই খান তক্তার মধ্যে রাখিয়া ঘসিয়া চতুর্দ্দিগে সমান

করিয়া শলার ন্যায় করিবে, পরে উক্ত কর্ম্মাদি তদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে।

বলদায়ক ঔষধ।

কর্পূর ও গাঁজাদি।

কর্পূর	.. ..	১০ রতি
গাঁজা	.. ..	১০ ঐ
আফিম	.. ..	২॥০ ঐ
সাবান	.. ..	৩০ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত কুড়িটী বটিকা করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে একটী২ খাওয়াইবে। কতক দিবসের পর প্রতি দিন দুই সন্ধ্যায় দুইটী খাওয়াইবে।

উপকার।

স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব সুস্থ করিবার জন্য দেওয়া যায়।

হার্টহর্ণ।

হার্টহর্ণ	.. ..	৩০ ফোঁটা

কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া একে বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

কোন প্রকার জখমাদির দ্বারা অকস্মাৎ শরীর দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

সরিষা।

সরিষা .. .. ৩০ রতি

পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া যাবৎ ভেদ না হয় তাবৎ প্রতিদিন দুই তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

উদর দুর্ব্বল হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

সাসাফ্রাস তৈল।

সাসাফ্রাস তৈল .. .. .. ২০ ফোঁটা

জল .. .. ২ তোলা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাওয়াইবে।

উপকার।

স্ক্রফিউলা, অথবা যে রোগেতে শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয়, সেই২ রোগ শরীরে উৎপন্ন হইলে উক্ত ঔষধ খাওয়াইবে।

সরিষা ও ছেনার জল।

সরিষা .. .. ২ তোলা

ছেনার জল .. .. ১ ঐ

প্রথমে সরিষাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে ঐ জলেতে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে,

সেরি ওয়াইন .. .. ⁄১০ ছটাক

তাহাতে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক বারে ২ তোলা ওজনে দুই ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

যে সময়ে শরীর দুর্ব্বল হয়, ও আহার করিতে না পারে, সেই সময়ে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

ওয়াইন হোয়ে।

দুগ্ধ . .. . ১ তোলা

সেরি ওয়াইন .. .. ২ ঐ

প্রথমে দুগ্ধকে গরম করিয়া তাহাতে ওয়াইন মিশ্রিত করিবে, পরে উক্ত পরিমাণানুসারে খাওয়াইবে।

উপকার।

পূর্ব্বোক্ত অনুসারে।

শুঁঠ ও জল।

শুঁঠের চূর্ণ .. .. ৩০ রতি

গরম জল .. .. ।।০ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

অজীর্ণ রোগেতে এই ঔষধ ব্যবহার হয়।

বটিকা।

কুইনাইন	১	ভাগ
রেউচিনি	২	ঐ
লঙ্কামরিচ	৬	ঐ
একষ্ট্রাক্ট জেন্সন	৪	ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিয়া একটী ২ করিয়া দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

উপকার।

দুর্ব্বল জ্বর হইলে খাওয়াইবে।

কুইনাইন ও হিরাকস।

কুইনাইন	১	ভাগ
হিরাকস	২	ঐ
লঙ্কামরিচ	৬	ঐ
সাবান	৩	ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যাতে দুইটী খাওয়াইবে।

উপকার।

অজীর্ণ হইলে এই ঔষধ খাওয়াইবে।

কুইনাইন ও কলম্বা।

কুইনাইন	.. ..	১ ভাগ
কলম্বা	.. ..	৪ ঐ
একষ্ট্রাক্‌ট জেন্‌সন	.. .. ..	২ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২॥০ রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুইটী খাওয়াইবে।

উপকার।

শরীর দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

গোলমরিচ ও জেন্‌সন।

গোলমরিচ	.. ..	২ ভাগ
একষ্ট্রাক্‌ট জেন্‌সন	.. .. ..	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১॥০ রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিয়া একটী২ করিয়া ঘণ্টায়২ খাওয়াইবে।

উপকার।

শরীরে জ্বর থাকন সময়ে এই ঔষধ খাওয়াইবে। ইহাতে শরীরহইতে ঘাম নির্গত ও পেট পরিষ্কার ও জ্বরের হ্রাসতা হইবে, ও সেই সময়ে যদি-স্যাৎ অত্যন্ত ভেদ কিম্বা বমি হয়, তবে তাহাও বন্ধ হইবে।

আর্শনিক ও আফিম।

আর্শনিক	২ ভাগ
আফিম	৩ ঐ
সাবান	১০ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া একটী ২ করিয়া দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওইয়াবে।

তুঁতিয়া ও জেন্‌সন বটিকা।

তুঁতিয়া..	১ ভাগ
একষ্ট্রাক্‌ট জেন্‌সন	৪ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া একটী ২ করিয়া দিবসের মধ্যে তিনটী খাওয়াইবে।

উপকার।

পালাজ্বর হইলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

লৌহ ও জেন্‌সন।

উকা ঘর্ষিত লৌহ চূর্ণ (Iron filing)..	১ ভাগ
একষ্ট্রাক্‌ট জেন্‌সন	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া একটী ২ করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

শরীর দুর্ব্বল হইলে ও মন্দাগ্নি হইলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

বার্ক ও সোরা।

বার্ক চূর্ণ	২ তোলা
সোরা	২ ঐ
লবঙ্গ চূর্ণ	৩০ রতি

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ ভাগ করিয়া এক ২ ভাগ দুই ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

কারবোনেট আইরণ।

কারবোনেট আইরণ..	২ তোলা

চারি ভাগ করিয়া দিবসের মধ্যে দুই বারে দুই ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

ইন্দ্রিয়তার বেদনা করিলে কিম্বা গর্ব্ভহইতে রক্ত পতন হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়।

কারবোনেট আইরণ ও কলম্বা।

কারবোনেট আইরণ	১৫ রতি
কলম্বা..	১৫ ঐ
রেউচিনি	১৫ ঐ
শুঁঠ	১৫ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বারো ভাগ করিয়া এক ২ ভাগে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বারে তিন ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

পূর্ব্ব মত।

কারবোনেট আইরণ ও হিরাকস।

কারবোনেট আইরণ	৪৫ রতি
হিরাকস	২০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বারো ভাগ করিয়া এক দিবসের মধ্যে তিন বারে তিন ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

পূর্ব্বমত।

নাইট্রিক আসিড ও চিরতা।

নাইট্রিক আসিড	৫ ফোঁটা
চিরতা	৴০ ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারে খাওয়াইবে।

উপকার।

নানা প্রকার রোগের দ্বারা শরীর দুর্ব্বল হইলে কিম্বা অজীর্ণ হইলে এই ঔষধ উপকারী হয়।

ফাউলর সলুসন ও লাদনম।

ফাউলর সলুসন	৬০	ফোঁটা
লাদনম	৩০	ঐ
দালচিনির তৈল	৫	ঐ
জল	৴১০	ছটাক

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩০ রতি করিয়া দুই২ ঘণ্টান্তরে বালকদিগকে খাওয়াইবে।

উপকার।

জ্বর হইলে খাওয়াইতে হয়, ফলতঃ কুইনাইনের ন্যায় তাহার গুণ দর্শে।

বার্ক টীঙ্কচর।

বার্ক টীঙ্কচর	২	তোলা

লইয়া দুই২ ঘণ্টান্তরে ৩০ রতি করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

দুর্ব্বল জ্বরেতে এই ঔষধ উপকারী।

কলম্বা ও শুঁঠ।

কলম্বা	২	তোলা
শুঁঠ	৬০	রতি
গরম জল	।।৶	সের

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে

তাহা ছাঁকিয়া লইয়া তাহার শিটি সকল ফেলিয়া দিবে, পরে তুই তোলা করিয়া তুই২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

শরীর তুর্ব্বল হইলে ও মন্দাগ্নি হইলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

ম্যুরিয়েটিক আসিড ও নাইট্রিক আসিড।

ম্যুরিয়েটিক আসিড	.. .. ..	১৫ রতি
নাইট্রিক আসিড	.. .. ..	৩০ ঐ
জল	.. ..	।০ ছটাক

প্রথমে এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে

সুইট স্পিরিট নাইটর	.. ..	৬০ রতি

মিশ্রিত করিয়া তিন মাষা ওজনে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গুড়ের জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

কলিজার রোগেতে শরীর তুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

সকল প্রকার আসিড পক্ষির পালকের নলির দ্বারা খাওয়াইবে; নতুবা তাহা দন্তের গোড়ায় লাগিলে দন্ত কিঞ্চিৎ ক্ষয় হইবে।

নাইট্রিক আসিড ও জল।

নাইট্রিক আসিড	৩০	রত্তি
জল..	১	সের
মিছরি	২	তোলা

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই তোলা ওজনে তিন ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

গরমি রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে বল হয়, এবং নানা প্রকার দুর্ব্বল রোগেতে অন্য ২ বলদায়ক ঔষধের সঙ্গে ইহা মিশ্রিত করিয়া খাও-য়ান যায়।

জেন্‌সন ও জল।

জেন্‌সন চূর্ণ	১	তোলা
হার্টহর্ণ	১৫	রত্তি
গরম জল..	।।০	সের

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে তাহার জল ছাঁকিয়া লইয়া দুই ২ তোলা করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

শরীর দুর্ব্বল হইলে ও মন্দাগ্নি হইলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

আইওদাইন ও কালামিল লেপ।

আইওদাইন	১	ভাগ
কালামিল	১।।০	ঐ
শুদ্ধ লেপ	৪৫	ঐ

প্রথমে আইওদাইন ও লেপ এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে. পরে তাহাতে কালামিল মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

অণ্ডকোষ ও স্তন ফুলাদিতে দেওয়া যায়।

হাইদ্রাইওডেট পটাস।

হাইদ্রাইওডেট পটাস	১০	রতি
খালি লেপ	২	তোলা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

নানা প্রকার মাংসবৃদ্ধি অর্থাৎ কুঁচ্কী আদি হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়।

আইওদাইন ও সফেদ তুঁতিয়া লেপ।

আইওদাইন	৩০	রতি
সফেদ তুঁতিয়া	৩০	ঐ
পারার প্রলেপ	৵০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

উক্ত প্রকার।

নেশাজনক ঔষধ।

তিন প্রকার নেশা আছে। প্রথম, শরীরের রক্তের ধীর গতিকারী। দ্বিতীয়, বেদনা দমনকারী। তৃতীয়, নিদ্রাজনক।

প্রথম প্রকারের নিমিত্তে অল্প ঔষধ খাওয়াইবে; কিন্তু প্রয়োজনানুসারে বরাবর খাওয়াইবে।

দ্বিতীয় প্রকারের নিমিত্তে ঔষধকে উক্ত ওজন-হইতে কিঞ্চিৎ কম করিয়া খাওয়াইবে।

তৃতীয় প্রকারের জন্য জেয়াদা করিয়া খাওয়াইবে।

আফিমের বটিকা।

আফিম	.. ..	১ ভাগ
সাবান	.. ..	২ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ একটী২ খাওয়াইবে।

উপকার।

ইহাতে নিদ্রা হয়।

মরফিয়ার বটিকা।

মরফিয়া	১ ভাগ
সাবান	১৬ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দুই রতি ওজনে এক২ বটিকা তৈয়ার করিয়া একটী২ খাওয়াইবে।

উপকার।

ইহাতে নিদ্রা হয়; কিন্তু এ ঔষধ বড় বিষতুল্য, এই নিমিত্তে সাবধানে খাওয়াইবে; এক ধানের অধিক কখন খাওয়াইবে না।

হাইওসাইয়ামস ও ইপকেক বটিকা।

হাইওসাইয়ামস	২ ভাগ
ইপকেক	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক রতি ওজনে এক২ বটিকা বানাইয়া একটী২ করিয়া দুই কিম্বা তিন ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে এবং আহারাদি উদরে না রহিলে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

হাইওসাইয়ামস বটিকা।

হাইওসাইয়ামস একৃষ্ট্রাকৃট .. .. ১ রতি ওজনে বটিকা বানাইয়া চারি ঘণ্টান্তরে একটী ২ খাওয়াইবে।

উপকার।

শরীর শীতল করিতে আবশ্যক হইলে, কিম্বা বেদনা নিবারণ করিবার নিমিত্তে আফিমের বদলে ঐ ঔষধ খাওয়াইবে; ইহাতে আফিমের ন্যায় উপকার হইবে, কিন্তু আফিমের ন্যায় কোষ্ঠ বদ্ধ করে না।

আফিম ও ডিজিটেলিস বটিকা।

আফিম	১ ভাগ
ডিজিটেলিস	১ ঐ
সাবান	২ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া চারি ২ ঘণ্টান্তরে একটী ২ খাওয়াইবে।

উপকার।

শ্বাসকাসেতে দেওয়া যায়।

ষ্ট্রীক্‌নাইন বটিকা।

ষ্ট্রীকৃনাইন..	।।০ রতি
সাবান	২০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত খল করিবে, পরে বারোটী বটিকা তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ রাত্রেতে একটী২ করিয়া কতক দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে; তাহাতে যদিস্যাৎ মস্তক বেদনা না করে, ও শিরাদি না খেঁচে, তবে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যায় দুইটী খাওয়াইবে।

ষ্ট্রীকনাইন টীঙ্কচর।

আল্‌কোহল	২	তোলা
ষ্ট্রীকৃনাইন	১।।০	রতি

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয় কিম্বা অষ্ট ফোঁটা করিয়া দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

উপকার।

পূর্ব্ব প্রকার; আর ষ্ট্রীকৃনাইন খাওয়াইবার সময়ে কিঞ্চিৎ অম্বল খাওয়াইলে তাহার অধিক গুণ দর্শে, এই জন্যে অল্প দিবস পর্য্যন্ত এই ঔষধ খাওয়াইলে যদিস্যাৎ তাহার গুণ দৃশ্য না হয়, তবে লেবু কিম্বা তেঁতুলের রস খাওয়াইলে তাহার গুণ অধিক দৃশ্য হইবে।

ব্লাক ড্রপ।

এক বারেতে এই ঔষধ ছয় কিম্বা অষ্ট ফোঁটা হিসাবে খাওয়াইবে।

উপকার।

লাদনমের ন্যায়; ইহা খাওয়াইলে মাথা ব্যথা করে না, ও পেটের অসুখ হয় না।

আর তৈয়ারি ব্লাক ড্রপ যদিস্যাৎ না পাওয়া যায়, তবে তাহা নীচের লিখিত অনুসারে তৈয়ারি করিবে।

লাদনম	১ ভাগ
সিরকা	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৫ ফোঁটা করিয়া খাওয়াইবে।

পেরিগরিকাদি।

লাদনম	৬০ রতি
জাফ্রাণ	১১ মাষা
মৌরির তৈল	৩০ ফোঁটা
কিম্বা মৌরি	১১ মাষা
হার্চহর্ণ	৩০ রতি
আল্‌কোহল	৵০ ছটাক
কর্পূর	৩০ রতি

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক দিবস পর্য্যন্ত রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া বালকদিগকে ৫ ফোঁটা ও বড় লোকদিগকে ৩০ ফোঁটা করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

পেট ফাঁপিলে কিম্বা কামড়াইলে ও কাস হইলে এ ঔষধ দেওয়া যায়। ইহা বালকদিগের বড় উপকারী হয়।

ডিজিটেলিস টীঙ্কচর।

ডিজিটেলিস .. .. ১০ ফোঁটা করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে। ও যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রত্যহ এক২ ফোঁটা অধিক করিয়া দিবে।

উপকার।

নাড়ী ধুক২ করিলে ও রক্ত শীঘ্র গমন করিলে এ ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

আইওদাইন ও ডিজিটেলিস।

আইওদাইন কিম্বা হাইড্রাইওডেট
পটাস .. .. ৩০ রতি
জল .. .. ৵০ ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে,

ডিজিটেলিস টীঙ্কচর .. .. .. ৩০ রতি
কোলচিকম .. .. ৩০ ঐ
ব্লাক ড্রপ .. .. ৩০ ঐ
পিপরমেণ্ট .. .. ৩০ ঐ

এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া এক২ তোলা করিয়া দিবসের মধ্যে দুই বার দুই তোলা খাওয়াইবে।

উপকার।

অন্তঃকরণ বড় হইলে কিম্বা লাফাইলে কিম্বা নাভি ধুক২ করিলে এই ঔষধ দেওয়া যায়। কিন্তু ইহা খাওয়াইবার পরে পেট যদিস্যাৎ পরিষ্কার না হয়, তবে তিন২ দিবসান্তরে কিঞ্চিৎ জোলাপ দিবে, যেন প্রতি দিন দাস্ত পরিষ্কার হয়।

অন্য ঔষধ।

ষ্ট্রামোনিয়ম একৃষ্ট্রাকৃট .. .. ১৫ রতি

দুগ্ধ.. .. .. ৷৹ পোয়া

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

বাতেতে কিম্বা অর্শরোগে ইহা প্রেলেপের ন্যায় করিয়া লাগাইলে তাহার বেদনা হ্রাস হইবে।

লাদনম ও চূণের জল।

লাদনম .. .. ৪০ ফোঁটা

চূণের জল .. .. ৬০ রতি

নারিকেল তৈল .. .. .. ৬০ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

স্তনেতে ঘা কিম্বা বেদনা হইলে এ ঔষধ মর্দ্দন করিবে।

আফিমের প্লাষ্টর।

আফিমের চূর্ণ .. .. ৩০ রতি
কর্পূর.. .. .. ৩০ ঐ
সাবান .. .. ৩০ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চর্ম্ম কিম্বা নেকড়ার উপরে লাগাইয়া বেদনার স্থানে বান্ধিয়া দিলে বেদনা হ্রাস হইবে।

শিরাদির খেঁচনাশক ঔষধ।

হিঙ্গু ও সাবান।

হিঙ্গু .. .. ৬ ভাগ
সাবান .. .. ১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই রতি ওজনে এক২ বটিকা বানাইয়া একটী২ করিয়া তিন২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

হেঁচ্‌কি হইলে এ ঔষধ খাওয়াইবে।

কর্পূর ও আফিম।

কর্পূর.. .. .. ৫ ভাগ
আফিম .. .. ১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক২ রতি

ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া এক বারে একটীর হিসাবে তিন ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

প্রসব বেদনার পরে পেট কামড়াইলে ও নানা প্রকার শিরখেঁচা রোগেতে এ ঔষধ খাওয়াইবে।

মৃগনাভি কস্তূরী ও কর্পূর।

মৃগনাভি কস্তূরী	৩ ভাগ
কর্পূর	১ ঐ
সাবান	১ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৷৹ রতি ওজনে এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া তিন ২ ঘণ্টান্তরে একটী ২ খাওয়াইবে।

উপকার।

বালকদিগের অকস্মাৎ জ্বরেতে ও শিরখেঁচাতে ও নানা প্রকার রোগ যাহাতে শির খেঁচিয়া ধরে তাহাতেই এ ঔষধ খাওয়াইবে।

মৃগনাভি কস্তূরীর পিচকারি।

মৃগনাভি কস্তূরী	৬ রতি
চিনি	২০ ঐ
হার্চহর্ণ	৩০ ফোঁটা
উষ্ণ জল	৵০ ছটাক

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারেতে সকলি পিচকারি মারিবে।

উপকার।

বালকদিগের অকস্মাৎ বাতরোগেতে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

ইথর ও লাদনম।

ইথর	৬০ রতি
লাদনম	৬০ ফোঁটা
চিনি	৪৫ রতি
কাবাবচিনির তৈল	৫ ফোঁটা
জল	৵০ ছটাক

এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বারেতে তিন মাষা ওজনে এক ২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

জীর্ণস্থলি খেঁচিয়া ধরিলে এ ঔষধ খাওয়াইবে।

মুখ আনিবার ঔষধ।

কালামিল বটিকা।

কালামিল	১ ভাগ
সাবান	২ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৷৹ রতি

ওজনে এক ২ বটিকা বানাইয়া প্রত্যহ একটী ২ খাওয়াইবে।

ব্লুপিল বটিকা।

ব্লুপিল .. .. ১০ রতিতে চারিটী বটিকা তৈয়ার করিয়া যে পর্য্যন্ত মুখ না আ-ইসে, তাবৎ প্রত্যহ দুইটীর হিসাবে খাওয়াইবে।

পারার লেপ।

পাপার লেপ .. .. ৩ রতির হিসাবে প্রত্যহ জানুর উপরে মর্দ্দন করিবে, যে পর্য্যন্ত মুখ না আইসে।

উপকার।

যদিস্যাৎ কোন প্রকার ঔষধের দ্বারা মুখ শীঘ্র না আইসে, তবে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

কষা ঔষধ।

লেড ও আফিম মিশ্রিত বটিকা।

সুপরাসিটেট্ লেড .. .. .. ২ ভাগ
আফিম .. .. ১ ঐ
সাবান.. .. .. ২ ঐ

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।।০ রতি ওজনে

এক ২ বটিকা তৈয়ার করিয়া একটী ২ করিয়া দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

ফুসফুস কিম্বা উদরহইতে রক্ত নির্গত হইলে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

কালামিল ও লেড।

কালামিল	১ রতি
শূগর লেড	।।০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি ভাগ করিয়া এক ২ ভাগ তিন ২ ঘণ্টান্তরে দশ বৎসরের বালকদিগকে খাওয়াইবে।

উপকার।

বালকদিগের ভেদ হইলে কিম্বা ওলাউঠা হইলে এ ঔষধে সুস্থ হয়।

ফটকিরি ও আফিমচূর্ণ।

ফটকিরি	১৫ রতি
আফিম	১।।০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয় ভাগ করিয়া চারি ২ ঘণ্টান্তরে এক২ ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

জলের ন্যায় ভেদ হইলে এ ঔষধে ভাল হয়।

তুঁতিয়া ও কর্পূর।

তুঁতিয়া	.. ..	২ তোলা
কর্পূর	.. ..	৬০ রতি
গরম জল	.. ..	১ সের

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ পরে তাহার সিটা সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

চক্ষু উঠা রোগেতে চক্ষু জ্বালা করিলে ঐ জল পিচকারি মারিতে কিম্বা তদ্দ্বারা ধৌত করিতে হয়। আর বালকদিগের চক্ষু ধৌত করিতে হইলে, ঐ ঔষধের জলে তিন চারি গুণ কাঁচা জল মিশ্রিত করিতে হয়, পাছে তাহাদের চক্ষু জ্বালা করে।

মিছরি ও শ্বেত তুঁতিয়া।

মিছরি	.. ..	১ ভাগ
শ্বেত তুঁতিয়া	. .. .	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে প্রয়োজনানুসারে অল্প ২ ব্যবহার করিবে।

উপকার।

চক্ষু উঠিলে এ ঔষধ অল্প ২ করিয়া চক্ষুর ভিতরে দিতে হয়।

ফটকিরি ও জল।

ফটকিরি	৬	রতি
জল	৵০	ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার জল ব্যবহার করিবে।

উপকার।

চক্ষু উঠিলে দেওয়া যায়।

শ্বেত তুঁতিয়া ও জল।

শ্বেত তুঁতিয়া	৩	রতি
জল	৵০	ছটাক
শূগর লেড	৩	রতি

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

চক্ষু উঠিলে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

তুঁতিয়া ও জল।

তুঁতিয়া	৩	রতি
কর্পূর	৩০	ঐ
গরম জল	।০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ পরে

সিটা সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

চক্ষু উঠিলে যদি তাহাহইতে পূঁয নির্গত হয়, তবে এ ঔষধ উপকারী হয়।

আফিম ও কর্পূর।

আফিম	৫	রতি
কর্পূর	৩	ঐ
উষ্ণ জল	৵০	ছটাক

প্রথমে আফিম ও কর্পূর এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ঐ গরম জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে ছাঁকিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

চক্ষু উঠাতে যদিস্যাৎ চক্ষু অধিক বেদনা করে, তবে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

লূনার কষ্টিকের জল।

লূনার কষ্টিক	১	রতি
জল	৶০	ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষু উঠিলে দেওয়া যায়।

পিচকারির ঔষধ।

খদির ও জল।

খদির	৬	রতি
জল	৵০	ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

কর্ণহইতে পূঁয নির্গত হইলে, দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার এ জলের পিচকারি মারিতে হয়।

শ্বেত তুঁতিয়া ও লাদনম।

শ্বেত তুঁতিয়া	২	ধান
লাদনম	৩০	রতি
জল	১	তোলা

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবে।

উপকার।

প্রমেহরোগ হইলে লিঙ্গেতে এ ঔষধের পিচকারি মারিতে হয়।

শ্বেত তুঁতিয়া ও রসকর্পূর।

শ্বেত তুঁতিয়া	৫	রতি
রসকর্পূর	১	ঐ
জল	।০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রমেহ রোগির লিঙ্গেতে পিচকারি মারিলে ভাল হয়।

নিশাদল ও কর্পূর।

নিশাদল	২	রতি
রসকর্পূর	১	ঐ
জল	৵০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে বহু দিবসের প্রমেহরোগির লিঙ্গেতে পিচকারি মারিবে।

তুঁতিয়া ও লাদনম।

তুঁতিয়া	৩	রতি
লাদনম	২২	মাষা
জল	৵০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বহু দিবসের প্রমেহরোগির লিঙ্গেতে পিচকারি মারিবে।

কুলকুচা করিবার ঔষধ।

ব্রাণ্ডি	১	ভাগ
জল	১	ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিবে।

উপকার।

টুঁটিতে দাহ হইলে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

তুঁতিয়া ও কুইনাইন।

তুঁতিয়া	৮	রতি
কুইনাইন	৬	ঐ
জল	।০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার তদ্দ্বারা মুখ ধৌত করিবে।

উপকার।

টুঁটিতে দাহ হইলে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

সোহাগা।

সোহাগা..	৩০	রতি
জল	৵০	ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বারম্বার মুখ ধৌত করিবে।

উপকার।

মুখ ধরিলে কিম্বা মুখেতে ঘা হইলে এ ঔষধ দেওয়া যায়।

শ্বেত তুঁতিয়া ও সোহাগা।

শ্বেত তুঁতিয়া	৩০	রতি
ওয়াইন	২	তোলা
জল	৵১০	ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখ ধরিলে কিম্বা মুখেতে ঘা হইলে কুলকুচা করিবে।

অন্য ঔষধ।

দালচিনি	..	..	..	..	১ তোলা
গরম জল	..	..	..	..	৶০ ছটাক

দালচিনি ছেঁচিয়া গরম জলে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জলেতে ফটকিরি ৬০ রতি মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিবে।

উপকার।

টুঁটিতে দরদ কিম্বা ঘা হইলে এ ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়।

দন্তের বেদনার ঔষধ।

ফটকিরি .. .. ৬০ রতিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সুইট স্পিরিট নাইট্র ২৬ মাষা মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক তূলা তাহাতে ভিজাইয়া দন্তের গোড়ায় লাগাইয়া দিবে।

মর্দ্দন ঔষধ।

শ্বেত তূঁতিয়া..	৬ রতি
তূঁতিয়া	২৷৷৹ ঐ
চূণের জল	৵১৹ ছটাক

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে গরমি রোগির লিঙ্গেতে মর্দ্দন করিবে।

তিসির তৈল ও চূণের জল।

তিসির তৈল	⁄১৹ ছটাক
চূণের জল	৶৹ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পক্ষির পালকের দ্বারা পোড়া ঘায়ের উপরে কিঞ্চিৎ ২ লাগাইবে।

গোলার্ড ওয়াটর।

শূগর লেড	৩০ রতি
কর্পূরের আরখ..	১১ মাসা
জল	৷৷৹ সের

এই তিন্ দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পোড়া ঘায়েতে কিম্বা অন্য কোন প্রকার ঘায়েতে লাগাইবে।

কালামিল লেপ।

কালামিল	৬০ রতি
ফটকিরি ভস্ম..	১ তোলা

তারপিন তৈল..	৬০ রতি
শুদ্ধ লেপ	৩ তোলা

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

উপকার।

বালকদিগের মস্তকে ঘা হইলে দেওয়া যায়।

আলকাতরা ও আফিম।

আলকাতরা	২ তোলা
আফিম	৬০ রতি

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উপযুক্ত নারিকেল তৈল দিয়া প্রলেপ তৈয়ার করিবে।

উপকার।

অর্শরোগেতে মর্দ্দন করিতে হয়।

অম্ল অর্থাৎ পিত্তনাশক ঔষধ।

ফুলখড়ি ও আফিম।

ফুলখড়ি	৪৫ রতি
আফিম	৩ ঐ
পিপূল	৪ ঐ
কাবাবচিনি..	৩০ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমৰূপে চূর্ণ করিয়া বারো ভাগ করিয়া তাহার এক ২ ভাগে দিবসের মধ্যে তিন কিম্বা চারি বার খাওয়াইবে।

উপকার।

দুগ্ধের ন্যায় ভেদ হইলে উক্ত ঔষধ খাওয়াইবে।

সোদা ও মেগ্নিসি।

সোদা	১০ রতি
মেগ্নিসি	১ তোলা
শুঁঠ চূর্ণ	১০ রতি

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক ২ বারে ৩০ রতি ওজনে প্রয়োজনানুসারে খাওয়াইবে।

উপকার।

জীর্ণস্থলি জ্বালা করিলে এ ঔষধ খাওয়াইবে। আর অম্ল জমা হইয়া পেট জ্বালা করিলে কিম্বা কামড়াইলে এ ঔষধে সুস্থ হয়।

মেগ্নিসি ও কালামিল চূর্ণ।

মেগ্নিসি	৪৫ রতি
কালামিল	৩০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমৰূপে চূর্ণ করিয়া ছয় ভাগ করিবে, এক ২ ভাগ করিয়া দিবসের মধ্যে দুই কিম্বা তিন বার খাওয়াইবে।

উপকার।

পূর্ব্ব মত।

চূণের জল ও দুগ্ধ।

চূণের জল	।৴১০ ছটাক
কাঁচা দুগ্ধ	৶১০ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি ভাগ করিয়া প্রয়োজনানুসারে এক২ ভাগ খাওয়াইবে।

উপকার।

বমি হইবার উপক্রম হইলে এ ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

মেগ্নিসি ও হার্চহর্ণ।

মেগ্নিসি	৩০ রতি
হার্চহর্ণ	২০ ফোঁটা
দালচিনির তৈল	২০ ঐ
জল	৶০ ছটাক

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক তোলা ওজনে তিন২ ঘণ্টান্তরে খাওয়াইবে।

উপকার।

গর্ব্ভ হইলে যাহার বমি হয়, তাহাকে এ ঔষধ খাওয়াইবে।

সুপথ্যের বিবরণ।

যব ও জল।

যব.. .. ../১০ ছটাক
গরম জল.. .. .. ২ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া এক সের থাকিতে নামাইবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জলে লেবুর রস ও অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

উপকার।

নানা প্রকার জ্বরগ্রস্ত রোগির আহারের নিমিত্তে এ জল বিবেচনা পূর্ব্বক পান করাইতে হয়।

চাউল ও জল।

চাউল .. ../১০ ছটাক
জল .. .. ১ সের

এই দুই দ্রব্য দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত একত্র সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার জল উক্ত অনুসারে ব্যবহার করিবে।

সুজি গ্রুএল।

সুজি . .. . ২ তোলা
জল.. .. .. ১ সের

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে, পরে পূর্ব্ব মত ব্যবহার করিবে।

সাগুদানা ও জল।

সাগুদানা..	২	তোলা
জল..	।।৹	সের

এই দুই দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিবে।

উপকার।

পূর্ব্ব মত।

আরারোট ও জল।

আরারোট	১	তোলা
দুগ্ধ	১	ঐ
গরম জল	।৹	পোয়া

প্রথম দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ঐ গরম জল তাহাতে ধীরে ২ ঢালিয়া ক্রমে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

বিফ ও জল।

চর্ব্বি রহিত বিফ .. .. .. ।।৹ সেরকে ক্ষুদ্র ২ করিয়া কাটিয়া এক সের জল দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে, পরে তাহাহইতে যে ফেণা উঠিবে, তাহা ফেলিয়া দিয়া ব্যবহার করিবে।

মুরগীর সুরুয়া।

মুরগী একটাকে কাটিয়া তাহার হাড় সকল ভাঙ্গিয়া দিবে, পরে তাহাতে দেড় সের জল দিয়া

এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে। কোন প্রকার জ্বর কিম্বা কোন শক্ত রোগ শরীরে না থাকিলে ঐ ঝোল পান করাইলে ভাল হয়।

বিষনাশক ঔষধ।

কেহ যদিস্যাৎ কোন সময়ে বিষাক্ত ঔষধ সেবন করে, তবে তাহা নাশ করিবার নিমিত্তে বিশেষ২ ঔষধ খাওয়াইতে হয়। কিন্তু কাঁচা বিষ খাইলে শীঘ্র যদিস্যাৎ বমি হইবার ঔষধ খাওয়ান যায়, তবে তদ্দারা ঐ বিষ আমাশয়হইতে বাহির হইতে পারে; কিন্তু এক দিবসের পরে যদিস্যাৎ তাহার তেজ শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তবে সে সময়ে বমি হইবার ঔষধ খাওয়াইলেও আর ফল দর্শিবে না। আর বমি করাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত ঔষধাদি সেবন করাইবে।

শ্বেত তুঁতিয়া .. .. ১০ রতি
কিম্বা রাই সরিষা .. .. .. ৩০ ঐ

ইহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পাতলা করিয়া পান করাইলে শীঘ্র বমি হইবে।

নানা প্রকার আসিডের তেজনাশক উপায়।

নাইট্রিক কিম্বা সল্‌ফুরিক আসিডাদি খাইলে

সাবানের জল কিম্বা তৈল কিম্বা মেগ্নিসি কিম্বা সোদা উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অধিক পান করাইলে সে আসিডের তেজ নাশ হয়।

তার্ত্তর ইমেটিকের তেজনাশক উপায়।

অধিক তার্ত্তর ইমেটিক খাইলে অত্যন্ত বমি হয়, অতএব তাহা বন্ধ করিবার নিমিত্তে উদর পুরিয়া উষ্ণ জল পান করাইবে, ইহাতে যদিস্যাৎ বমি বন্ধ না হয়, তবে লাদনম দশ ফোঁটা করিয়া ঘণ্টায় ২ খাওয়াইবে, তাহাতে বমি বন্ধ হইতে পারে।

আর্শনিকের তেজনাশক উপায়।

আর্শনিক কিম্বা হরিতাল অথবা নানা প্রকার বিষ তুল্য ঔষধাদি সেবন করিলে আমাশয় অথবা উদর বড় গরম হয় ও কামড়ায়, ও কখন২ শির খেঁচে; তাহা বন্ধ করিবার নিমিত্তে প্রথমে কোন প্রকারে বমি করাইবে। পরে ডিম্বের শ্বেতবর্ণ লালকে এক সের দুগ্ধেতে কিম্বা তিন ছটাক জলেতে মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে তাহার তেজ হ্রাস হইবে।

তুঁতিয়া ও হিরাকসের তেজনাশক উপায়।

আর্শনিকের তেজ নাশার্থে যে সকল উপায়াদি লিখিয়াছি, ইহাতেও সেই সকল ঔষধাদি খাওয়াইবে।

আফিমের তেজনাশক উপায়।

প্রথমে বমি করাইবে, পরে শিরকা কিম্বা লেবুর রস কিম্বা তেঁতুল গুলিয়া পান করাইলে তাহার তেজ নাশ হইবে।

পারা কিম্বা কালামিল কিম্বা রসকর্পূরের তেজনাক উপায়।

প্রথমে কোন প্রকারে বমি করাইবে, পরে ভাল ডিম্বকে ভাঙ্গিয়া জলেতে মিশাইয়া খাওয়াইবে। যদি-স্যাৎ তাহা না পাওয়া যায়, তবে ময়দা কিম্বা আটাকে জলেতে গুলিয়া পাতলা করিয়া পান করাইবে।

গন্ধক।

উপকার।

কিঞ্চিৎ ভেদ হয়, রক্ত পরিষ্কার করে; এবং নানা প্রকার চর্ম্মরোগে অর্থাৎ খোষ ও চুলকুনি আদি রোগেতে দেওয়া যায়।

ওজন।

রক্ত পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে এক বারেতে দশ রতি ওজনে দিবসের মধ্যে দুই বার, আর

কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে ১১ মাষা ওজনে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মাথগুড় মিশ্রিত করিয়া এক বারে খাওয়াইবে।

গন্ধকের লেপ।

গন্ধক	.. ..	/০ ছটাক
খাঁলি লেপ কিম্বা চর্ব্বি	.. ..	।০ পোয়া

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে খল করিবে।

উপকার।

চুলকুনির উপরে লাগাইবে।

অন্য প্রকার ঐ লেপ।

গন্ধক	.. ..	২০ ভাগ
সোরা	.. ..	১ ঐ
সাবান	.. ..	১ ঐ
চর্ব্বি	.. ..	৩ ঐ

এই কএক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে খল করিবে।

উপকার।

বহু দিবসের খোষের উপরে মর্দ্দন করিবে।

তৃতীয় ভাগ।

অস্ত্র বিদ্যা।

বিশেষ ২ অস্ত্রের দ্বারা শরীরের ঘা কিম্বা ফোড়াদি কাটাকাটি করিবার কিম্বা আরাম করিবার যে প্রথা, তাহাকে অস্ত্রবিদ্যা বলা যায়।

দাহের বিষয়।

শরীরের মধ্যে দুই প্রকার দাহ হয়। প্রথম হিতদায়ক, দ্বিতীয় নাশক।

১। হিতদায়ক দাহদ্বারা শরীরের আঘাত এবং ঘা ইত্যাদি জুড়িয়া যায় এবং শুষ্ক হয়, ফলতঃ মাংসেতে অথবা হাড়েতে কোন প্রকারে ছিদ্র হইয়া তাহার চতুর্দিগে রক্ত জমা হইয়া বেদনা করিলে তাহাকে জুড়িবার ও আরাম করিবার নিমিত্তে ঐ দাহদ্বারা রক্তহইতে এক প্রকার রস জন্মে। আর হাড় ভগ্ন হইলে তাহার দুই মুখকে একত্র জুড়িবার জন্য সেই ভগ্ন স্থানে রক্ত জমা হইয়া ফুলিয়া উঠে। পরে সেই জমা রক্তহইতে ঐ দাহদ্বারা এক প্রকার রস উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা ঐ ভগ্ন হাড়ের দুই মুখ একত্র জোড়া লাগে। ইহাকেই হিতদায়ক দাহ বলা যায়। আর মোটা ও যুবা মনুষ্যের শরীরে উক্ত দাহ অধিক হয়, কিন্তু দুর্ব্বল লোকের শরীরে অল্প

হয়, এই নিমিত্তে বালকদিগের শরীরে হাড় ভগ্ন হইলে এক কিম্বা দেড় মাসের মধ্যে আরাম হইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ লোকের শরীরের কোন স্থানে হাড় ভগ্ন হইলে তাহা আরাম হইবার জন্য উক্ত সময়হইতে দুই তিন মাস অধিক লাগিবে।

২। নাশক দাহের দ্বারা শরীরের কোন স্থানেতে রক্ত জমা হইয়া তাহার নাড়ী বৃদ্ধি করে; আর ঐ দাহ শরীরের মধ্যে যত দূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়, তত দূর পর্য্যন্ত মাংস এবং হাড় পচিয়া যায়। এই প্রকার দাহের দ্বারা শরীরে নানা প্রকার ঘা, ফোড়া, আবু, এবং পচা ঘা, ইত্যাদি অনেক হয়, তাহা শরীরকে ক্ষীণ করে, এবং কখন ২ প্রাণনাশক হয়।

রক্তমোক্ষণ।

মস্তক কিম্বা হস্ত পদাদি বেদনা করিলে, অথবা মোটা মনুষ্যের শরীরে পক্ষাঘাতি রোগ জন্মিলে, কিম্বা কোন আঘাতের দ্বারা শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে, কিম্বা অন্য কারণ বশতঃ যদিস্যাৎ কখন ২ রক্ত মোক্ষণ করিতে হয়, তবে নীচের লিখিত অনুসারে তাহা করিবে। প্রথমে বাহুর উপরিভাগ দড়ির দ্বারা বান্ধিবে, পরে মধ্যাদিক নাড়ী ফুলিয়া উঠিলে কনুইর খোলেতে তাহা কালবর্ণ দৃশ্য হইবে, পরে সেই নাড়ীর উপরে অস্ত্র চালাইবে। কিন্তু মাংসের ভিতরের কোন

প্রস্থান নাড়ীর নিকটে কদাচ উক্ত বিষয় করিবে না। তাহার কারণ এই যে যদিস্যাৎ প্রস্থান নাড়ীতে দৈবাৎ অস্ত্র লাগিয়া কাটিয়া যায়, তবে তাহার রক্ত বন্ধ করা বড় কঠিন হয়। এই জন্য প্রথমে অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া দেখিবে, যে নাড়ী ধুক২ করে, তাহাতে অস্ত্র করিবে না; যে নাড়ী ধুক২ না করে, সেই নাড়ীতে অস্ত্র করিয়া মনুষ্যের শক্তি অনুসারে কিম্বা রোগ অনুসারে শরীরহইতে তিন ছটাক অবধি অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত রক্ত বাহির করিতে পারিবে।

যদিস্যাৎ শরীরের কোন স্থানে বদ রক্ত জমা হইয়া থাকে, তবে সেই স্থানে কিম্বা তাহার নিকটে জোঁক বসাইবে। আর মস্তক ভারী হইলে কিম্বা চক্ষু লালবর্ণ হইলে, চক্ষুর পার্শ্বহইতে কর্ণ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যে স্থান, সেই স্থানের অর্থাৎ রগের প্রস্থান নাড়ীকে চিরিয়া তাহাহইতে রক্ত বাহির করিবে। তাহাতে সেই নাড়ীর রক্ত বন্ধ না হইয়া যদি ক্রমাগত নির্গত হয়, তবে পাঁচ সাত থাক নেকড়া একত্রে ভাঁজ করিয়া এক অঙ্গুলি আন্দাজ মোটা করিয়া সেই চেরা ঘায়ের মুখেতে বসাইয়া একটী পটীর দ্বারা তাহাকে শক্ত করিয়া বান্ধিয়া দিলে সেই রক্ত বন্ধ হইবে। কিন্তু মাংসের ভিতরের প্রস্থান নাড়ীতে দৈবাৎ অস্ত্র লা-

গিয়া যদিস্যাৎ কাটিয়া যায়, ও তাহার রক্ত শীঘ্র বন্ধ করিতে না পারে, তবে তাহাতে মনুষ্যের অহিত হয়, এই জন্যে অতিশয় সাবধান পূর্ব্বক উক্ত বিষয় করিবে।

ফোড়ার বিবরণ।

ক্ষুদ্র ২ ফোড়া যে সময়ে প্রথমে দৃশ্য হইবে, সেই সময়ে তাহার মস্তক চিরিয়া দিলে সে আ-রাম হইতে পারিবে; কিন্তু যে সময়ে ফোড়া দপ ২ করিয়া পাকিবার ন্যায় হইয়া উঠে, সেই সময়ে নীচের লিখিত ধারা অনুসারে তাহার উপরে রুটীর কিম্বা ভাতের পোলটীস বসাইবে। যথা।

এক টুকরা রুটীকে গরম দুগ্ধেতে ভিজাইয়া ফোড়ার উপরে বসাইয়া দিবে; পরে তাহার উপরে নেকড়া জড়াইয়া শক্ত করিয়া বান্ধিয়া দিবে। রুটী অভাবে গরম ভাতকে বাটিয়া ঐ ফোড়ার উপরে বসাইয়া উক্ত মতে বান্ধিয়া দিবে। এই পোলটীস দুই অঙ্গুলি মোটা করিয়া বসাইবে। আর এই প্রকার পোলটীস এক কিম্বা দুই দিবস বসাইলে ফোড়া উত্তমরূপে পাকিবে ও তাহার মুখ নরম হই-বে; পরে অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দিবে। আর যদিস্যাৎ ভয় প্রযুক্ত চিরিতে কিম্বা চেরাইতে না পারে, তবে দুই কিম্বা তিন দিবসের মধ্যে আত্যান্তিক নরম

হইয়া আপনি ফাটিয়া যাইবে, পরে ক্রমে২ সকল পূঁয নির্গত হইলে আরাম হইবে।

কাটাঘায়ের বিষয়।

শরীরের কোন স্থানে যদি অস্ত্রাঘাতের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, ও তাহাতে যদিস্যাৎ প্রস্থান নাড়ী ছেদন না হইয়া থাকে, তবে সেই ঘাকে শীতল জলেতে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহার দুই মুখ বরাবর সমান করিয়া ঐ ঘায়ের আড় ভাগে একটী অথবা দুইটী অথবা যত দরকার হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া মলমের পটী বসাইবে। পরে ঐ পটীর উপরে অর্থাৎ সমুদয় ঘাকে নেকড়ার দ্বারা ঢাকিবে, অথবা জড়াইবে; যে স্থানে যেমত করিতে হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক সেই স্থানে সেই প্রকার করিবে। পরে ঐ নেকড়ার উপরে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত থাণ্ডা জল ঢালিবে, যেন সে নেকড়া শুষ্ক না হয়, এই প্রকার করিলে আরাম হইতে পারে। যদিস্যাৎ অধিক কাটিয়া যায়, তবে তাহার দুই দিগের চর্ম্ম একত্র সমান করিয়া ধরিয়া সিলাই করিয়া দিবে, পরে উক্ত প্রকারে মলমের পটী আদি বসাইবে, এবং অন্য২ কর্ম্মাদি করিবে। আর যদিস্যাৎ বড় প্রস্থান নাড়ী কাটিয়া যায়, তবে সেই নাড়ীকে আকর্ষি

অস্ত্রের দ্বারা ধরিয়া তাহার মুখেতে সূতা বান্ধিলে রক্ত বন্ধ হইবে। আর উক্ত উপায়েতে ঐ ঘা শুষ্ক না হইয়া যদিস্যাৎ তাহার মধ্যে পূঁয জন্মে, তবে প্রত্যহ ঐ পটী আদি খুলিয়া তাহাকে সাবানের জলেতে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঐ পটী আদি বান্ধিয়া দিবে। আর যদিস্যাৎ ঐ ঘা পচিবার ন্যায় হইয়া তাহার চতুর্দিগের মাংস ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, কিম্বা জ্বালা করে, ও পূঁয মলিন হইয়া পড়ে, তবে আরাম হওন পর্য্যন্ত সেই ঘাকে তুঁতিয়ার জলেতে প্রত্যহ ধৌত করাইবে।

চেরাঘায়ের বিবরণ।

শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া চিরিয়া গেলে তাহাকে শীতল জলেতে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহার উপরে মলমের পটী বসাইবে, পরে সেই পটীর উপরে নেকড়া জড়াইবে, পরে বেদনা রহিত হওন পর্য্যন্ত তাহার উপরে ক্রমিক দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত কাঁচা জল ঢালিবে। এই প্রকার উপায়েতে ঘা শুষ্ক হইতে পারিবে।

কিন্তু প্রয়োজন বুঝিলে কাটাঘায়ের উপায়াদি অনুসারে সাবানাদি মিশ্রিত জলেতে ধৌত করাইবে, ইহাতেও আরাম হইতে পারিবে।

অর্শ কাটিবার বিবরণ।

অর্শরোগ বৈদ্য চিকিৎসাদির দ্বারা আরাম না

হইয়া যদিস্যাৎ ক্রমে বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাকে নীচের লিখিত প্রকারে কাটিলে আরাম হইতে পারিবে। প্রথমে তাহার মুখেতে আকর্ষি অস্ত্র লাগাইয়া বাহিরে টানিবে, পরে ছুরি কিম্বা কাঁচির দ্বারা কাটিবে।

আর কখন২ সেই বস্তুকে উক্ত প্রকারে টানিয়া আনিয়া তাহার উপরে গরম লোহা লাগাইয়া পোড়াইয়া দিলে আরাম হইতে পারিবে।

জলোদরী রোগ।

এই রোগ বৈদ্য বিদ্যার ঔষধাদি ও চিকিৎসানুসারে আরাম না হইয়া যদিস্যাৎ জল জমা হইয়া থাকে, তবে তাহাকে নীচের লিখিত প্রকারে বাহির করিতে হইবে; ফলতঃ ঐ রোগিকে কাইত করিয়া শয়ন করাইবে, পরে তলপেটের মধ্যস্থলে অর্থাৎ নাভির নীচহইতে ইন্দ্রিয়হাড়ের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে যে স্থান আছে, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে কেনিউলার সম্বলিত ট্রোকার দ্বারা ছিদ্র করিয়া পরে ঐ ট্রোকার নামক অস্ত্রকে বাহির করিয়া লইয়া কেবল কেনিউলারের মুখকে তাহাতে লাগাইয়া রাখিবে, ও তাহার দ্বারা উদরহইতে জল নির্গত হইবে। সকল্ল জল নির্গত হইলে পরে কেনিউলারকে বাহির করিয়া লইয়া পটীর

দ্বারা পেটকে শক্ত করিয়া বান্ধিয়া দিবে। তাহা এক বারেতে যদিস্যাৎ আরাম না হয়, তবে পুনর্ব্বার উক্ত অনুসারে জল বাহির করিয়া বান্ধিয়া দিবে, এই প্রকারে আরাম হওন পর্য্যন্ত বারম্বার জল বাহির করিবে।

মস্তকে জল বৃদ্ধি হওন।

মস্তকে জল জমা হইলে বৈদ্য চিকিৎসাদির দ্বারা যদিস্যাৎ আরাম না হয়, তবে নীচের লিখিত প্রকারে জল বাহির করিবে। প্রথমে তাহাকে চিত করিয়া শুয়াইবে, পরে মস্তকের তালুকায় যে স্থানে দুই দিগের জোড়ের মুখ একত্র যুক্ত হইয়াছে, অঙ্গুলির দ্বারা টিপিলে তাহা নরম বোধ হইবে। সেই স্থানেতে কেনিউলার সম্বলিত ট্রোকার বিন্ধিয়া অর্দ্ধ বুরুল অথবা এক বুরুল পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিবে; পরে ট্রোকারকে বাহির করিয়া লইবে, কেবল কেনিউলার ঐ ছিদ্রের মুখেতে লাগিয়া থাকিবে, ও তাহার দ্বারা জল বাহির হইলে পরে একটী পটী অথবা কাপড় জড়াইয়া মস্তককে উত্তমরূপে শক্ত করিয়া কসিয়া বান্ধিয়া দিবে। পুনরায় যদিস্যাৎ জল জমা হয়, তবে উক্ত প্রকারে পুনর্ব্বার তাহা বাহির করিয়া পটী আদির দ্বারা বান্ধিয়া দিবে। আরাম হওন পর্য্যন্ত বারম্বার এই প্রকার করিবে।

ফোঁকনাতে ছিদ্ করিবার বিবরণ।

প্রস্রাব বন্ধ হওয়াতে লিঙ্গের ভিতরে যদিস্যাৎ কোন প্রকারে ঘা হইয়া থাকে, ও তাহাতে যদিস্যাৎ শলা গলাইতে না পারা যায়. তবে প্রস্রাব জল নির্গত করিবার জন্য ঐ রোগির নিদান সময়ে নীচের লিখিত মতে ফোঁকনাতে ছিদ্র করিতে হইবে।

অস্ত্র করিবার নিমিত্তে এক খানি ছুরি. লম্বা আন্দাজ চারি বুরুল. চৌড়া আন্দাজ বুরুলের এক পোয়া হইবে, তাহার গঠন কাস্ত্যার ন্যায় বাঁকা, কেবল তাহার অগ্রভাগে অর্দ্ধ বুরুল পর্য্যন্ত ধার আছে, এই প্রকারের এক খানি ছুরি আবশ্যক হইবে।

গুহ্যের মুখহইতে. ইস্তক দুই বুরুল লাগাইদ্ তিন বুরুল, ইহার মধ্যে এক স্থান আছে, যে স্থানে ফোঁকনা ও পেটের আন্ত্রিকের পরদা একত্র লগ্ন হইয়াছে। সে স্থান কোমল বোধ হয়, ও ফোঁকনা জলেতে পূর্ণ হইলে উক্ত স্থান ফোস্কার ন্যায় হইয়া অল্প ফুলিয়া উঠে। সেই স্থান এক কিম্বা দুই অঙ্গুলি আন্দাজ চৌড়া। পরে বাম হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ঐ অঙ্গুলি পেটের দিগে রহিবে। পরে উক্ত স্থানের ঠিক মধ্যস্থল নিরূপণ করিয়া অঙ্গুলির মুখ সেই স্থানেতে লাগাইবে। পরে ছুরির মুখে কি-

ঞ্চিৎ মোম লাগাইয়া অঙ্গুলির পেটের উপর দিয়া তাহাকে চালাইবে। যে স্থানে অঙ্গুলির মুখ আছে, সেই স্থানে পৌঁছাইয়া তাহার মুখের মোম ফেলিয়া দিয়া যেখানে অঙ্গুলির মুখ আছে, সেই স্থান ঠিকরূপে নিরূপণ করিয়া চিরিয়া দিলে তাহাহইতে জল নির্গত হইবে।

উক্ত প্রকারে ফোকনাতে ছিদ্র করিতে গেলে অথবা চিরিবাতে কোন ভয় নাই, কেবল তাহার দুই পার্শ্বে যে দুই প্রস্থান নাড়ী অণ্ডকোষের ভিতর পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই রক্ষা করিতে হয়; অর্থাৎ পাছে সে নাড়ী কাটা যায়, এই ভয়ে অতি সাবধান হইয়া ঐ কর্ম্ম করিতে হয়।

এক বার চিরিলে প্রস্রাব নলির দ্বারা যদিস্যাৎ উক্ত জল নির্গত না হয়, তবে পুনর্ব্বার ঐ প্রকার করিয়া চিরিবে।

লিঙ্গহইতে পাথুরি বাহির করিবার বিষয়।

কখন ২ লিঙ্গের ভিতরেতে পাথুরি খসিয়া পড়ে, তাহাতে প্রস্রাব বদ্ধ হয়। আর প্রস্রাব নলির মুখ অতিশয় সরু, এই নিমিত্তে পাথুর আপনি বাহির হইতে পারে না; তাহা বাহির করিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত চারি প্রকার উপায় আছে।

প্রথম। পাথুরি যদিস্যাৎ ক্ষুদ্র থাকে, তবে লি-

ঙ্গের ভিতরে একটী সরু চিমটা গলাইয়া তাহাকে ধরিয়া টানিয়া আনিবে।

দ্বিতীয়। ঐ পাথুরি যদিস্যাৎ নরম থাকে, তবে চিম্‌টার দ্বারা তাহাকে ভগ্ন করিয়া খণ্ড২ করিয়া বাহির করিতে পারিবে।

তৃতীয়। পাথুরি যদিস্যাৎ বড় ও শক্ত হইয়া থাকে ও তাহাকে চিম্‌টার দ্বারা টানিয়া আনিতে অথবা ভগ্ন করিতে না পারা যায়, তবে এক খানি সরু ছুরির মুখেতে কিঞ্চিৎ মোম লাগাইয়া সেই ছুরিকে লিঙ্গের ভিতরে পাথুরির নিকট পর্য্যন্ত গলাইয়া দিয়া নলির নীচের চর্ম্ম অর্থাৎ যে স্থান দিয়া প্রস্রাব নির্গত হয়, তাহাকে বরাবর লম্বাতে মুখ পর্য্যন্ত চিরিয়া দিবে। পরে চিমটার দ্বারা সেই পাথুরিকে ধরিয়া বাহির করিলে প্রস্রাব নির্গত হইবে। তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে দুই দিগের চর্ম্মকে একত্র জুড়িয়া মলমের পটী আড়বাগে বসাইয়া তাহাতে নেকড়া জড়াইয়া বান্ধিয়া দিবে, পরে অল্প দিবসের মধ্যে ঐ ঘা শুষ্ক হইয়া সকল বিষয় আরাম হইবে।

চতুর্থ। লিঙ্গের মধ্যে অথবা কোন স্থানেতে যদিস্যাৎ পাথুরি আটক হইয়া থাকে, এবং অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া তাহা ঠিকরূপে জানিতে পারা যায়, তবে সেই স্থানের চর্ম্ম অর্থাৎ কেবল সেই

পাথুরির দুই দিগের চর্ম্মকে চিরিয়া দিয়া চিম-
টার দ্বারা পাথুরি ধরিয়া বাহির করিয়া আনিলে
প্রস্রাব নির্গত হইবে। তাহার কিঞ্চিৎ পরে পূ-
র্ব্বোক্ত প্রকারে মলমের পটী বসাইয়া সেই স্থানকে
বান্ধিয়া দিলে কিছু দিবসের মধ্যে ঐ ঘা শুষ্ক
হইয়া আরাম হইবে।

পাইমোশেষ অর্থাৎ ছুচিন্দ্রি।

চিহ্ন।

লিঙ্গের মুখের উপরের চর্ম্ম একত্র জড়িত হও-
য়াতে ঐ চর্ম্মকে সহজে খুলিতে পারা যায় না।

কারণ।

লিঙ্গের মুখেতে ময়লা জমা হইয়া ঘা হইলে
উক্ত ব্যামোহ উপস্থিত হয়।

উপায়।

উক্ত রোগ আরাম হইবার নিমিত্তে সময়ানুসারে
নীচের লিখিত দুই প্রকার উপায় করিবে।

তাহার চর্ম্ম যদি কিঞ্চিৎ নরম থাকে, এবং
তাহার মুখ অল্প ছোট হইয়া থাকে, তবে ঐ
চর্ম্মের অগ্র ভাগ চিমটার দ্বারা ধরিয়া দশ কিম্বা
পোনের দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ খুলিলে কখন ২ ঐ
চর্ম্ম সচরাচরানুসারে চলাচল হইতে পারে।

যদিস্যাৎ ঐ মুখ অত্যন্ত ছোট ও শক্ত হওয়াতে

সকল চর্ম্ম একত্র জড়িত হইয়া থাকে, আর চিমটার দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে খুলিতে পারা না যায়, তবে নীচের লিখিত প্রকারে চিরিতে হইবে।

এক খানি সরু ও লম্বা ছুরির মুখেতে ছিটার ন্যায় কিঞ্চিৎ মোম লাগাইয়া প্রস্রাব রন্ধ্রের নিকট দিয়া লিঙ্গের মুখের আচ্ছাদনী চর্ম্মের নীচেতে প্রবেশ করাইয়া বরাবর ঘেরার মূল পর্য্যন্ত ঐ ছুরির মুখকে পৌঁছাইবে, পরে বাম হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা ঐ ঘেরার মূলকে টিপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে ঐ ছুরিকে ঘুরাইয়া ধরিয়া জোর পূর্ব্বক উপর পানে ঠেলিয়া দিলে তাহার মুখ সেই স্থানের চর্ম্ম ফুঁড়িয়া বাহির হইবে; পরে তাহার বাঁট ধরিয়া টানিয়া আনিলে ঐ চর্ম্ম চিরিয়া আসিবে। পরে ঐ চেরা চর্ম্মের দুই দিগের মুখ ধরিয়া খুলিয়া দিয়া তাহার ভিতরের ময়লাদিকে জলের দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঐ চেরার মধ্যেতে কিঞ্চিৎ শুষ্ক তুলা লাগাইয়া দিবে, পাছে ঐ চর্ম্ম পুনরায় একত্র জড়িত হয়।

জলে পূর্ণ কোরণ্ড।

অণ্ডকোষের উপর ভাগে কখন২ জল জমা হয়।

চিহ্ন।

অণ্ডকোষের থলির এক পার্শ্ব অথবা দুই পার্শ্ব ফুলিয়া উঠে, ও তাহা টিপিলে নরম বোধ হয়,

ও আলোতে তাহার চর্ম্ম নির্ম্মল দৃশ্য হয়; আর তাহার দুই দিগে অঙ্গুলি দিয়া বাজাইলে তাহার মধ্যে জলহিল্লোলের ন্যায় বোধ হয়।

উপায়।

অণ্ডকোষের অধোভাগেতে কেনিউলার সম্বলিত ট্রোকার নামক অস্ত্রদ্বারা ছিদ্র করিয়া দিলে তাহা-হইতে তাহার দ্বারা জল বাহির হইবে; পরে তাহাতে পিচকারির দ্বারা নীচের লিখিত ঔষধাদি প্রবেশ করাইবে।

ঔষধ।

পোর্ট ওয়াইন	২ ভাগ
জল	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অণ্ডকোষের থলি পূর্ণ হওন পর্য্যন্ত পিচকারির দ্বারা তাহা তা-হার ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত ঐ ছিদ্রের মুখ টিপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে খুলিয়া দিলে উক্ত ঔষধের জল সমূহ তাহাহইতে বাহির হইয়া আসিবে।

অন্য প্রকার উপায়।

সল্‌ফেট জিঙ্ক	১ রতি
জল..	।।০ ছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপর লিখিত প্রকারে পিচকারি মারিবে।

অন্য ঔষধ।

তুঁতিয়া..	১ রতি
ফটকিরি	১ ঐ

এই দুই দ্রব্য অর্দ্ধ ছটাক জলেতে মিশ্রিত করিয়া সেই জলকে উক্ত প্রকারে পিচকারি মারিবে।

উক্ত ঔষধাদির গুণ এই যে ঐ ঔষধ তাহার ভিতরে প্রবেশ হইলে দাহ জন্মে। ঐ দাহের দ্বারা অণ্ডকোষের থলি বীচির আচ্ছাদনী চর্ম্মের সহিত একেবারে জড়িত হইয়া পূর্ব্বানুসারে অর্থাৎ সহজ শরীরে যেমত ছিল, সেই মত হয়; তাহাতে পুনরায় জল জমা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ঐ ঔষধ আদি দিবার পরে যে কএক্ দিন পর্য্যন্ত বেদনা থাকে, সেই সময়ে অণ্ডকোষকে উপর পানে তুলিয়া বান্ধিলে ভাল হইবে।

কোষে অস্ত্র করিবার নিমিত্তে যদিস্যাৎ ট্রোকার না পাওয়া যায়, তবে কোন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা তাহার অধোভাগেতে ছিদ্র করিয়া দিয়া একটী পলিতা লাগাইয়া দিলে ক্রমাগত তাহাহইতে জল নির্গত হইবে। এই প্রকার করিয়া দশ কিম্বা পোনের দিবস পর্য্যন্ত রাখিলে কখন২ আরাম হইতে পারে।

ষ্ট্রীক্‌চর। ঈষদাঘাত।

ইন্দ্রিয়নলির ভিতরে কোন প্রকার ঘা হইবাতে ইন্দ্রিয় ছোট হয়, তাহাকে ষ্ট্রীক্‌চর বলা যায়।

চিহ্ন।

প্রস্রাব করিবার সময়ে ইন্দ্রিয় বেদনা করে; প্রস্রাব শীঘ্র চলে না, ছিদ্র ছোট হয়, প্রস্রাব সরুরূপে বাহির হয়। ফোঁকনার মুখহইতে লিঙ্গের মুখ পর্য্যন্ত যে স্থান তাহারি কোন স্থানেতে ঐ ঘা হয়।

উপায়।

প্রথমে একটী প্রোব অর্থাৎ শলাবিশেষ গলাইয়া কোথায় ঐ ঘা হইয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। পরে ঐ ঘায়ের অনুসারে একটী সরু প্রোব অথবা শলা গলাইবে। তাহার পর দিবস তদপেক্ষায় কিঞ্চিৎ মোটা শলা গলাইবে। এই প্রকারে প্রত্যহ ক্রমে২ সহ্যানুসারে শলা গলাইলে তাহার মুখ ক্রমে বড় হইবে। আর ঐ ঘা যদিস্যাৎ অত্যন্ত জেয়াদা হইয়া থাকে, তবে একটী শলার মুখেতে কিঞ্চিৎ মোম লাগাইয়া তাহার মুখে অতি অল্প লূনার কষ্টিক দিয়া সেই শলাকে ইন্দ্রিয়নলির রন্ধ্রে গলাইয়া ঐ ঘায়ের উপরে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিলে লূনার কষ্টিক মিলিয়া যাইবে; পরে কিঞ্চিৎ জ্বালা করিবে,

কিন্তু তাহাতে প্রস্রাব দ্বার বড় হইবে। আর তিন২ অথবা চারি২ দিবসান্তর উক্ত উপায় করিবে, এবং প্রত্যহ ছোট বড় শলাদি গলাইবে। মন লাগাইয়া প্রত্যহ তাহার নিমিত্তে মেহনত করিলে উক্ত রোগ আরাম হইতে পারিবে।

গুহ্য বন্ধ হওন।

চিহ্ন।

জন্মের সময়ে কোন২ শিশুর গুহ্যদ্বার বন্ধ হইয়া থাকে, ও তাহাতে কোন ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

কারণ।

গুহ্যদ্বারেতে এক প্রকার চর্ম্ম আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে মল নির্গত হইতে পারে না।

উপায়।

ঐ চর্ম্ম যদিস্যাৎ পাতলা হইয়া থাকে, তবে বেগ দিবার সময়ে তাহা কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠিয়া একটী ফোস্কার ন্যায় হইয়া বাহির হয়। সেই সময়ে গুহ্যদ্বার ঠিক করিয়া চিনিয়া অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দিলে মলাদি নির্গত হইবে।

ঐ চর্ম্ম যদিস্যাৎ অত্যন্ত মোটা হইয়া থাকে, তবে গুহ্যদ্বারকে একেবারে জড়িত করিয়া রাখে,

ও তাহাতে গুহ্যদ্বারের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এমত চর্ম্ম কাটিতে ভরসা হয় না।

অস্ত্র গুহ্যদ্বারের ভিতরে যত দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইবার আবশ্যক হইবে, ঠিক সোজারূপে তত দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া চিরিয়া দিবে। পরে উদরহইতে মলাদি ঐ ছিদ্রের দ্বারা নির্গত হইবে। তাহার পরে যে পর্য্যন্ত ঐ ঘা শুষ্ক না হয়, তাবৎ ঐ চেরার মুখেতে কিঞ্চিৎ শুষ্ক তূলা লাগাইয়া রাখিবে। ইহাতে উক্ত বিষয় আরাম হইবে।

নাকড়া।

নাকড়ারোগ নাসিকাতে জেয়াদা হয়, আর অন্ত-রেতে ও গর্ব্ভেতেও কখন২ হয়। ঐ রোগ চর্ম্মহইতে একটা পেঁয়াজের কোষার ন্যায় বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। তাহার উপরের চর্ম্ম শুক্লবর্ণ দৃশ্য হয়, এবং নরম বোধ হয়, ও সহজে ছিঁড়িতে পারা যায়। কখন২ তাহা আপনি খসিয়া পড়ে, কখন বা অস্ত্রদ্বারা বাহিরে টানিয়া আনিতে পারা যায়, আর কখন বা কাটিতে হয়।

একটী চৌড়া মুখ কাঁচির দ্বারা ঐ বস্তুকে ধরিয়া টানিয়া আনিবে। যদিস্যাৎ অত্যন্ত শক্ত হইয়া থাকে ও ছিঁড়িতে না পারা যায়, তবে এক খানি ছুরি অথবা কাঁচির দ্বারা কাটিয়া দিবে, কিম্বা

সূতার দড়ি নাসিকার ভিতরে গলাইয়া ঐ নাক-ড়ার মূলেতে শক্ত করিয়া বান্ধিয়া দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত রাখিলে উক্ত বস্তু ছিঁড়িয়া পড়িতে পারে। আর ঐ প্রকার করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার পরে পুনর্ব্বার যদিস্যাৎ ঐ রোগ বৃদ্ধি হয়, তবে উক্ত অস্ত্রাদির দ্বারা ঐ বস্তুকে কাটিবে, পরে তাহাতে লূনার কষ্টিক অথবা তুঁতিয়ার জল দিবে, ইহাতে একেবারে আরাম হইবে।

গাঁইট খসিবার বিবরণ।

গাঁইট খসিবার নানা প্রকার লক্ষণ আছে। প্রথম, যে অঙ্গ খসিয়া যায় তাহা ছোট হয়। দ্বিতীয়, তাহা অন্য অঙ্গের ন্যায় সুন্দররূপে বৈসে না। তৃতীয়, তাহা অচল এবং অকর্ম্মণ্য হয়। চতুর্থ, ঐ খসা অঙ্গ অল্প ক্ষণ পরে ফুলিয়া উঠে, এবং বেদনা হয়।

উপায়।

গাঁইট খসিবামাত্র তাহা কিছু ক্ষণ পর্য্যন্ত টা-নিবে, যেন তদ্দ্বারা তাহা স্বস্থানে বৈসে; কিন্তু বাহু খসিলে অন্যরূপ করিতে হয়। অর্থাৎ বগল মধ্যে কোন গোল বস্তু দিয়া চাড় দিতে হয়, তাহাতে বাহুর হাড় উত্তমরূপে বৈসে। আর জানু খসিলে তাহা অনেক বল পূর্ব্বক অধিক

ক্ষণ অন্য পদের দিগে কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া টানিতে হয়। এই প্রকারে গাঁইট বসাইলে পর যে পর্য্যন্ত বেদনা ও ফুলা সুস্থ না হয়, তাবৎ একটী বস্ত্র শীতল জলে ভিজাইয়া তাহার উপরে রাখিবে, আর তাহা পুনঃ২ ভিজাইবে। অধিক ফুলিলে কিম্বা বেদনা হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক চারিটা কি ছয়টা জোঁক লাগাইবে। আর খসা অঙ্গের শির যে পর্য্যন্ত সবল না হয়, তাবৎ যাহাতে ঢিলা থাকে, এমত করিয়া বান্ধিবে। ফুলা ও বেদনা ন্যূন হইলে তাহা প্রতি দিন দুই তিন বার নাড়িবে, পাছে তাহা এক দিগে বসিয়া অবশ হয়। আর ঐ অঙ্গ উত্তমরূপে সবল করণার্থে প্রতি দিন কোন২ তৈল মর্দ্দন করিবে।

হাড় ভাঙ্গার বিবরণ।

হাড় ভাঙ্গিলে বিশেষ২ চিহ্ন দেখা যায়। ফলতঃ যে স্থানের হাড় ভাঙ্গে, তাহা নাড়িলে খট২ করে। দ্বিতীয়, সে অঙ্গ অল্প ছোট হয়। তৃতীয়, তাহা অকর্ম্মণ্য হয়। চতুর্থ, তাহা ফুলে ও বেদনা করে। পঞ্চম, ভগ্ন স্থান টিপিলে টের পাওয়া যায়।

উপায়।

ভগ্নাঙ্গ কিঞ্চিৎ টানিয়া দুই হাড়ের মুখ যোগ করিবে, পরে তাহার চতুর্দ্দিগে পাতলা কোন কাষ্ঠ

কিম্বা বাখারি ফিতা দিয়া শিরা যেন ঢিলা থাকে, এমত করিয়া বান্ধিবে। আর যে পর্য্যন্ত বেদনা ও ফুলা শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত নিত্য তাহার উপরে শীতল জল দিবে, যেন তাহা সতত ভিজা থাকে, কিন্তু অধিক বেদনা ও ফুলা হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক জোঁক বসাইবে; তাহাতে বয়ঃক্রম ও বলানুসারে কাহার শীঘ্র, কাহার বা বিলম্বে আরাম হয়।